কবিরঞ্জন
কাব্যসংগ্রহ

অর্থাৎ

কবিরঞ্জন ৺রামপ্রসাদ সেনের

বিদ্যাসুন্দর, কৃষ্ণকীর্ত্তন, কালী-কীর্ত্তন, সীতাবিলাপ ও পদাবলী।

শ্রীযোগেন্দ্র নাথ বসু কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

কলিকাতা

টাউন প্রেসে

শ্রীপঞ্চানন দাস দ্বারা

মুদ্রিত।

সূচীপত্র।

অথ গণেশ বন্দনা ... ১
অথ সরস্বতী বন্দনা ... ২
অথ লক্ষ্মী বন্দনা ... ৩
অথ কালী বন্দনা ... ৪
জাগরণারম্ভঃ। বিদ্যার পাত্রান্বেষণে মাধব ভাটের কাঞ্চিপুর গমন ... ৮
সুন্দরের বর্দ্ধমান যাত্রা ১১
সুন্দরের বর্দ্ধমান প্রবেশ। (রাজধানী ও গড় বর্ণন।) ১৫
বাজার বর্ণন ... ২০
সরোবর বর্ণন ... ২১৷৹
বকুলতলায় সুন্দর দর্শনে নগরনাগরীদিগের উক্তি ২৩
কবি দর্শনে কামিনীগণের কামোদ্দীপন ... ২৬
মালিনীর সহ সুন্দরের পরিচয় ২৭
অথ বিদ্যার রূপবর্ণন ৩০
অথ মালঞ্চ বৃত্তান্ত ৩২
মালিনীর পুষ্পচয়ন ও হাটে গমন ... ৩৪
সুন্দরের মালা গ্রন্থন ৩৫
কবির মাল্যসংক্রান্ত পরিচয় লিখন ... ৩৬
মালিনীর হাট পরিচয় ৩৮
পুষ্প লইয়া মালিনীর বিদ্যার নিকট গমন ... ৪০
মালা দৃষ্টে বিদ্যার উৎকণ্ঠাবস্থা ৪১
মালিনীর প্রতি বিদ্যার অনুনয় ৪৩
মালিনী ও বিদ্যার পরস্পর কথোপকথন ... ৪৪
মালিনীর সুন্দর নিকটে বিদ্যার বার্ত্তা কথন ... ৪৬
বিদ্যাসুন্দরের পরস্পর দর্শন ৪৭
সুন্দর দর্শনে বিদ্যার সখী প্রতি উক্তি ... ৪৯
বিদ্যা দর্শনে সুন্দরের মোহ ৫০

বিদ্যা কর্ত্তৃক ভগবতীর স্তব ৫০
বিদ্যার বাসরসজ্জা ... ৫২
কবির ভগবতীর স্তব ... ৫৩
কবির সুড়ঙ্গপথে গমনোদ্যোগ ৫৪
বিদ্যার উৎকণ্ঠাবস্থায় সুন্দরের দর্শন ... ৫৫
বিদ্যা ও সুন্দরের বিচার ৫৬
বিদ্যাসুন্দরের বিবাহ ৫৯
শৃঙ্গার উপক্রমে বিদ্যার বিনয় ৬১
শৃঙ্গারে পরস্পর উক্তি ৬৩
শৃঙ্গারে সখীদিগের ব্যঙ্গোক্তি ৬৪
অথ বিপরীত শৃঙ্গার ৬৬
পরদিন মালিনীর ও বিদ্যার রহস্য কথোপকথন ... ৬৮
বিদ্যার মানভঞ্জন ... ৬৯
বিদ্যার গর্ভ দৃষ্টে সখীগণের নানা যুক্তিচিন্তা ... ৭২
সখীগণকর্ত্তৃক রাণীর নিকট বিদ্যার গর্ভবার্ত্তা প্রদান ৭৪
গর্ভ দর্শনে রাণীর বিদ্যা প্রতি ভৎর্সন ৭৫
রাণী সহ বিদ্যার বাক্চাতুরী ৭৬
রাণী সহ বিদ্যা ও সখীগণের পুনর্ব্বাক্ছল ... ৭৮
বিদ্যার গর্ভসংবাদ শ্রবণে ভূপতির কোটালকে ধরিতে অনুমতি ৮০
ভূপতির তর্জ্জনে কোতোয়ালের বিনয় ৮২
চৌর্য্যসংবাদার্থ কোটালিনীর অন্তঃপুরে গমন ও রাণীর সহ কথোপকথন ... ৮৫
কোটালের পতি প্রতি নিন্দা ৮৭
কোটালিনীকর্ত্তৃক ভদ্রকালীর স্তুতি ও প্রসাদপুষ্প নাথে প্রদান ৮৮
কোটালের চোর অন্বেষণে সজ্জা ৮৯
সহরে চৌরধরণার্থে কোটালের ঘোরাঘুরি ... ৯০
কোতোয়াল-চরসমূহের ছদ্মবেশে চোর অন্বেষণ ৯১
চোর সন্ধানে নিহ্ ব্রাহ্মণীর বৃত্তান্ত ... ৯৫
বিদুর নিকটে কোটালের নিরা-

খাসে মাবাইর হিতোপদেশ ৯৮
চোরধরণার্থে বিদ্যার মন্দিরে সিন্দূর লেপন ... ১০০
সিন্দূর-চিহ্নিত বস্ত্র দৃষ্টে রজক ও হীরার শাস্তি এবং সুন্দরের সুড়ঙ্গপথে পলায়ন ... ১০৩
চোর ধরণার্থে কোটালের সুড়ঙ্গ খনন ১০৬
বিদ্যাবাক্যে সুন্দরের নারীবেশ ধারণ ১০৯
চোরের স্ত্রীবেশানুভবে বিদ্যার সহচরীগণের খন্দক লঙ্ঘন পরীক্ষা ১১১
সুন্দরের বামপদে খন্দক লঙ্ঘনার্থ বিদ্যার সহ কথোপকথন ... ১১৩
অথ চোর ধরণ ... ১১৬
সুন্দরের বন্ধন দৃষ্টে বিদ্যার খেদোক্তি ... ১১৮
কোটালের প্রতি বিদ্যার বিনয়োক্তি ... ১১৯
চোর দৃষ্টে রাণীর বিদ্যার প্রতি বিলাপ ... ১২১
বিদ্যার স্তবে কালীর অভয় প্রদান ... ১২৩
চোর দর্শনে নাগরিকজনের খেদ ... ১২৪
রাজার সহ চোরের ব্যঙ্গোক্তি ১২৬
সুন্দরের চৌত্রিশাক্ষরে কালীস্তুতি ... ১৩৪
সুন্দর প্রতি কালীর অভয় দান এবং মশানে মাধব ভট্টের আগমন ... ১৪০
কোটালের প্রতি মাধব ভট্টের উক্তি ১৪২
মাধবের প্রতি কোটালের কটুবাক্য ... ১৪৩
ভাটমুখে সুন্দরের বার্তা শ্রবণে ভূপতির সভাসুদ্ধ মশানে গমন ১৪৫
সুন্দরের প্রতি ভূপতির বিনয়োক্তি ... ১৪৬
কবির বিমোচন শ্রবণে রাণীর বিদ্যার প্রতি বিনয় ১৪৯
সুন্দরের বন্ধন-মোচন-সংবাদে বিদ্যার উল্লাস ... ১৫০
ভূপতি হইতে সুন্দরের সম্মান-

প্রাপ্তি … … ১৫২
সুন্দরকে মাতৃবেশে কালীর স্বপ্নদান … … ১৫৪
সুন্দরের স্বদেশ গমনার্থ বিদ্যার নিকটে বিদায়প্রার্থনা ১৫৫
বিদ্যা কর্তৃক বারমাস বর্ণন ১৫৭
বিদ্যার শ্বশুরালয় গমনার্থ মাতৃ নিকট বিদায় প্রার্থনা ১৬১
রাণীর প্রতি বিদ্যার প্রবোধ-বচন … … ১৬৩
বিদ্যা সহ সুন্দরের স্বদেশগমন … … ১৬৬
সুন্দরকে আনয়নার্থ তাঁহার পিতামাতার প্রত্যাগমন ১৬৯
বিদ্যাবধূ দর্শনার্থ পুরবাসি নারীগণের আগমন ১৭১
সুন্দরের স্বরাজ্যাভিষেক এবং বিদ্যার পুত্রোৎপত্তি ১৭৩
সুন্দরের দক্ষিণকালিকামূর্ত্তি সংস্থাপন এবং শবসাধনোদ্যোগ … … ১৭৫
পুত্র পদ্মনাভকে রাজ্য দিয়া বিদ্যাসুন্দরের স্বর্গারোহণ ১৮২
অষ্টমঙ্গলা … ১৮৫

ভূমিকা

বঙ্গভাষা দিন দিন যেরূপ ক্ষিপ্রবেগে উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে, তাহাতে অনুমান হয়, অচিরাৎ সেই শুভদিন আসিবে, যখন এই ভাষার ক্রমোন্নতির একখানি রীতিমত ইতিহাস আবশ্যক হইবে। কিন্তু কোন ভাষার প্রাচীন সাহিত্যাদি সুরক্ষিত ও সাধারণে প্রচারিত না থাকিলে, সেই ভাষার একখানি রীতিবিশুদ্ধ ইতিহাস সঙ্কলন বহুায়াসসাধ্য, এমন কি, একপ্রকার অসম্ভব হইয়া উঠে। প্রধানতঃ এই কারণে অদ্য আমরা এই কবিরঞ্জন কাব্যসংগ্রহ লইয়া বঙ্গীয় পাঠক-মণ্ডলীর সমক্ষে উপস্থিত হইলাম। এই কবিরঞ্জন কাব্যসংগ্রহে কবিরঞ্জন ৺রামপ্রসাদ সেনের কবিতা ও কাব্য, যাহা কিছু সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, সমস্তই সন্নিবেশিত হইয়াছে। কবিরঞ্জন বিদ্যা-সুন্দর, কৃষ্ণকীর্ত্তন ও কালীকীর্ত্তন আজি প্রায় ত্রিংশৎ বৎসর অতীত হইল, পুনর্মুদ্রিত হয় নাই, সুতরাং দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে, কালে বিলুপ্ত হইবারও

সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। যাঁহার স্বর্গীয়ভাবোচ্ছ্বাসময়ী সুমধুর পদাবলি অদ্যাপি বঙ্গের ঘরে ঘরে গীত হইতেছে, সেই কবিবর ৺রামপ্রসাদ সেনের প্রণীত তিনখানি কাব্য কালকবলিত হইলে যে, বঙ্গভাষার ইতিহাস সম্বন্ধে কিছুই ক্ষতি হইবে না, এ কথাটি অসংশয়ে বলা যাইতে পারে না। কারণ অপরাপর প্রাচীন গ্রন্থকারগণের ন্যায় কবিবর ৺রামপ্রসাদ সেনও অনেকাংশে বঙ্গভাষার ভাবপুষ্টি ও শব্দপুষ্টি বিধান করিয়াছেন। কৃষ্ণ-কীর্ত্তন সমগ্র পাওয়া যায় না, তথাপি যে দুই এক পৃষ্ঠা পাওয়া যায়, তাহাই বা বিলুপ্ত হয় কেন? বর্ত্তমান গ্রন্থে কবিরঞ্জন বলিয়া যাঁহাকে উল্লেখ করা হইয়াছে, তিনিই কবিবর ৺রামপ্রসাদ সেন। কবিরঞ্জন তাঁহার উপাধি। অনেকেরই মতে তিনি ভারতচন্দ্রের সমসাময়িক কবি এবং তাঁহার বিদ্যাসুন্দর ভারতচন্দ্রকৃত বিদ্যাসুন্দরের পূর্ব্বে বিরচিত। আবার কেহ কেহ ইহাও বলিয়া থাকেন, যদিও দুই একটি ঘটনাংশে ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের সহিত কবিরঞ্জন বিদ্যাসুন্দরের কিছু কিছু বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়, তথাপি কবিবর ভারতচন্দ্র

যে উহাকেই প্রধান অবলম্বন করিয়া তাঁহার বিদ্যাসুন্দর রচনা করিয়াছিলেন, তাহা একপ্রকার নিঃসন্দেহে প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, ভাষার ইতিহাসের বিশেষ এমন কি আবশ্যকতা আছে? আমরা বলি, আছে। ইহা একটি সাধরণ নিয়ম, যে জাতির রীতি, নীতি, আচার, ব্যবহার, রুচি ও ধর্ম্মভাব প্রভৃতি যখন যে ভাবে প্রবাহিত হয়, তখন সেইগুলি সেই জাতীয় লব্ধপ্রতিষ্ঠ কাব্যাদিতে প্রায় ঠিক সেই ভাবে প্রস্ফুরিত হইয়া থাকে। সুতরাং আমরা কোন একখানি লব্ধপ্রতিষ্ঠ কাব্য যে সময়ের, তাহাতে সাধারণতঃ ঠিক সেই সময়ের সমাজচ্ছবি দেখিতে পাই এবং তাহা হইতে তৎকালীন লোকের মানসিক ভাবোন্নতির সীমাও নির্দ্ধারণ করিতে পারি। এতদ্ভিন্ন কোন সময়ের কাব্যে কোন সময়ের সমাজচ্ছবি দেখিয়া, এই জাতি এই প্রথায় উন্নত অথবা এই জাতি এই প্রথায় অবনত হইয়াছিল, এইরূপ আলোচনা করিয়া বর্ত্তমানে আমরা আমাদিগের কর্ত্তব্য অবধারণ করিয়া লইতে পারি। অতএব ভাষার

ইতিহাসের এতাদৃশী নানাবিধ মহোপকারিণী প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া আমরা দেখিলাম, প্রাচীন সাহিত্যাদি সংরক্ষণই তাদৃশ ইতিহাস সঙ্কলনের অনন্য প্রধান উপকরণ। যদি কখন কোন বঙ্গীয় সুলেখক বঙ্গভাষার একখানি রীতিমত ইতিহাস লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়া, এই পুস্তক হইতে কিঞ্চিন্মাত্রও সাহায্য প্রাপ্ত হন, তখন বুঝিব আমাদিগের উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ সংসারে দুঃখ যেমন পদে পদে, তেমনি পদে পদে সেই দুঃখ দূর করিবার জন্য সান্ত্বনার সামগ্রীও আবশ্যক করে। আমরা বুঝিয়াছি, প্রকৃত কবির কাব্য দুঃখিজনের একটি প্রধান সান্ত্বনা—প্রধান সম্বল। সংসারের নিরবচ্ছিন্ন দুঃখযন্ত্রণার মধ্যে বাস করিয়া যখন আমরা দুঃখের জ্বালায় জ্বালাতন হইয়া পড়ি, তখন যদি একজন প্রকৃত কবির একখানি কাব্যের শরণাপন্ন হই, তাহা হইলে সেই কাব্য কত শত অলৌকিক দৃশ্য সম্মুখে আনিয়া, কত শত লোকাতীত চরিত্র দেখাইয়া, আমাদিগের সেই দুঃখজ্বালা দেখিতে দেখিতে কোথায় ভাসাইয়া দেয়। কবিরঞ্জন

৺রামপ্রসাদ সেনও যে একজন প্রকৃত কবি, একথা বুঝিবার জন্য বড় অধিক প্রয়াসের প্রয়োজন করে না। কেবলমাত্র তাঁহার পদাবলীর প্রতিই দৃষ্টিপাত করিলে চলিতে পারে। যখন আমরা দেখি, তাঁহার পদাবলীর ভিতর দিয়া ভক্তির স্রোতঃ কেমন খরপ্রবাহে চলিয়াছে, যখন আমরা দেখি, তাহার পদাবলী এই অবিশ্রান্তদুঃখময় সংসার হইতে তুলিয়া লইয়া কেমন অঙ্কে অঙ্কে আমাদিগকে নিখিল-ঐশ্বর্য্যময়ী জগন্মাতা জগদীশ্বরীর অনন্ত-আনন্দময় মহাসিংহাসনের দিকে লইয়া যাইতেছে, তখন আমাদিগের হৃদয় যেন আপনা আপনি এই কথাটি বলিয়া উঠে, 'রামপ্রসাদ! তুমিও একজন যথার্থ কবি।' বর্ত্তমান পুস্তক কয়খানি সেই মহামনস্বী রামপ্রসাদেরই বিরচিত। সুতরাং একজন প্রকৃত কবির কয়খানি কাব্য হারাইয়া, চিরদুঃখী বঙ্গবাসী সেই সঙ্গে স্বীয় দুঃখসান্ত্বনার কয়টি প্রধান সম্বল কেনই বা হারাইবে? এইরূপ চিন্তা—এইরূপ উদ্বেগও আমাদিগের এই পুস্তক কয়খানি প্রকাশ করিবার অন্যতম কারণ।

যদি উৎসাহ পাই, তাহা হইলে মুদ্রনাভাবে অথবা পুনর্মুদ্রনাভাবে লুপ্তপ্রায় আরও কতকগুলি প্রাচীন কাব্য ক্রমশঃ প্রকাশ করিতে যত্নবান্ হইব। অলমিতি।

প্রকাশক।

কবিরঞ্জন
বিদ্যাসুন্দর

অথ গণেশ বন্দনা।

পরম পুরুষ প্রভু, পুনঃ পুনঃ প্রণমহুঁ,
পর্ব্বতেশ-পুত্রী-প্রিয়-সুত।
বিভু বেদবিদাম্বর, বিনায়ক বিঘ্নহর,
বারণবদন গুণযুত॥
তরুণ অরুণ অণু, অতি জ্যোতির্ম্ময় তনু,
আজানুলম্বিত ভুজদণ্ড।
আভরণ নানা রত্ন, মণি হেম মরকত,
সিন্দূরে সুন্দর শুণ্ড গণ্ড॥
অদিতি-অঙ্গজ-শ্রেষ্ঠ, আরোহণ আখু-পৃষ্ঠ,
আসরে উরহ একবার।
জনে যদি জপে নাম, যম জিনি যোগ্য ধাম,
যায় তায় করি অধিকার॥
দেবদেব দীনবন্ধু, দাসে দেহি দয়াসিন্ধু,
সবিশেষ উপদেশ সার।
শিব কর্ম্মে তুমি মূল, হও শীঘ্র অনুকূল,
আমি শিশু বঞ্চিত সংস্কার॥

বিদ্যাসুন্দর।

রামরাম সেন নাম, মহাকবি গুণধাম,
সদা যারে সদয়া অভয়া।
তৎসুত রামপ্রসাদে, কহে কোকনদ-পদে,
কিঞ্চিৎ কটাক্ষে কর দয়া॥

অথ সরস্বতী বন্দনা।

রচে পুটাঞ্জলি অতি, বন্দে মাতা সরস্বতি,
মহাবিদ্যা সরসিজাসনী।
কুচভর-নমিতাঙ্গী, ভুবনমোহন ভঙ্গী,
বিদ্যারূপা ব্রহ্মাণ্ডজননী॥
শ্বেতপদ্ম শ্রীচরণ, হংসবধূ অনুক্ষণ,
হৃদিমধ্যে বিহর মা নিত্য।
ক্ষুদ্র আমি ক্ষীণ প্রজ্ঞা, পাল মাতা নিজ আজ্ঞা,
কণ্ঠে বসি কহ সুকবিত্ব॥
নানা যন্ত্র তাল মান, আলাপে মোহিত জ্ঞান,
রাগ ছয় সহিত রাগিণী।
ন বিদ্যা সংগীত পর, যে গানে ত্রিপুরহর,
দ্রব কৈলা দেব চক্রপাণি॥
সেই বস্তু এই গঙ্গা, নির্ম্মল সুতুঙ্গভঙ্গা,
কণা মাত্রে মহাপাপ হরে।
সত্য সত্য বেদে উক্তি, দর্শনে কৈবল্য মুক্তি,
স্নানফল কহিবে কি নরে॥

ব্যাস বাল্মীকাদি-চয়, মহাকবি মহাশয়,
তব কৃপালেশে প্রজ্ঞাবান্‌ ।
বহু কষ্টে চিন্তি খেদ, সঙ্কলন করি বেদ,
নানা শাস্ত্র করিলা বিধান ॥
তব কৃপাদৃষ্টি যারে, জগত জিনিতে পারে,
ধরাতলে সেই জন ধন্য ।
তুমি গো যাহারে বাম, জীয়া তার কিবা কাম,
মূঢ়মতি সে অতি জঘন্য ॥
তুমি বিশ্ব অন্তর্যামী, স্তব কিবা জানি আমি,
বেদাগমে অতুল্য মহিমা ।
শ্রীপ্রসাদে বলে মাতা, স্মরহর হরি ধাতা,
কোনরূপে না পাইলা সীমা ॥

অথ লক্ষ্মী বন্দনা ।

কমলে কমলা বন্দে কোমল শরীর ।
কমল-চরণে শোভে মঞ্জুল মঞ্জীর ॥
গুরু উরু ডমরু-সুচারু মধ্যদেশ ।
ত্রিবলী গভীর নাভি কি কব বিশেষ ॥
কান্তি মধ্যে উভ তটে গুপ্ত যুগ্ম কোক ।
তব রোমাবলী কুচ কুম্ভ কহে লোক ॥
পঙ্কে বাস বিস সে কি বাহুদণ্ড অণু ।
তুলা নহে বিসে কি সে ভেবে ক্ষীণ তনু ॥
নাসা তিলফুল তাহে বিলোল বেসোর ।
পূর্ণচন্দ্র শোভা যেন পিবতি চকোর ॥

বিদ্যাসুন্দর।

জিনিয়া আরক্ত মুক্তাফল দন্তশোভা।
বিম্বাধর প্রতিবিম্ব মুক্তা মনোলোভা॥
খঞ্জন-গঞ্জন আঁখি অঞ্জনে রঞ্জিত।
মনোহর মনোহরা কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ॥
নিন্দিয়া গিধিনিশ্রুতি শ্রবণ যুগল।
দরিদ্র-দ্রবিণ-আশা সুদীর্ঘ কুণ্ডল॥
উপযুক্ত ভূষণ ভূষিত ঠাঁই ঠাঁই।
কি কব রূপের কথা ত্রিভুবনে নাই॥
সর্ব্বগুণহীন যদি ধনবান্ হয়।
তৃণ তুল্য দ্বারে তার কত গুণালয়॥
তব কৃপাপাত্র মাত্র ধরাতলে পূজ্য।
সত্ব দানে বিত্ত গুণে সে লভে সাযুজ্য॥
যে গৃহিজনের প্রতি জন্মে তব কোপ।
কি তার ঐহিক ধর্ম্ম পূর্ব্ব ধর্ম্ম লোপ॥
বিষম দারিদ্র্যদোষে গুণরাশি নাশে।
থাকুক আদর কেহ কথা না জিজ্ঞাসে॥
কি আর কহিব বাড়া স্ত্রীপুত্র অবশ।
বিরস বদনে কহে বচন কর্কশ॥
এ সর্ব্ব তোমার মায়া জানি গো জননী।
প্রসাদে প্রসন্না হও জলধিনন্দিনী॥

অথ কালী বন্দনা।

কলিকাল-কুঞ্জর-কেশরী কালী নাম।
জপিলে জঞ্জাল যায়, যায় যোগ্য ধাম॥

কবিরঞ্জন

কাল কর পৃথক চিন্তহে মনে এই।
লকারে ঈকার দীর্ঘ খড়্গ বটে সেই।
রসনাগ্রে ইহা ভরে যত্ন করে লও।
ভক্তিগজপৃষ্ঠে চড়ি যমজয়ী হও॥
ভয় নাহি ভয় নাহি ভয় নাহি আর।
শ্রীনাথ কহিলা তত্ত্ব বস্তু সারাৎসার॥
নাম নিত্যা নৃত্যতি নিখিলনাথ-উরে।
বিপরীত কাম লাজ পরিহরি দূরে॥
কাদম্বিনী জিনিয়া নির্ম্মল বর্ণ কালো।
কলেবর-কিরণ তিমির-পুঞ্জ আলো॥
কটিতটে করালি লম্বিত মুণ্ডমাল।
লোল জিহ্বা বিশালাক্ষী বদন বিশাল
হেরি বপু রিপুচয় ভয়ে কম্পবান।
বামে অসি মুণ্ড যাম্যে বরাভয় দান॥
অপরূপ শবযুগ শ্রবণ যুগলে।
বিগলিত কুন্তল লোটায় ধরাতলে॥
বিবস্ত্রা যোগিনীঘটা দীর্ঘ জটা মাথে।
বিকট বদন সুধাপানপাত্র হাতে॥
সিত পীত লোহিত অসিত রূপ ছটা।
হুঙ্কে ক্রুদ্ধে উর্দ্ধমুখে গিলে রিপু ঘটা॥
হস্তি রথি সারথি তুরঙ্গ করিবর।
শিবাকুলে শঙ্কুল শ্মশান শঙ্কাকর॥
একান্ত কাতর অতি মহী যায় তল।
অকালে প্রলয় সৃষ্টি মজিল সকল॥

বিদ্যাসুন্দর।

অখিল জননী তব চরিত্র এমন।
হেদে গো করুণাময়ি এ আর কেমন॥
ধন্যা দারা স্বপ্নে তারা প্রত্যাদেশ তারে।
আমি কি অধম এতো বৈমুখ আমারে॥
জন্মে জন্মে বিকায়েছি পাদপদ্মে তব।
কহিবার কথা নয় বিশেষ কিঙ্কব॥
প্রসাদে প্রসন্না হও কালী কৃপাময়ি।
আমি তুয়া দাস-দাস দাসীপুত্র হই॥

অষ্টরসাধার জগদম্বা-পাদপদ্ম।
পরম রহস্য-কথা শুন গুণসদ্ম॥
বিলোকনে যে যে চিত্তে জন্মে যে যে রস।
বর্ণনা যোগ্যতা বটে কার্য্যকর্ত্তা যশ॥
স্বকীয় সুন্দরী পাদপদ্ম হৃদে রাখি।
প্রান্তে মাত্র সদাশিব বিঘূর্ণিত আঁখি॥
মহাকবি পদ্ম প্রতি ঘৃণা জন্মে মনে।
কি গুণে তুলনা ছি ছি এ হেন চরণে॥
দর্পে কহে মদন বিগত যুদ্ধ ভয়।
চির কালান্তরে পরিপূর্ণ পরাজয়॥
চন্দ্র সূর্য্য এ কোন উদয় ত্রিভুবনে।
ক্রোধযুক্ত বিধুন্তুদ শক্র নিরীক্ষণে॥
সতী সঙ্গি সভক্তি হৃদয় পদ্ম বৃন্দা।
নিতান্ত বিস্মিত বিরিঞ্চ্যাদি সুরবৃন্দ॥

কবিরঞ্জন

মহাভীতা ধরণী সুস্থির নহে প্রাণ।
চিন্তয়ন্তি কোন রূপে পাই পরিত্রাণ॥
স্মেরমুখী সহচরীগণ মহাহ্লাদ।
নয়ন নিমিষহীন বিগত বিষাদ॥
ত্রিগুণজননী তব নিরখিয়া পদ।
উথলে করুণাসিন্ধু অঙ্গ গদগদ॥
প্রসাদে প্রসন্না হও কালী কৃপাময়ি।
আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই॥

কবিরঞ্জন

বিদ্যাসুন্দর।

জাগরণারম্ভঃ।

বিদ্যার পাত্রান্বেষণে মাধব ভাটের কাঞ্চিপুর গমন।

বীরসিংহ মহামতি, হৃদয়ে চিন্তিত অতি,
দুহিতার যোগ্য পতি কই।
রূপে গুণে কুলে শীলে, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এ সকলে,
বিশেষত বিদ্যালাপে জই॥
সে জন তাহার প্রভু, প্রতিজ্ঞালঙ্ঘন ন ভু,
নহে কোথা সুপাত্র এমন।
যত যত ভূপসুত, রূপেতে বটে অদ্ভুত,
বিদ্যা নাই উপায় কেমন॥
নিকটে মাধব ভাট, কত মত করে ঠাট,
আমি মিলাইব যোগ্য পাত্র।
শুন শুন মহাশয়, একথা অন্যথা নয়,
কিন্তু কিছু কাল গৌণ মাত্র॥

কবিরঞ্জন

ভাটবাক্যে অট্টহাসে, সুধাসিন্ধু মধ্যে ভাসে,
সিরপা করিলা তাজি ঘোড়া।
ছিড়িয়া গলার হার, নানা রত্ন দিলা আর,
খাস পোষাকের খাসা যোড়া ॥
বিদায় করিয়া ভাটে, পুনরপি রাজপাটে,
রাজকর্ম্মে মন দিলা ভূপ।
মিলিবে উত্তম বর, সুপুরুষ গুণধর,
মনে মনে জানিলা স্বরূপ ॥
মাধব তুরঙ্গ চাপে, গোঁপে পাক দিয়া দাপে,
সেঁটে মারে পিছাড়ে চাবুক।
পবনগমনে যায়, পাছু পানে নাহি চায়,
প্রসাদেতে পরম কৌতুক ॥
ভ্রমিল অনেক ঠাঁই, উপযুক্ত মিলে নাই,
শেষ কাঞ্চিদেশ উপনীত।
পাঠশালে পড়ুয়া সঙ্গে, সুকবি সুন্দর রঙ্গে,
রূপ দেখি ভট্ট হরষিত ॥
কোন শাস্ত্রে নাহি ত্রুটি, যে যে করে দৃঢ় কোটি,
ক্ষণ মাত্রে তাহার সিদ্ধান্ত।
মাধব জানিল দড়, ভবানীর ভক্ত বড়,
নিতান্ত বিদ্যার এই কান্ত ॥
চিত্তে চমৎকার লাগে, করযোড়ে খাড়া আগে,
রায়বার পড়ি করে স্তব।
শিরে উঠাইয়া হাত, কহিতেছে হিন্দি বাত,
শুনি সুখী সুন্দর নীরব ॥

বাবুজি কুর্ণিস মেরা, বর্দ্ধমান বিচ ডেরা,
নাম তো হামারা মাধো ভাট।
আরজ করেঁগে পিছে, ঘড়ী এক বৈঠে নীচে,
আর তো লাগায় তোম ঠাট॥
আয়া হোঁ যো চড়ে ঘোড়ে, তসদিয়া পায়া হোঁ বড়ে,
ও লেকেন ভুল গেয়া সব।
খেলাপ না কহো বাবু, তোমনে মুঝে কিয়া কাবু,
মেই রোই তুঝে দেখা যব॥
চিন লিয়ে দেওকে এয়সে, আপ কে সুরত যেয়সে,
দুনিয়ামে পয়দা কিয়া সোহি।
দেখা হোঁ মুলুক কেত্তা, ছত্রিয়েমে রাজা যেত্তা
তেরা মোকাবিলা নাহি কোহি॥
বীরসিংহ নাম রাজা, জাত্‌মে হ্যায় বড়া তাজা,
শোন হোঁগে ওন্‌কা জেকের।
ওন্‌কা ঘরমে লেড়কী এক, তারিফ করেঁমে কেত্তেক,
রাত দেন সাদিকা ফেকের॥
কওল এত্না কি হেয়ও, হজিমত্‌ হি দেগাযেও
শাস্ত্রমে ওহি ওস্‌কা নাথ।
তোমারা হোঁ এসা জান, যো কহোঁ সো কহা মান,
তোম সকোগে আও হামারে সাত॥
বিরলে ডাকিয়া নিয়া, সুন্দর সুস্থির হৈয়া,
শুনিলা বিশেষ আর কথা।
বিবাহ হইল বাই পক্ষী হৈয়া উড়ে যাই
নিবসি রমণীমণি যথা॥

পিয়াবিদ্যানাম সুধা, সুন্দরের গেল ক্ষুধা,
রত্নাগারে করিলা শয়ন।
ঘোরতর নিশি শেষ, ধরি কালী নিজ বেশ,
সবিশেষ কহেন স্বপন॥
ভাব কেন ওরে ভক্ত, আমি তব অনুরক্ত,
সেও তো আমার দাসী বটে।
পরম রূপসী সেই, একান্ত জানিবে এই,
তরুণী তোমার তরে ঘটে॥
প্রথমেতে গুপ্ত কায, ব্যক্ত শেষে মহারাজ,
কোটালে কহিবে কাটিবারে।
সে কিছু মানস নয়, কেবল দর্শাবে ভয়,
পরিচয় লইবার তরে॥
সন্ধান করিবে পুনঃ কারণ ইহার শুন,
প্রাতে চল বীরসিংহ-দেশ।
একাকী যাইবা তুমি, সঙ্গে সঙ্গে যাব আমি,
কদাচ না ভাবিও রে ক্লেশ॥
দশম দিবস গৌণ, এত বলি মাতা মৌন,
স্বস্থানে প্রস্থান কৈলা শিবা।
শ্রীকবিরঞ্জনে কয়, রজনী প্রভাতা হয়,
নিদ্রাভঙ্গে দেখে ধীর দিবা॥

সুন্দরের বর্দ্ধমান যাত্রা।

স্বপ্নে শৈলসুতা আজ্ঞা সত্য মনে বাসি।
জায়া হেতু যোগে যাত্রা করে গুণরাশি॥

বিল্বপত্র আঘ্রাণ লইলা গুণধাম।
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হেতু জপে দুর্গানাম॥
সেইক্ষণ মাহেন্দ্র কহিব বাড়া কিবা।
দক্ষিণে গো মৃগ দ্বিজ বামে শব শিবা॥
ধেনু বৎস প্রযুক্ত সম্মুখে বরাঙ্গনা।
পূর্ণকুম্ভ কক্ষে মত্তকুঞ্জরগমনা॥
বুঝিলা বিনোদবর বিদ্যাবতী লাভ।
প্রসন্না পর্ব্বতপুত্রী প্রকৃষ্ট প্রভাব॥
এড়াইলা স্বদেশ বিদেশ দিল দেখা।
মহারণ্যে নৃপকবি প্রবেশিলা একা॥
ক্ষুধা তৃষ্ণা নিদ্রা নাহি চলে রাত্র দিবা।
কি ভয় সঙ্কটে সদা সঙ্গে সঙ্গে শিবা॥
পথশ্রমে যদ্যপি ক্লান্তায় বড় ক্ষুধা।
শ্রুতিপথে পিয়ে বিদ্যানামরসসুধা॥
বনে বনচর কত চলিয়া বেড়ায়।
দুষ্টতর তারা তারে ফিরে না তাকায়॥
ভক্তে ভয় দর্শাইতে দেবী ভগবতী।
মায়ায় সৃজিলা নদী বেগবতী অতি॥
ছিল না কাণ্ডারী তরী অত্যন্ত গভীর।
তালবৃক্ষ তুল্য ভাসে প্রলয় কুম্ভীর॥
সুতুঙ্গতরঙ্গরঙ্গ অঙ্গ কাঁপে ডরে।
ফাঁপর হইল ফিরে যেতে চাহে ঘরে॥
হেন কালে শুনহ অপূর্ব্ব এক কথা।
অকস্মাৎ মহাযোগী উপস্থিত তথা॥

বিভূতিভূষিত তনু কণ্ঠে অক্ষমাল।
তাম্রবর্ণ জটাভার দুই চক্ষু লাল ॥
করোপরে ত্রিশূল শার্দ্দূলচর্ম্ম কক্ষে।
উৎপত্তি প্রলয় স্থিতি কিঞ্চিৎ কটাক্ষে ॥
যোগী জেনে যতনে যুড়িয়া দুই পাণি।
ধরা লোটাইয়া পড়ে চরণ দুখানি ॥
যোগী জিজ্ঞাসিলা কহ সত্য সমাচার।
কি নাম কোথায় ধাম তনয় কাহার ॥
সুন্দর কহেন নিবেদন মহাশয়।
কাঞ্চিদেশ ধাম গুণসিন্ধুর তনয় ॥
সুন্দর আমার নাম বিদ্যা-ব্যবসাই।
বিদ্যা অন্বেষণে বীরসিংহদেশ যাই ॥
যোগী বলে একাকী বিষম ঘোর বনে।
পথপ্রাজ্ঞ নহ তুমি যাইবা কেমনে ॥
পুনরপি কহে আমি পথপ্রাজ্ঞ নই।
ভরসা কেবলমাত্র কালী কৃপাময়ী ॥
দনুজ-দলনী শ্যামা জননী যাহার।
জলে স্থলে চাস্তরীক্ষে ভয় কি তাহার ॥
আরবার যোগী বলে শুন হে বালক।
শিবপদ ভজ তিনি জগতপালক ॥
আশুতোষ দেবদেব সৌখ্যমোক্ষদাতা।
সঙ্কটে শঙ্কর বিনা কেবা ভয়ত্রাতা ॥
স্নান কর শুচি হও দণ্ড দুই রহ।
কালীমন্ত্র পরিহর হরমন্ত্র লহ ॥

কোপে কাঁপে কলেবর কবি কহে কটু।
বুঝিলাম আগমে নিগমে বড় পটু ॥
কেন নহিবেক চাহি এমনি যে ভক্তি।
কোন্ গুরু কহেছেন শিব ছাড়া শক্তি ॥
শৈলপুত্রী মুক্তিকর্ত্রী জগদ্ধাত্রী কালী।
মূঢ়তা প্রকাশ কর একি ঠাকুরালী ॥
তোমার বাতাসে সর্ব্ব ধর্ম্ম নষ্ট হয়।
এত বলি অধোমুখে মৌনভাবে রয় ॥
ক্ষণেক অন্তরে কবি ফিরে দেখে পাছে।
ঘুচিল মায়ার নদী যোগী নাহি কাছে ॥
শুনিলা শ্রবণে কবি দৈববাণী এই।
মিথ্যা নহে স্বপ্নকথা সত্য সত্য সেই ॥
ভয় নাই ভকত ভুবনে শীঘ্র যাবা।
গুণনিধে গুণবতী গত মাত্র পাবা ॥
আনন্দসাগরে ভাসে কবি গুণধাম।
সেই নিশি সেইখানে করিলা বিশ্রাম ॥
পোহাইল বিভাবরী উদয় তপন।
শ্রীদুর্গা স্মরণ করি করিলা গমন ॥
কাঞ্চিপুর হইতে সহর বর্দ্ধমান।
ছয় মাসে আসে লোক কণ্ঠাগত প্রাণ ॥
কেমন কালীর কৃপা কি কব বিশেষ।
দশম দিবসে কবি করিলা প্রবেশ ॥
প্রসাদে প্রসন্ন হও কালী কৃপাময়ী।
আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই ॥

সুন্দরের বর্দ্ধমান প্রবেশ।

(রাজধানী ও গড় বর্ণন।)

প্রভাতে উদয়াদিত্য, সুন্দর প্রফুল্লচিত্ত,
প্রবেশিলা বীরসিংহদেশ।
স্বচ্ছন্দ সকল লোক, নাহি রোগ দুঃখশোক,
নাহি কোন অধর্ম্মের লেশ॥
দিব্য পরিচ্ছদ পরে, গান বাদ্য ঘরে ঘরে,
তিলেক নাহিক তালভঙ্গ।
বালবৃদ্ধ যুবা কিবা, এই রসে রাত্রিদিবা,
রাগরঙ্গ উত্তম প্রসঙ্গ॥
পরস্পর সুকৌতুক, কাব্য ছাড়া একটুক,
কদাচিত মুখে নাহি ভাষা।
গোধনরক্ষক যারা, সঙ্কীর্ত্তন ভাবে তারা,
কে বুঝে পণ্ডিত কেবা চাসা॥
পরম পবিত্র রাজ্য, পরস্পর পূর্ণকার্য্য,
সুরাচার্য্য সদৃশ অনেক।
কল্পতরুতুল্য ভূপ, আধিপত্য নানারূপ,
দীন নাহি সে দেশে জনেক॥
চৌদিগে চৌপাড়িময়, পাঠচায় পড়ুয়াচয়,
দ্রাবিড়-উৎকল-কাশীবাসী।
কারো বা ত্রিহোত্র বাড়ী, বিদেশ স্বদেশ ছাড়ি,

দেবালয় ঠাঁই ঠাঁই, অতিথির সীমা নাই,
ব্রহ্মচারী যতি বানপ্রস্থ।
বেদবেত্তা আগমজ্ঞ, ভূত-ভবিষ্যত-প্রাজ্ঞ,
স্বধর্ম্মেতে নৈষ্ঠিক সমস্ত॥
অযাচক লক্ষ লক্ষ, বাসনা সাযুজ্য-মোক্ষ,
ভক্ষণ কেবলমাত্র বায়ু।
প্রচণ্ড-প্রতাপ-তর, জ্যোতির্ম্ময় কলেবর,
যোগবলে দীর্ঘ পরমায়ু॥
প্রাচীন পণ্ডিত বৈদ্য, ঔষধ প্রয়োগে সদ্য,
ব্যাধি মুক্ত, কালেতে বিয়োগ।
ভূপতির আস্থা আছে, যাতায়াত নিত্য কাছে,
চিরবৃত্তি সুখে করে ভোগ॥
দেখিতে দেখিতে দূর, দেখিলেন রাজপুর,
অমরাবতীর প্রায় লাগে।
বাহিরে সহরখানা, আগে নেওয়াতির থানা,
ধমকে অমনি ভূত ভাগে॥
থামে বান্ধা কত বাজী, ইরাণি তুরকি তাজি,
মধ্যে গাজী বসেছে সবাই।
বুকেতে ঝাম্পান ঢাল, যুগল লোচন লাল,
গোরা গায় চিক্কণ কাবাই॥
তার আগে দড় দড়, পাঠানের চৌকী বড়,
ফাটকে আটক আঁটাআঁটি।
বিদেশীর লয় ঝাড়া, সেফাই আছয়ে খাড়া,
হুজ্জতে ফেলায় মাথা কাটি॥

আফিঙ্গে হামেশা মস্ত, হুঁসিয়ার দরবস্ত,
ঘুমে আঁখি কুমারের চাক।
ব্যাঘ্রতুল্য বক্ষো আছে, গোলাম দাঁড়ায়ে কাছে,
গরবেতে গোঁপে দেয় পাক॥
কিবা কহে বিজিবিজি, কত বুঝি নাও বুঝি,
বিষম মগজ সদা টেড়া।
ওরে বহিনা ভুরআরি, এয়সারে শ্বশুরা গারি,
বাঙ্গালিরে দেখে যেন ভেড়া॥
মগধী শোয়ার যারা, বিষম কাটাও তারা,
মহিমা অসীম পরাক্রম।
তাকাইতে একটুক, ভয়ে প্রাণ ধুকধুক,
কেবল সাক্ষাত তুল্য যম॥
রাণি মোগলবটা, চাঁপদাড়ী মেত্তীকটা,
মাথার উপরে হেঁড়ে পাগ।
পারসি আরবি কয়, কভু নাহি মৃত্যুভয়,
সমরে প্রখর যেন বাঘ॥
মোল্লা মোকাদিমা কাজি, আখিলএস্সাক রাজি,
লইয়ে হকীজকে কিয়ো আওয়াজ।
কোনরূপে নহে কাঁচা, দিন এমানত সাঁচা,
পাঁচ ওক্তে করয়ে নমাজ॥
কোহি দেলমে নাহি সুঝে, ক্যা হোগা আপের বুঝে,
কিয়া হোঁ বহুত বুরা কাম।
সাহেব জি খানা দেও, এত্তাই আরজ লেও,
পড়াহোঁ লাচার বড়া হাম॥

তার আগে পোষখানা, নানা রঙ্গে পক্ষী নানা,
ময়না মদনা কাকাতুয়া।
টিয়া তোতা করিয়াদী, কাজলা চন্দনা আদি,
হিরামন লালমন শুয়া॥
পাহাড়িয়া যত পাখী, দেখিতে জুড়ায় আঁখি,
দাঁড়ের উপরে আছে ঝুলি।
শিবদুর্গা শিবরাম, সদা রাধাকৃষ্ণ নাম,
না পড়াতে পড়ে এই বুলি॥
ফিলখানা তার আগে, চিত্তে চমৎকার লাগে,
নীলগিরি তুল্য করিবর।
হাজার হাজার আর, টাটু টাটু কত সার,
নীলগাও বাউট বিস্তর॥
লোহার জিঞ্জির পায়, চক্ষু পাকাইয়া চায়,
পীঁজিরায় পোষা কত শের।
উল্লুক ভল্লুক মেড়া, সেয়াগোস ভৈঁস গেঁড়া,
জোনাবর জানোয়ার ঢের॥
মধ্যে দামোদর নদ, গড়খন্দ বাঁকা নদ,
চৌদিকে বেষ্টিত বেড়বাঁশ।
দুরন্ত বিষম উচ্চ, পাহাড় তাহার তুচ্ছ,
জলে চরে লক্ষ লক্ষ হাঁস॥
তোপধ্বনি সীমা কিবা, হুড় হুড় রাত্রি দিবা,
নিরন্তর ভূমিকম্প তথা।
নামজাদা বালগুলা, গায় মাখে রাঙ্গা ধুলা,
বিক্রমের কত কব কথা॥

গাছে ডানা মারে আঁটী, ধমকেতে মাটী ফাটী,
গোড়াসুদ্ধা উপাড়ে অমনি ।
পিছে হটে মারে তাল, দেখিতে সাক্ষাত কাল,
অকালেতে জলদের ধ্বনি ॥
বাহুযুদ্ধে যুঝে ভেলা, ভূমে পড়ে করে খেলা,
সন্ধান সভাই ভাল জানে ।
পরস্পর ছিদ্র চায়, যে যাবে পালোটে পায়,
হাঁ করিয়া একা চোট হানে ॥
কোটী কোটী তিরন্দাজ, যে না বিন্ধে একান্দাজ,
রায় বাঁশে কেহ নহে টুটা ।
বাঘে ও মহিষে লড়ে, ধারা বর্ষা রক্ত পড়ে,
কোমাকে মান যুঝে ছটা ॥
সপ্ত গড় ক্রমে ক্রমে, সুকবি সুন্দর ভ্রমে,
যত ঠাঁই তত চমৎকার ।
কালিকার পূর্ণ দৃষ্টি, পুরী বিশ্বকর্ম্মাসৃষ্টি,
সৃষ্টিতে তুলনা নাহি যার ॥
ধন্য ধন্য পুণ্য দেশ, কি কহিব সবিশেষ,
সাক্ষাতে শঙ্করী জেন বাসি ।
কালী-পাদপদ্ম-তলে, শ্রীকবিরঞ্জন বলে,
আনন্দিত কবি গুণরাশি ॥

———

বাজার বর্ণন।

তার আগে দেখে কবি রাজার বাজার।
বিদেশী বেপারি, বৈসে হাজারে হাজার ॥
বণিজি দোকান কত শতশত ঠাঁই।
মণি মুক্তা প্রবাল আদির সীমা নাই ॥
বনাত মখমল পটু ভুসনাই খাসা।
বুটাদার ঢাকাইয়া দেখিতে তামাসা ॥
মালদই নুলাটী চিকণ সরবন্দ।
আর আর কত কব আমির পছন্দ ॥
বিলাতি বহুত চিজ বেস কিম্মতের।
খরিদার নাহি পড়্যা পড়্যা আছে ঢের ॥
সুলভ সকল দ্রব্য যা চাই তা পাই।
বাজারে বেদাতি নাই রাজার দোহাই ॥
কাতির আমারি পিঠে বাঘাই কোটাল।
শমন সমান দর্প দুই চক্ষু লাল ॥
চৌগোঁফা ভ্রজাই দাড়ি খুলিয়াছে ভাল।
সফেদ পোসাক পরা কলেবর কাল ॥
রক্ত চন্দনের ফোঁটা বিরাজিত ভালে।
পূর্ব্বদিক প্রকাশ যেমত উষাকালে ॥
ভবানীর বড় ভক্ত ভয় নাহি মাত্র।
যার পানে চায় তার কাঁপি উঠে গাত্র ॥
দুই পাশে চৌরি ঝাড়ে হাবেশী গোলাম।
সরদার লোকে যত করিছে শেলাম ॥

আগে ডঙ্কা সন্তরি সন্তরি চন্দ্রবাণ।
বাজে দামা জগঝম্প ভেঁওরি বিশান॥
হাজার সোয়ার সঙ্গে পাঠান সকল।
ধমকে চমকে তনু ধরা যায় তল॥
নকিব ফুকারে সদা হাজারির ভুর।
সহরে সোরত পড়ে যায় বাহাদুর॥
সুন্দর হাসেন মনে থাক দিনকত।
পাছে যাবে বুঝাপড়া বাহাদুরি যত॥
প্রসাদে প্রসন্না হও কালি কৃপাময়ি।
আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই॥

সরোবর বর্ণন।

তদন্তরে দেখে কবি দিব্য সরোবর।
স্ফটিকে নির্ম্মিত ঘাট পরম সুন্দর॥
তীরতরু সুবর্ণ-নিবদ্ধ শাখামূল।
মঞ্জুল বঞ্জুলবনে মত্ত অলিকুল॥
নিরমল জল শতদল বিকসিত।
ঈষৎ পাণ্ডুর সিতাসিত রক্ত পীত॥
হংস হংসীসঙ্গে সঙ্গ রঙ্গরস ক্রীড়া।
বিয়োগীজনার চিত্তে জন্মে মহাপীড়া॥
শৈত্য সৌগন্ধ মান্দ্য ত্রিবিধ পবন।
তত্র মনোভব আবির্ভব অনুক্ষণ॥

ধন্য বন্যস্থল সেই কি কহিব কথা।
এককালে মূর্ত্তিমন্ত ছয় ঋতু যথা॥
অতি চিত্র বিচিত্র শুনহ ক্রমে ক্রমে।
ক্ষণেক নলিনীশোভা হত হিমাগমে॥
ক্ষণে শীত বিপরীত কম্পমান তনু।
সুধাসম হিতকারী ভানু ও কৃশানু॥
বলবন্ত বসন্ত দুরন্ত অদভূত।
রতিপতি রথী রথ মলয়মরুত॥
এমত রহস্য কাম সে নিজে অনঙ্গ।
ধৃত পুষ্পধনু চারু গুণচয় ভৃঙ্গ॥
মহাপাত্র সুপাত্র স্বকীয়গণ ওই।
তথাপিও মনোরথ ত্রিজগত-জই॥
অলিকুল বিকল বকুলে পিয়ে মধু।
গুঞ্জরে মঞ্জুল রব পরভৃতবধূ॥
পুষ্করাগ্রে পুষ্কর করিতেছে লয় তুলি।
নিকটে করিণীমুখে যাচে কুতূহলি॥
চক্রবাক চক্রবাকী খেলে চঞ্চুপুটে।
খঞ্জন-খঞ্জনী-প্রেম তিলেক না টুটে॥
ক্ষণে বিষতুল্য কর সুতাপিত মহী।
সুপ্ত শিখী তদঙ্কে নিঃশঙ্কে রহে অহি॥
মৃগেন্দ্রে গজেন্দ্রে নিবসতি একঠাঁই।
এমন জাতির ধর্ম্ম শাস্ত্রমধ্যে নাই॥
কষ্টতাপে চাতকচাতকী উর্দ্ধে তাকে।
বুঝা যায় সটীক ফটিকজল ডাকে॥

ক্ষণেক গগনে ঘন ঘোরতর রব।
সখি দেখি শিখী শিখি সঘনে তাণ্ডব ॥
ডাহুকাডাহুকী ডাকে ভেকের কৌতুক।
প্রমদা প্রমদে নাহি ত্যজে একটুক ॥
সারসসারসী নাচে দোঁহে মত্তজ্ঞান।
বিষম মকরকেতু তাহে বলবান ॥
উচ্চতরুবিকসিত কদম্ব মঞ্জুল।
বিরহিণী কামিনীজনার নেত্রশূল ॥
ক্ষণে ক্ষণে গুরুতর গরজে জলদ।
বিন্দুপাত নাহিমাত্র কেবল শরদ ॥
প্রসাদ কহিছে কালীচরণকমলে।
বসিল বিনোদবর বকুলের তলে ॥

বকুলতলায় সুন্দর দর্শনে নগর-নাগরীদিগের উক্তি।

রাগিণী বাহার—তাল বং। ধুয়া।

কি মনোহর রূপপুঞ্জ সখি ঐ,
তুলনা কব কি বলনা সই।
নিকটে বারেক চলনা যাই ॥

কি মেরুশিখর, কিবা বিধুবর,
বিবেচনা কর, কি তরুতলে।
শিখরী অচল, এ দেখি সচল,
সশঙ্ক সমল, সকলে বলে ॥

কেহ কহে হাসি, মনে হেন বাসি,
সৌদামিনীরাশি, এমনি হবে।
আর জন কহে, যে কহ সে নহে,
সৌদামিনী রহে, স্থিরতা কবে ॥
কি রূপ-লাবণ্য, এ পুরুষ ধন্য,
বিধি কার জন্য, গঠিল বটে।
কহে এক সতী, সেই ভাগ্যবতী,
সুন্দর এ পতি, যারে লো ঘটে ॥
হৃদয়মাঝারে, রাখিয়ে ইহারে,
নয়নদুয়ারে, কুলুপ দিয়া।
রূপ নহে কালো, নিরখিতে আলো,
দেখ সখি আলো, আঁখি মুদিয়া ॥
কহে রামা আর, গলে পরি হার,
এ হার কি ছার, ফেলি গো টেনে।
আশা পূরে তবে, হেন দিন হবে,
কোনজন কবে, ঘটাবে এনে ॥
কহে কোন আই, আমি যদি পাই,
পলাইয়া যাই, এদেশে থেকে।
নারীকলা কান্দে, বান্ধি নানা ছান্দে,
প্রাণ বড় কান্দে, দেনা লো ডেকে ॥
কেহ কহে আজি, ওকে করো রাজি;
শেষে দিয়া বাজী, না দিব ছেড়ে।
শাশুড়ি-শ্বশুর, নাহি পতি দূর,
শূন্য মোর পুর, কে দিবে তেড়ে ॥

কহে কোন নারী, হয় আজ্ঞাকারী,
ভুলাইতে পারি, এ গুণ আছে।
বিধবা যেগুলা, বিষম ব্যাকুলা,
চক্ষে দিয়া ধূলা, লবে গো পাছে॥
কেহ বলে চল, দাঁড়ায়ে কি ফল,
হৃদয়ে বিকল, হৈয়াছি মোরা।
কামানল চয়, করিছে সঞ্চয়,
তনু অপচয়, হবে গো ত্বরা॥
তুমি মনোরথ, বুঝেসুঝে ব্রত,
আগুলিলা পথ, না পারি যেতে।
পরস্পর বলে, চরণ না চলে,
আইলাম জলে, আপনা খেতে॥
কত কুলদারা, চকোরিব পারা,
নিরখিছে তারা, সে মুখশশী।
কে ভরে জলসে, ভাসায়্যা কলসে,
অতনু অলসে, রহিল বসি॥
শ্রীপ্রসাদে ভণে, পীড়া দিয়া মনে,
নিজ নিকেতনে, সকলে চলো।
শুন সার কই, এ কবি বিজই,
বিদ্যাহেতু ওই, এসেছে ওলো॥

কবি দর্শনে কামিনীগণের কামোদ্দীপন

কুলের কামিনী, কুঞ্জরগামিনী,
কি অপরূপ রূপসী।
নাভি সরোবর, পীন পয়োধর,
বদন বিমল শশী ॥
দশনমুকুতা, মৃদুহাস্যযুতা,
অমিয়াজড়িত ভাষা।
সুনীল উৎপল, লোচন চঞ্চল,
বেসোরে ভূষিত নাসা ॥
কি ভুরুভঙ্গিমা, দিঠী সুরঙ্গিমা,
যোগিজন-মনো হরে।
নিন্দিত পনীয়, কান্তি কমনীয়,
চপলা চমকে ডরে ॥
চারু কৃশোদরী, গর্ব্ব পরিহরি,
হরি বনবাসী ওই।
রম্ভাতরু উরু, অতিশয় গুরু,
নিতম্বতুলনা কই ॥
যুবতী নবোঢ়া, কত বেনে প্রৌঢ়া,
স্নান হেতু চলে জলে।
যুবক সুন্দর, রূপ মনোহর,
বিশ্রাম বকুল তলে ॥
জাগত অনঙ্গ, ঘন কাঁপে অঙ্গ,
কক্ষচ্যুত হেমঘট।

রূপ পানে চেয়ে, ধৈর্য্যমাথা খেয়ে,
হিয়ে করে ছটফট ॥
কেহ কহে রাম, কেহ কহে কাম,
কহে আর এক সতী।
রাম কাম নয়, এই মহাশয়,
অমরাবতীর পতি ॥
কেহ কহে সই, নাগো আমি কই,
পুরুষের কালা কানু।
ইথে নাহি বাধা, বিদ্যাবতী রাধা,
এবে দোঁহে গোরাতনু ॥

মালিনীর সহ সুন্দরের পরিচয়।

মালাকার-দারা হীরা, পুষ্প দিয়া ঘরে ফিরা,
যেতে পথে শুনে লোকমুখে।
তরুতলে রূপরাশি, নিরখে নিকটে আসি,
আপনা পাসরে হীরা সুখে ॥
জিজ্ঞাসে জুড়িয়া কর, কেদে হে পুরুষবর,
কোথা ঘর কাহার নন্দন।
মনুষ্যশরীরছলে, সহস্রাক্ষ ক্ষিতিতলে,
কিবা হবে রোহিণীরমণ ॥
অথবা মকরকেতু, বিদ্যাবতী লাভ হেতু,
আগমন কারণ বিশেষ।
পূর্ব্বে পোড়াইল হর, হারাইলা পঞ্চশর,
তথাপিও জয়ী সর্ব্বদেশ ॥

কিবা রূপ কি লাবণ্য, জনক তোমার ধন্য,
কত পুণ্যে জন্মে হেন পুত্র !
যে তব প্রসবস্থলী, ভাগ্যবতী তারে বলি,
সে ধনী সমান নাহি কুত্র ॥
হাসি কহে গুণধাম, সুন্দর আমার নাম,
গুণসিন্ধু রাজার নন্দন ।
কিন্তু বিদ্যাব্যবসাই, বিদ্যা অন্বেষণে যাই,
বিদ্যা হেতু বিদেশে গমন ॥
অধিক কহিব কিবা, বিদ্যা বিদ্যা রাত্রিদিবা,
মনে মনে একান্ত ভাবনা :
সেবি বিদ্যা বিদ্যা লাগি, হইয়াছি দেশত্যাগি,
যদি বিদ্যা পূরাণ কামনা ॥
বুঝিয়া বাক্যের ছল, হীরাবতী খলখল,
হাসে ভাষে বটে হে বুঝেছি ।
বিদ্যায় ভকতি আছে, বিদ্যালাভ হবে পাছে,
আমি পরিচয় যে দিতেছি ॥
হীরাবতী নাম ধরি, বাসে বঞ্চি একেশ্বরী,
পতি পুত্র কন্যা কেহ নাই ।
উদর উপায় মূল, রাজকন্যা লয় ফুল,
যাতায়াত নিত্য সেই ঠাঁই ॥
পরম রূপসী রামা, তুষ্টা শ্যামা গুণধামা,
বিচারে জিনিবে যেই জন ।
সেই তার হৃদয়েশ, খ্যাত ইহা সর্ব্বদেশ,
বিষম ধনুকভাঙ্গা পণ ॥

মাকি কোথা আছে কেটা, যতেক রাজার বেটা,
এসে হাসাইয়া গেল মুখ।
আগে শুনি বড় ভুর, শেষে হয় দর্প চুর,
কিন্তু নৃপতির নাহি সুখ॥
সে ধনী পাইবে যেই, বড় ভাগ্যবন্ত সেই,
তুলনা তাহার কার সঙ্গে।
সমুদ্রমন্থনে নিধি, উপজিল যতবিধি,
নিরমিল প্রতি অঙ্গে অঙ্গে॥
আর শুন গুণযুত, তব নামে ভগ্নীসুত,
কহিতে বড়ই ভয় বাসি।
যদ্যপি না ঘৃণা কর, থাকহ আমার ঘর,
ধর্ম্মত তোমার আমি মাসী॥
গুণরাশি কহে হাসি, ভাল গো ভাল গো মাসি,
বল মাসি বাড়ী কতদূর।
মালিনী কহিছে দূর, নহে বাপু ওই পুর,
এসো মোর বাপের ঠাকুর॥
মালিমহিলার সঙ্গে, চলিল পরম রঙ্গে,
সেনারূপে পথ করে আলো।
কালীপাদপদ্মতলে, শ্রীকবিরঞ্জনে বলে,
বাসা তো মিলিয়া গেল ভাল॥

অথ বিদ্যার রূপ বর্ণন।

সুন্দর কহেন মাসি মোর দিব্য লাগে।
বিদ্যার রূপের কথা কহ শুনি আগে॥
আগো মেনে একি ঠাট ঠাটে কহে হীরা।
বালাই সেটের বাছা কেনো যেও কিরা॥
সে রূপের সীমা কবে এত শক্তি কার।
সে পারে কহিতে কিছু শতমুখ যার॥
পৃথিবীতে বড় আর কেবা তোমা বই।
না কহিলে নয় তাই যা জানি তা কই॥
চাঁচর চিকুরজাল জলধর জিনি।
শ্রুতিযুগে পরাভব পাইল গিধিনি॥
ডুবিল কুরঙ্গশিশু মুখেন্দুসুধায়।
লুপ্ত গাত্র তত্র মাত্র নেত্র দেখা যায়॥
নয়নের চঞ্চলতা শিখিবার তরে।
অদ্যাপি খঞ্জন নিত্য কর্ম্মভোগ করে॥
অমিয়াজড়িত ভাষা নাসা তিলফুল।
বিম্বাধর দশনে মুকুতা নহে তুল॥
পুষ্পধনু-ধনু অণু কি ভুরূভঙ্গিমা।
বাহুতুল নহে বিসে কিসের গরিমা॥
যৌবনজলধিমধ্যে মগ্ন মত্ত গজ।
উরে দৃষ্ট কুম্ভস্থল সে নহে উরজ॥
নাভিপদ্ম পরিহরি মত্ত মধু পান।
ক্রমে ক্রমে বাড়িল বারণকুম্ভস্থান॥

কিম্বা লোমরাজিছলে বিধি বিচক্ষণ।
যৌবন কৈশোরে দ্বন্দ্ব করিল ভঞ্জন॥
কেহ বলে মধ্যস্থল নাহি কি রহস্য।
কেহ বলে দেবসৃষ্টি থাকিবে অবশ্য॥
সূক্ষ্ম বিবেচনা তাহে বুঝিবে প্রবীণ।
বিজ্ঞ বট ভাব দেখি কি প্রকার ক্ষীণ॥
নিবিড় বিপুল চারু যুগল নিতম্ব।
কাম-পারাবার-পার-সার-অবলম্ব॥
যদ্যপি অচিরপ্রভা চির স্থির হয়।
তবে বুঝি তনুশোভা হয় কিবা নয়॥
মন্দ মন্দ গমনে যদ্যপি বাঁকা চায়।
মনোভব পরাভব লইয়া পলায়॥
কোন্ বা বড়াই তার পঞ্চশর তূণে।
কতকোটি খরশর সে নয়নকোণে॥
পোড়াইয়া কাম নাম বটে স্মরহর।
তাঁহার অসহ্য বালা হানে দৃষ্টিশর॥
রূপবান্ বট বাপু গুণ কত ঘটে।
বিচারে জিনিতে পার তবে জানি বটে॥
হৃদয়ে সন্তোষ গুণরাশি কহে হাসি।
গুণ না থাকিলে মাসি এতদূরে আসি॥
কালীপাদপদ্মেতে যদ্যপি মন রহে।
অবলা বিচারে জিনা বড় কর্ম্ম নহে॥
ফিরে বলে হীরে শুন পুরুষরতন।
তরুণী তোমার তরে বুঝিলাম মন॥

ক্ষণেমাত্র উপনীত মালিনীনিলয়।
রন্ধন ভোজন করে কবি মহাশয়॥
বিনোদশয্যায় সুখে করিল শয়ন।
পোহাইল বিভাবরী উদয় তপন॥
শ্রীরামপ্রসাদ কহে কালীপদতলে।
নিদ্রা ত্যজি সুন্দর উঠিলা কুতূহলে॥

অথ মালঞ্চ বৃত্তান্ত।

অদূরে উদয় রবি, নিদ্রা ত্যজি উঠে কবি।
শিরসি-কমলে, দশ-শতদলে,
চিন্তয়ে শ্রীনাথচ্ছবি॥
জপয়ে শ্রীদুর্গানাম, পূর্ণ হেতু মনস্কাম।
প্রাতঃস্নান করি, ধৌত ধুতি পরি,
সসঙ্কল্প গুণধাম॥
নিকটে মালঞ্চ শুষ্ক, দেখি মনে বড় দুঃখ।
সে জন গমনে, কুসুম-কাননে,
বিকসিত হয় পুষ্প॥
কাঞ্চন কস্তূরী বক, অপরাজিতা চম্পক।
মালতী মল্লিকা, কুন্দ সেফালিকা,
কেতকী বর্ণে কনক॥
জুতি গন্ধরাজ ফুল, নাগকেশের বকুল।
কিংশুক রঞ্জন, কদম্ব মঞ্জন,
কামিনীনয়নশূল॥

সুন্দর সৌরভ ছুটে, মন্দ মন্দ বায়ু ঘটে।
নাসারন্ধ্রে ঘ্রাণ, স্মরে দহে প্রাণ,
চমকিয়া হীরা উঠে ॥
গতি গজ জিনি মন্দ, হৃদয় পরমানন্দ।
কোকিল কূজিত, ভ্রমর গুঞ্জিত,
ফুলে পিয়ে মকরন্দ ॥
ভ্রমিতে কাননমাঝ, সম্মুখে যুবকরাজ।
পুটাঞ্জলিপাণি, মুখে মৃদু বাণী,
কহে তব এই কাষ ॥
সামান্য পুরুষ নহ, স্বরূপে আমাকে কহ।
পূর্ণ ব্রহ্ম হরি, নররূপ ধরি,
কি হেতু তুমি ভ্রমহ ॥
কত পুণ্যপুঞ্জ মম, ধন্য কেবা মম সম।
শুন মহাশয়, ধন্য মমালয়,
অতিথি শ্রীনরোত্তম ॥
গুণরাশি কহে হাসি, এ কথা না ভালবাসি।
ভেদে শুন কই, সাপরাধি হই;
তুমি গো ধর্ম্মত মাসী ॥
হীরাবতী মনে হাসে, সুধার সাগরে ভাসে।
শ্রীপ্রসাদ বলে, কবি কুতূহলে,
চলিল মালিনীবাসে।

মালিনীর পুষ্পচয়ন ও হাটে গমন।

সুন্দর চলিয়া গেলা মালিনীনিলয়।
পরম কৌতুকে রামা তোলে পুষ্পচয়॥
তোলে বক চম্পক কস্তুরী সেফালিকা।
জাতি জুতি গন্ধরাজ মালতী মল্লিকা॥
শতদল স্থলপদ্ম সূর্য্যমণি ফুল।
কুন্দ জবা কৃষ্ণকেলি টগর বকুল॥
কাঞ্চন মাধবীলতা শোণ সর্ব্বজয়া।
অশোক, অপরাজিতা, নিশিগন্ধা কেয়া॥
সেঁউতি গোলাব নাগকেশর সুগন্ধ।
কিংশুক ধাতকি ঝিণ্টি তোলে মুচকন্দ॥
তুলিল কুসুম যত কত কব নাম।
পাঁচ সাত সাঝি পূরি চলে নিজ ধাম॥
বার দিয়া বসিল বিনোদবর পাশে।
বাসনা বলিতে নারে ফিক্ ফিক্ হাসে॥
ভাবে কবি এ মাগী বয়সে দেখি পোড়া।
ভাবে দেখি এপ্রকার হয় নাই বুড়া॥
কটির কাপড় গাণ্টি কতবার খোলে।
ভুজপাশ উদাস গা ভাঙ্গে হাই তোলে॥
হেসে হেসে আরো এসে ঘনায় নিকটে
কি জানি কপালে মোর কোনখান ঘটে॥
কামাতুরা হইলে চৈতন্য থাকে কার।
বিশেষত নীচজাতি নীচ ব্যবহার॥

ভয়ে অতি হীরাবতী প্রতি কহে হাসি।
গোটাকত টাকা নিয়া হাটে যাও মাসী॥
প্রমথপতির প্রিয়া পূজা ইচ্ছা আছে।
এতবলি বারো টাকা ফেলে দিল কাছে॥
আমি আজি গাঁথি মালা তোমার বদলে।
দেখদেখি নৃপতি-নন্দিনী কিবা বলে॥
ভাল বাপু বলিয়া আঁচলে বান্ধে তঙ্কা।
হাটে যায় মালিনী সংপ্রতি ঘুচে শঙ্কা॥
শ্রীকবিরঞ্জন বলে কালীপদ সার।
বিরলে বিনোদবর গাঁথে পুষ্পহার॥

সুন্দরের মাল্য গ্রন্থন।

বিনা সুত, কি অদ্ভুত, গাঁথে পুষ্পহার।
কিবা শোভা, মনোলোভা, অতি চমৎকার॥
জবা বক, সুচম্পক, কুন্দ সেঁফালিকা।
জাতিফুল, ও বকুল, মালতী মল্লিকা॥
গাঁথে বীর, করবীর, অশোক কিংশুক।
বাছি লয়, পুষ্পচয়, পরম কৌতুক॥
পদ্ম সঙ্গে, গাঁথে রঙ্গে, স্থলপদ্ম ভালো।
মাঝেমাঝে, গন্ধরাজে, আরো করে আলো॥
সমভাগ, গাঁথে নাগ, কেশর ধাতকী।
সর্ব্বশেষ, গাঁথে বেশ, কুসুম কেতকী॥

তুলা নাই, কোন ঠাঁই, একি অসম্ভব।
দৃষ্টিমাত্র, কাঁপে গাত্র, জন্মে মনোভব॥
কহে রাম, মনস্কাম, পূর্ণ কর কালী।
নৃপবালা, পাবে আলা, এ গাঁথনী ভালী॥

কবির মাল্যসংক্রান্ত পরিচয় লিখন।

যতনে লইয়া কবি ফুল্ল সরসিজ।
প্রতি দলে দলে লিখে সবিশেষ নিজ॥
গুণসিন্ধু মহারাজা গুণের গরিমা।
প্রবলপ্রতাপ ধীর কি কব মহিমা॥
নির্ম্মল সুযশ দশদিগ করে আলো।
সেই অভিমানে চন্দ্র অন্তরেতে কালো॥
সে তেজ তুলনা হেতু ক্রোধযুক্ত রবি।
উদয়কালীন নিজ রক্তবর্ণ ছবি॥
ক্রমে সব তেজ প্রকাশিল নানারূপে।
তথাপিও কদাচ সমতা নহে ভূপে॥
হ্রী পাইয়া হ্রাস পুনঃ হৃদে জন্মে ভয়।
ভাস্কর ভাস্কর করে প্রদোষ সময়॥
রত্নাকর নাম বটে ধরয়ে সমুদ্র।
নৃপ-রত্নাকর কাছে সে সমুদ্র ক্ষুদ্র॥
অধিকন্তু দোষ তাহে অপেয় সে নীর।
ক্ষণজন্মা ক্ষিতিপতি নির্দ্দোষ শরীর॥
কর্ণে শুনি কর্ণ মহাদাতা লোকে কহে।
চক্ষে দেখি বুঝিলাম নৃপযোগ্য নহে॥

বিস্তারিত বার্ত্তা কি বদনে যায় কহা।
ক্ষমাগুণে সমা নন যিনি সর্ব্বসহা॥
সেই মহাশয় পিতা কাঞ্চীপুরধাম॥
শঙ্করীর কিঙ্কর সুন্দর কবি নাম॥
শ্রুতমাত্র পদপ্রান্ত হেতু সে তোমার।
প্রমত্ত ইন্দ্রিয়গণ সকল আমার॥
কর্ণ কহে প্রথমে জন্মিল মম সুখ।
চক্ষু কহে দর্শন কর্ত্তব্য বিধুমুখ॥
কাতর রসনা কহে চিরদিন ক্ষুধা।
বাসনা বড়ই বিধুবদনের সুধা॥
নাসা কহে পদ্মিনী সে তদঙ্গসুঘ্রাণ।
প্রাপ্তমাত্র যাবদীয় দুঃখপরিত্রাণ॥
বিকলে সকলে সাক্ষা করে কহে বাহু।
তনু হেম তব আলিঙ্গনে ইচ্ছা বহু॥
মন কহে মিথ্যা নহে সত্য কহি আমি।
তোমরা পশ্চাতে রহ হই অগ্রগামী॥
দেহরাজ্যে রাজা সেই কমলিনী শুন।
রহিল নিকটে তব না বাহুড়ে পুন॥
নপুংসক মন তবু সুখে করে ক্রীড়া।
পালিনী ব্যবসা যার তার চিত্তে ব্রীড়া॥
কি গুণে বন্দিলা তারে চঞ্চলাক্ষী ধন্যা।
অবিচার কর কেন তুমি রাজকন্যা॥
সাঝির ভিতরে রাখে সাজাইয়া হার।
প্রসাদ কহিছে বালা যায় কোথা আর॥

মালিনীর হাট পরিচয়।

হাট করি হীরাবতী ফিরে এলো ঘরে।
কোঁথাইয়া বসিল কবির বরাবরে॥
হারামের হাড় মাগী কথা কহে ঠাটে।
মাটি খেয়ে বাপু আজি গিয়াছিনু হাটে॥
প্রথমেতে বণিকের হাতে দিতে টাকা।
টঙ্কারিয়া হাতে নিতে মুখ করে বাঁকা॥
ছটা ছিল পরশাল ছটা ছিল মেকী।
হরেদরে বুঝিতে টাকার নাই সিকী॥
বাটাবাদে পাইলাম আড়কাট নয়।
কিনিতে বণিকদ্রব্য থোকে গেল ছয়॥
তবে বটে বাপু বাকি তিন টাকা থাকে।
মুখে মুখে লও লেখা দিতেছি তোমাকে॥
অগ্নিতুল্য দ্রব্য যত কব আর কি।
দু টাকায় লইলাম চুই সের ঘি॥
এক টাকা সবেমাত্র রহে অবশেষ।
কিনিলাম তাহে বলি উপযুক্ত মেষ॥
উপহারদ্রব্য কিছু কিনা যায় নাই।
হাতকর্জ্জা লইলাম তেলিনীর ঠাঁই॥
তাও বুঝি হতে পারে সিকা ছয় সাত।
খুজ্‌বার লেখাজোখা বড়ই উৎপাত॥
স্নান করি খাইদাই লেখা দিব শেষে।
উচক্ক সময় এত মনে নাহি এসে॥

পাঁচকড়া কড়ি বাপু খাই নাই মুই।
প্রত্যয় না কর বল গঙ্গাজল ছুঁই॥
টাকাসিকা কোন্ বস্তু কতকাল খাব।
বিশ্বাসঘাতকী করে নরকেতে যাব॥
পূর্ব্বজন্মপাপে এত পরিতাপ পাই।
ত্রিকুলে এমন নাহি তাব মুখ চাই॥
বিধি গুণনিধি মিলাইল তোমা হেন।
চোরবাদ হবে মোর না মরিনু কেন॥
এই যে তোমার মাসী বোধে নহে টুটা।
কে পারে ভুলাতে কার ঘাড়ে মাথা জুটা॥
পুরুষের কান কাটে ধরে শক্তি হীরা।
ঝাঁকো দিয়া চাকি ভক্তে গায় করে ফিরা॥
সুন্দর হাসেন মনে আমি এক চোর।
চাতুরী করিয়া মাসী কড়ি খায় মোর॥
কবি বলে মরি খাইয়াছ বড় দুখ।
স্নানে যাও মাথা খাও শুকায়েছে মুখ॥
হীরা বলে আরে বাছা স্নানে যাব কি।
না জানি কি করে মোরে নৃপতির ঝি॥
বিষাদ ভাবিয়া হীরা করে লয় সাজি।
প্রসাদে কহিছে কালী রক্ষা কর আজি॥

পুষ্প লইয়া মালিনীর বিদ্যার নিকট গমন।

মনে বড় ভয়, না জানি কি হয়,
গগণে উঠেছে বেলা।
বীরসিংহ-সুতা, আছে কোপযুতা,
কহিবে করিল হেলা॥
যা করেন শিবা, আর চারা কিবা,
না গেলে এড়ান নাই।
দাঁড়াইল এই, ত্বরা করি সেই,
চলিল বিদ্যার ঠাঁই॥
দাড়াইল আগে, সতী কহে রাগে,
হেদে বা কোথায় ছিলা।
সকল যোগান, করি সমাধান,
কি ভাগ্য যে দেখা দিলা॥
ভুলিলা সে কাল, এবে ঠাকুরাল,
গরবে উলসে গা।
কানে দোলে গেঁটে, পথে যাও হেঁটে,
ঠাহরে না পড়ে পা॥
তোরে বৃথা কই, নিজে ভাল নই,
এ পাপ চক্ষের লাজ।
নতুবা ইহার, জানি প্রতিকার,
যেমন তোমার কায॥
ভূমে সাজি রাখি, ছলছল আঁখি,
কৃতাঞ্জলি হীরা কহে।

রুষ্ট নবগ্রহ, বচননিগ্রহ,
বিগ্রহ আমার দহে ॥
ছিল উপরোধ, ক্ষুদ্র দোষে ক্রোধ,
এত কি উচিত তব।
বটি নিজ দাসী, চিত্তে এই বাসি,
কলহ বাড়া কি কব ॥
এতেক বলিয়া, চলিল কান্দিয়া,
হীরা ফিরে যায় ঘরে।
কালীপদতলে, শ্রীপ্রসাদ বলে,
ত্রাহি মা নিজ কিঙ্করে ॥

মালা দৃষ্টে বিদ্যার উৎকণ্ঠাবস্থা।

স্নান করি বিধুমুখী, হৃদয়ে পরম সুখী
পূজে ইষ্টদেবতা শারদা।
নিরখি গাঁথনি ফুল; অতিশয় চিন্তাকুল,
অনিমিখে নিরখে প্রমদা ॥
দেখিয়া পুষ্পের হার, পূজা করে কেবা কার,
ধ্যানজ্ঞান দুই গেল দূরে।
কাছে ডাকি সুলোচনী, পাতি পড়ে বিচক্ষণা,
ছলব্যাজে যুগল আঁখি ঝুরে ॥
মনেতে জানিল এই, পুরুষরতন সেই,
দরশন পাইব কিরূপে।
তিলেক বৎসর প্রায়, বুক ফেটে জিউ যায়,
সখী প্রতি কহে চুপেচুপে ॥

হেদে কি হইল সই, দেখদেখি হীরা কই,
ফিরা আনি পায় ধরি তার।
যদি ক্ষমা করে রোষ, এতে কিছু নাহি দোষ,
শুনি গো সকল সমাচার॥
কারে ঘরে দিলা ঠাঁই, বুঝি বা তেমন নাই,
বিদ্যাধর ধরণীমণ্ডলে।
বিরহিণী দেখি আমা, প্রসন্না হইলা শ্যামা,
বিধু মিলাইলা করতলে॥
সখী কয় ধৈর্য্য হও, আজিকার দিন রও,
প্রভাতে পাইবা দেখা হীরা।
এতই কেন উন্মত্ত, মিলিবে সকল তত্ত্ব,
জিজ্ঞাসা করিও দিয়া কিরা॥
বিদ্যা বলে বল বটে, এখনি প্রমাদ ঘটে,
আজি সে বাঁচিলে হবে কালি।
হের কণ্ঠাগত প্রাণ, ঝাঁট কর পরিত্রাণ,
সব শেষে যত দাও গালি॥
বুঝি হারা পুন তারা, কহে সারা হও পারা,
বাধ্য নহ সাধ্য কিবা আছে।
রাণীঠাকুরাণী যথা, যাই তথা সব কথা,
নিবেদন করি তাঁর কাছে॥
ভয় দর্শাইয়া নানা, জনেজনে করে মানা,
কষ্টেশ্রেষ্টে শান্তাইয়া রাখে।
শ্রীকবিরঞ্জন বলে, জলনিধি উথলিলে,
বালির বন্ধনে কোথা থাকে॥

মালিনীর প্রতি বিদ্যার অনুনয়।

যথোচিত মনোভঙ্গ, দুঃখানলে দহে অঙ্গ,
হীরাবতী ভবনে চলিল।
সুকবি সুন্দরবরে, পাছ দিয়া ঢোকে ঘরে,
অনশনে রজনী বঞ্চিল॥
কুহরে কোকিলকুল, ফুটে বনে নানা ফুল,
তুলি গাঁথে মনোহর মালা।
নৃপতি-নন্দিনী যথা, লঘুগতি চলে তথা,
বলে লও নৃপতির বালা॥
রাখি হার পরিহার, করে করে ধরি তার,
বলে বিদ্যা বচন মধুর।
কন্যা প্রতি কর কোপ, বুড়ী নও বুদ্ধিলোপ,
মমতা সকল গেল দূর॥
আদ্যোপান্ত এই ধারা, ক্রোধে হই জ্ঞানহারা,
ক্ষণেক সে ভাব নাহি থাকে।
অন্যাকে ডরান পিতা, ততোধিক মাতা ভীতা,
জাননা গো তুমি কি আমাকে॥
সহস্র মাথার কিরা, ওগো হীরা চাও ফিরা;
বুক চিরা হৃদে থুই তোরে।
যে কহি সে কথা মান, পুরুষরতন আন,
দুঃখে পরিত্রাণ কর মোরে॥
হীরা কহে করিছল, ভাল পাইলাম ফল,
বাকি বল আর কিবা আছে।

কবিরঞ্জন

মরি শোকে নিতা মোকে,হাসে লোকে কহে তোকে,
ক্রিয়া বিনোদিনী ডাকে কাছে ॥
তুমি মান্যা রাজকন্যা, বট ধন্যা এত অন্যা-
সনে করিয়াছ কিবা কায।
রসময়ী শুন কই, যুবা নই বৃদ্ধা হই,
একা রই আই মা কি লাজ ॥
এতোকাল আছি নিষ্ঠা, দেশ-মিথ্যা অপ্রতিষ্ঠা,
কহ কি শুনিলা কার ঠাই।
ক্ষমা কর ঠাকুরাণী, ভব্যতা তোমার জানি,
নির্লজ্জ আমার পর নাই ॥
পুনঃ মালা কহে ভাষ, ছাড় হীরা পরিহাস,
তোমার চিহ্নিত আমি বটি।
শ্রীকবিরঞ্জন কহে, মিথ্যা নহে. দেহ দহে,
বিদ্যার ধরেছে ছটফটি ॥

মালিনী ও বিদ্যার পরস্পর কথোপকথন।

একান্ত কাতরা বুঝি বিদ্যা বিনোদিনী।
কহে হীরাবতী হাসি শুন কমলিনী ॥
জন্মেজন্মে নানা পুণ্যপুঞ্জ তব ছিল।
সেই ফল হেতু বর এমনি মিলিল ॥
দর্প নহে শ্রুত নহে রূপ হেনরূপ।
গুণসিন্ধু-সুত গুণসিন্ধুর স্বরূপ ॥

কাঞ্চীনামে দেশ ধাম সুধাময় হাস্য।
সুন্দর সুন্দর নাম পদ্মসুন্দরাস্য॥
বদনে বিরাজে বাণী বিদ্বান্ বিপুল।
পঞ্চবক্ত্র পদ্মযোনি প্রায় সমতুল॥
দৃষ্টিমাত্র মম দেহ দহে দিবানিশি।
ব্রহ্মার বাসনা হয় বাঁচে কি রূপসী॥
অপরূপ কথা এই কে শুনেছে কবে।
কুটিল মালঞ্চ শুষ্ক যার অনুভবে॥
বিদ্যা বলে বাড়াবাড়ি কথায় কি কায।
স্নানছলে আমাকে দেখাও যুবরাজ॥
এ দুঃখসাগরে হীরা তুমি এক তরী।
হের দাতে করি কুটা দুটা পায়ে ধরি।
ইহা বলি ছিঁড়িয়া দিলেন গলহার।
হীরা কহে ঘটকের পাছে পুরস্কার।
ধন্যা দারা স্বপ্নে তারা প্রত্যাদেশ তারে।
আমি কি অধম এত বৈমুখ আমারে॥
জন্মে জন্মে বিকায়েছি পাদপদ্মে তব।
কহিবার কথা নহে বিশেষ কি কব॥
শ্রীকবিরঞ্জন বলে কালী কৃপাময়ী।
আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই॥

মালিনীর সুন্দর নিকটে বিদ্যার বার্ত্তা কথন।

হার দিলা নৃপসুতা, হীরাবতী হাস্যযুতা,
হৃষ্টমতি শীঘ্রগতি চলে।
যথা কবি গুণরাশি, আসি হাসি কহে বসি,
তব জন্ম ধন্য ধরাতলে॥
হীরা কহে শুন শুন, যে করেছি নিবেদন,
তার সাক্ষী হাতে হাতে এই।
জনে করে বহু যত্ন, কোনরূপে মিলে রত্ন,
রত্নজনে যত্ন করে সেই॥
সে ধনী রতন বটে, যতনে পুরুষ ঘটে,
তার ইচ্ছা তুমি হও কান্ত।
চিত্তে বিবেচনা কর, ভাগ্য কি ইহার পর,
শিব-শিবা সদয় নিতান্ত॥
তব পত্র পাবামাত্র, শিহরিল সর্ব্বগাত্র,
চেতনা রহিত পড়ে মহী।
সখী ডাকে পরিত্রাহি, রামা করে আইঢাহি,
মরমে দংশিল কাম-অহি॥
ক্ষণেকে ক্ষণেকে জ্ঞান, কহে দহে মোর প্রাণ,
পরিত্রাণ কর মোরে সই।
বিলম্ব বিহিত নয়, না জানি কি পরে হয়,
ফিরাও ফিরাও হীরা কই॥
আমারে কহিল মন্দ, চিত্তে বড় নিরানন্দ,
প্রভাতে গেলাম তার কাছে।

বিনয় করিল যত, এক মুখে কব কত,
তাহা কি সকল মনে আছে॥
দশনে লইয়া কুটা, যত্নে ধরে হাত ছুটা,
পুনঃ পুনঃ বলে মাথা খাও।
স্নানছলে সরোবরে, সুপুরুষ গুণধরে,
যাও যাও বারেক দেখাও॥
হীরাবতী যত ভাষে, সুকবি সুন্দর হাসে,
হাতে পায় আকাশের ইন্দু।
কালীপাদপদ্মতলে, শ্রীকবিরঞ্জন বলে,
তারিণী তরাও ভবসিন্ধু॥

বিদ্যাসুন্দরের পরস্পর দর্শন।

সুপুরুষ সুন্দর সুধীর ধীরে ধীরে।
মিলন সঙ্কেত সেই সরোবর-তীরে॥
বিদ্যা বিনোদিনী বসি বাতায়ন-তলে।
বিদগ্ধ বিনোদ চলে বকুলের তলে॥
শুভক্ষণে উভয়ত মুখবিলোকন।
দৃষ্টি শর পরস্পর জরজর মন॥
মোহিতা মহীতে পড়ে মহীপাল-বালা।
শান্তি নাই বিষম কুসুম-শর-জ্বালা॥
উথলে বিরহ-সিন্ধু ভাঙ্গে শান্তিসেতু।
মনোমীন ধরিল ধীবর মীনকেতু॥
কলেবর কম্পিত কদলী যেন ঝড়ে।
বিদ্যার বাসনা জলে ঝাঁপ দিয়া পড়ে॥

সতী কহে কাম-অহি দংশিল মরমে।
লোমে লোমে পুড়ে উঠে প্রমাণ সরমে
নিকটে দশমদশা চেষ্টা কর সই।
কোথা সেই গোঝা ওঝা ধন্বন্তরি সেই॥
সখী কহে সুবদনি সাবধান হও।
হীরা ডেকে কিরা দিয়া কিরা তত্ত্ব লও॥
সহসা এমত কার্য্য তুমি ত অভব্যা।
যদ্যপি পণ্ডিতা হও তথাপিও নব্যা॥
বিষম প্রতিজ্ঞা তব বিখ্যাত জগতে।
পরান্ত নহিলে বল বরিবা কি মতে॥
ভূপতিকে জানাও আনাও বন্ধুচয়।
পশ্চাৎ বাহাতে লাজ কাব ভাল নয়॥
বন-মত্ত-হস্তী মন দুষ্টাচারী বড়।
ক্ষমাঙ্কুশক্ষেপে কর কুম্ভে দড়দড়॥
রসময়ী কহে সই প্রতিজ্ঞা তাবত।
স্মরশরে ভেদ তনু নহেক যাবত॥
ক্ষমাঙ্কুশ খোয়া গেল অনঙ্গ-অলসে।
মনমত্ত বারণ বারণ হবে কিসে॥
কান্তিতনু এ কান্ত একান্ত মোর বটে।
আর ইচ্ছা নাই সই স্বামী হেন ঘটে॥
সুন্দর স্বরূপ রূপ ভূপসুত কই।
যত্নরত্ন মিলাইলা কালা কৃপাময়ী॥
দেবীপুত্র দীপ্তিমানা মহাজন এই।
এজনে যে কহে মূর্খ মহামূর্খ সেই॥

সুন্দর লইয়া কিছু শুন বিবরণ।
রূপস রূপসী-রূপ করে নিরীক্ষণ॥
শ্রীরামপ্রসাদ বলে ঘনায়েছে দিন।
মিলিবে সুন্দর বর সকলে প্রবীণ॥

সুন্দর দর্শনে বিদ্যার সখী প্রতি উক্তি।

সুন্দর সুন্দর বর এই বটে আলি।
দড়দড় কি কব কহ কি শুনে আলি॥
সুবর্ণসুবর্ণ জিনি মুখকমলজ।
কি রূপ কি রূপ করি কৈল কমলজ॥
তনু তনু চিন্তায় কেমনে জ্বালা সই।
জীবন জীবনমধ্যে ত্যজি মেনে সই॥
মন্দ মন্দগ্রহ মোর বুঝেছি একান্ত।
কালী কালী দিলা মনে না দিলা এ কান্ত॥
বারণ বারণমন কদাচ না মানে।
ক্ষপা ক্ষপাদিবা ছোটে কি করিবে মানে॥
সর্ব্ব সর্ব্বকাল পূজি পীড়া এই ধারা।
নিত্যা নিত্যাবধি দিলা দুনয়নে ধারা॥
তারা তারাপতি যদি মিলাইলা করে।
ফের ফের দিয়া বিধি বঞ্চনা বা করে॥
হর হরবধূ দুঃখ তনয় প্রসাদে।
বিদ্যা বিদ্যা কবিবরে করহ প্রসাদে॥

বিদ্যা দর্শনে সুন্দরের মোহ।

কি রূপসী, অঙ্গে বসি, অঙ্গ খসি পড়ে।
প্রাণ দহে, কত সহে, নাহি রহে ধড়ে॥
মধ্য ক্ষীণ, কুচ পীন, শশহীন শশী।
আম্বর, হাস্তোদর, বিম্বাধর রাশি॥
নাসাতুল, তিলফুল, চিন্তাকুল ঈশ।
বাক্যসৃষ্টি, সুধাবৃষ্টি, লোলদৃষ্টি বিষ॥
দন্তাবলী, শিশু অলি, কুন্দকলি মাঝে।
ভুরু অন্ত, কামদন্ত, হেমতনু সাজে॥
নীলগিরি, শুকপুরি, তদুপরি ভৃঙ্গ।
মঞ্জুরব, মনোভব, মহোৎসব রঙ্গ॥
নৃপসুত, মোহযুত, এ অদ্ভুত দেখি।
কহে রাম, অনুপাম, গুণধাম একি॥

বিদ্যা কর্তৃক ভগবতীর স্তব।

বিদ্যা রূপবতী সতী, কৃতাঞ্জলি শুদ্ধমতি,
কায়মনোবাক্যে করে স্তব।
তুমি নিত্যা পরাৎপরা, জন্মজরা মৃত্যুহরা,
তুমি ব্রহ্মা বিষ্ণু তুমি ভব॥
তুমি জল তুমি স্থল, ধর্ম্মাধর্ম্ম ফলাফল,
তুমি সন্ধ্যা দিবা বিভাবরী।
তুমি কুলাচল সিন্ধু, তুমি রবি তুমি ইন্দু
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী॥

তুমি শান্তি পুষ্টি সুধা, তুমি লজ্জা তুমি মেধা,
মহামায়া করালরূপিণী।
শক্তিরূপা সর্ব্বভূতে, বিহরসি শৈলসুতে,
কুণ্ডলিনী চক্রবিভেদিনী॥
ত্রিগুণা সচ্চিদানন্দ রূপিণী নিগমকন্দ,
স্থূলসূক্ষ্মা ধরণী-ধারিণী।
অপর্ণা অভয়া উমা, ভবানী ভৈরবী ভীমা,
সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কারিণী॥
কৃপা কর কৃপাময়ি, কেহ নাহি তোমা বই,
শঙ্করি কিঙ্করী তব ডাকে।
সুন্দর সুন্দরতনু, অভিন্ন কুসুমধনু,
সেই পতি দেহি মা আমাকে॥
একান্ত কাতরা বিদ্যা, তুষ্টা মহাবিদ্যা আদ্যা,
পড়িলা প্রসাদ জবাফুল।
শ্রবণে শুনিল এই, তোমার হৃদেশ সেই,
আজি নিশি সফল প্রতুল॥
পুলকিতা পঙ্কজিনী, হাসি কহে মৃদুবাণী,
কর সখি উচিত সে কায।
ভাগ্যের নাহিক লেখা, নিশিযোগে হবে দেখা,
ভেটিবে সুন্দর যুবরাজ॥
বিদ্যার মনের কথা, বুঝি সখিচয় তথা,
কৌতুকে করয়ে চারুবেশ।
কালীপাদপদ্মতলে, শ্রীকবিরঞ্জন বলে,
দূর কর নিজসুতক্লেশ॥

বিদ্যার বাসর সজ্জা।

সুন্দরির সহচরী ভাল জানে চর্য্যা।
রতনমন্দিরে করে মনোহর শয্যা ॥
দুই দুই তাকিয়া খাটের দুইপাশে।
রূপবতী বিদ্যাবতী মনে মনে হাসে ॥
বড় এক গিরদা শিয়রে সখী রাখে।
এই বটে দেখ এসে হেসে হেসে ডাকে।
ঢৌল ভাঙ্গি টাঙ্গাইল চিকণ মশারি।
ভৃঙ্গারে পূরিত রাখে সুবাসিত বারি ॥
ভক্ষ্যদ্রব্য নানাজাতি মণ্ডা মনোহরা।
সরভাজা নিখতি বাতাসা রসকরা ॥
অপূর্ব্ব সন্দেশ নামে এলাইচ দানা।
ফুল চিনি লুচি দধি দুগ্ধ ক্ষীর ছানা ॥
সাজাইল বাটাতে কর্পূর সাঁচি বিড়া।
ভক্ষণে যুবকজনা সুখে করে ক্রীড়া ॥
কৌটা ভরা ছাঁকা চূণ কর্পূরের সঙ্গ।
এলাইচ জায়ফল জইত্রি লবঙ্গ ॥
কালাগুরু মৃগমদ কুঙ্কুম কস্তূরী।
সুগন্ধ চন্দনগন্ধে আমোদিত পুরী ॥
মল্লিকা মালতী মালা সুবর্ণের পাত্রে।
যুবকযুবতী দেহ দহে ঘ্রাণমাত্রে ॥
প্রসাদে প্রসন্না হও কালী কৃপাময়ি।
আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই ॥

কবির ভগবতীর স্তব।

এথা কবিবর, সুন্দরী সুন্দর,
নিরখি নৃপজারূপ।
ভাবে গদগদ, নাহি চলে পদ,
শর হানে স্মর ভূপ॥
কহ উপদেশ, কিরূপে প্রবেশ,
হব বিদ্যাবতী বাসে।
দুরন্ত প্রহরী, দিবা বিভাবরী,
জাগে তনু কাঁপে ত্রাসে॥
নমো ভগবতি, কিবা জানি স্তুতি,
প্রধানা প্রকৃতি কালী।
শ্মশানবাসিনী, দনুজনাশিনী,
মুণ্ডমালী মা করালী॥
ত্রৈলোক্যবন্দিনী, ভূধরনন্দিনী,
অখিল-ব্রহ্মাণ্ড-মাতা।
সকলসিদ্ধিদা, গিরীশপ্রমদা,
তুমি হরি হর ধাতা॥
স্তব করে কবি, পরিতুষ্টা দেবী,
পুনরপি আজ্ঞা হয়।
ভয় নাহি বচ্ছ, ইহা কোন্ তুচ্ছ,
সুখে কর পরিণয়॥
অপরূপ কথা, অকস্মাৎ তথা,
হইল সুড়ঙ্গপথ।
প্রসাদের বাণী, ভক্তের ভবানী,
পূরাইলা মনোরথ॥

কবিরঞ্জন

কবির সুড়ঙ্গপথে গমনোদ্যোগ ।

বিজ্ঞবর বরাবর বিবরবিশিষ্ট ।
হ্রীরূপিণী হ্রীরাখিণী হৃদয়েতে হৃষ্ট ॥
নিভৃতে নাগর নানা রস করে রঙ্গে ।
চন্দনে চর্চ্চিত চারু চামীকর অঙ্গে ॥
কম্বুকণ্ঠে কলিত কাঞ্চন কণ্ঠমাল ।
মস্তকে মুকুট মণি-মুকুতা-মিসাল ॥
মোহন মুকুরে মঞ্জু মুখ নিরখিয়া ।
উথলে অমিয়াসিন্ধু উল্লাসিত হিয়া ॥
যামিনী বামার্দ্ধে যাত্রা জায়া হেতু কবি ।
আলো করে আন্ধারে আপন অঙ্গচ্ছবি ॥
ভাগ্য ভাল ভাবিতে ভাবিতে ভয় ভাগে
চলিতে চঞ্চল চিত্ত চমৎকার লাগে ॥
ধন্যা দারা স্বপ্নে তারা প্রত্যাদেশ তারে
আমি কি অধম এত বৈমুখ আমারে ॥
জন্মে জন্মে বিকায়েছি পাদপদ্মে তব ।
কহিবার কথা নহে বিশেষ কি কব ॥
প্রসাদে প্রসন্না হও কালী কৃপাময়ি ।
আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই ॥

বিদ্যার উৎকণ্ঠাবস্থায় সুন্দরের দর্শন।

'ধন্য সে যামিনী মধু, কুহরে কোকিলবধূ,
পূর্ণবিধু উদয় গগনে।
মত্ত মধুকরবৃন্দ, ফুলে পিয়ে মকরন্দ,
মুখরিত কুসুমকাননে॥
গগনেতে মেঘ দেখি, আনন্দ-অপার শিখী,
মন্দ মন্দ মলয় সমীর।
সুচারু কুসুম ঘ্রাণ, স্মরশরে দহে প্রাণ,
বিদ্যা বিনোদিনী নহে স্থির॥'
রসময়ই কহে সই, কহ সে নাগর কই,
তাহা বই মনে নাহি ভায়।
নাহি সুখ একটুক, মহাদুঃখ ফাটে বুক,
প্রায় বুঝি মোর প্রাণ যায়॥
এই যুক্তি করে বসি, শরদ-পূর্ণিমা-শশী,
হেনকালে উপস্থিত কবি।
রূপ তুল্য বটে নাম, মহাকবি গুণধাম,
প্রচণ্ড প্রতাপে যেন রবি॥
সঙ্গসখী-সম্বলিতা, চন্দ্রমুখী চমকিতা,
নিরখই চঞ্চল নয়নে।
কিঙ্করী যোগায় বারি, পদযুগ ধৌত করি,
বসিলা রতন-সিংহাসনে॥
ধনহস্ত মহাকুল, পূর্ব্বাপর শুদ্ধমূল,
কৃত্তিবাস তুল্য কীর্ত্তি কই।

দানশীল দয়াবন্ত, শিষ্ট শান্ত গুণানন্ত,
প্রসন্না কালিকা কৃপাময়ই ॥
সেই বংশসমুদ্ভূত, ধীর সর্ব্বগুণযুত,
ছিল কত কত মহাশয় ।
অনচির দিনান্তর, জন্মিলেন রামেশ্বর,
দেবীপুত্র সরলহৃদয় ॥
তদঙ্গজ রামরাম, মহাকবি গুণধাম,
সদা যারে সদয়া অভয়া ।
প্রসাদ তনয় তার, কহে পদে কালিকার,
কৃপাময়ি ময়ি কুরু দয়া ॥

বিদ্যা ও সুন্দরের বিচার ।

কামদেব-ব্যাধ-তুল্য কুমার সুন্দর ।
ভূরু চলে ধৃত ধনু দৃষ্টি খরশর ॥
কিঞ্চিৎ সন্ধানে হানে মানভঙ্গ-রঙ্গ ।
কি আর করিবে বিদ্যা বিদ্যার প্রসঙ্গ ॥
জ্ঞানহারা গোমধ্যা গোযুগে জল ঝরে ।
ধূলায় ধূসর ধড় ধড়পড় করে ॥
চমকিতা চঞ্চলাক্ষী চেতনা জন্মিল ।
সলজ্জিতা শশিমুখী সম্ভ্রমে বসিল ॥
ক্ষণেক রমণী চাহে মৌনভাবে থাকে ।
হেনকালে পর্ব্বতশিখরে শিখী ডাকে ॥

হাস্যযুতা সখী প্রতি কহে কমলিনী।
সুলোচনা সুধাও কিসের রব শুনি॥
ভাব বুঝি গুণরাশি মন্দ মন্দ হাসে।
অমিয়াসদৃশ শ্লোক অন্যোত্তর ভাষে॥

শ্লোকঃ।

গোমধ্যমধ্যে মৃগগোধরে হে
সহস্রগোভূষণকিঙ্করাণাং।
নাদেন গোভৃচ্ছিখরেষু মত্তা
নৃত্যন্তি গোকর্ণশরীরভক্ষাঃ॥

অস্যার্থঃ।

হে গোমধ্যমধ্যে বাল-কুরঙ্গলোচনি।
সহস্রগোভূষণ-কিঙ্কর-নাদ শুনি॥
গোভৃৎশিখরে মত্ত পরম উৎসব।
গোকর্ণ-শরীর-ভক্ষ করয়ে তাণ্ডব॥
সখী সম্বোধিয়া কহে বুঝা নাহি যায়।
পুনরপি হাসি কহে সুবিদগ্ধ রায়॥

শ্লোকঃ।

স্বযোনিভক্ষধ্বজসম্ভবানাং
শ্রুত্বা নিনাদং গিরিগহ্বরেষু।
তমোহরিবিম্বপ্রতিবিম্বধারী
ররাব কান্তে পবনাশনাশঃ॥

অস্যার্থঃ।

স্বযোনিভক্ষকধ্বজ তাহাতে উৎপত্তি।
তার নাদে উন্মত্ত গিরিমধ্যে স্থিতি॥

তিমিরারি-বিম্ব-প্রতিবিম্বধারী যেই।
পবনভক্ষের ভক্ষ ঘন ডাকে সেই ॥
চমৎকার কথা শুনি বটে গুণধাম।
পুনরপি হে সখি সুধাও দেখি নাম ॥
কৃতাঞ্জলি সহচরী কহে পুনর্ব্বার।
কহ শুনি মহাশয় কি নাম তোমার ॥

শ্লোকঃ

বসুধা বসুনা লোভে বন্দতে মন্দজাতিজং।
করভোরু রতিপ্রজ্ঞে দ্বিতীয়ে পঞ্চমেঽপ্যহং ॥

অস্যার্থঃ।

বসু হেতু সুমূর্খ মানব গুণযুত।
বন্দয়ে মন্দ সে জাতি লোভে অনুগত ॥
করভোরু রতিপ্রজ্ঞে তিষ্ঠ মন্দ যাম।
চিন্তা কর দ্বিতীয় পঞ্চমে মোর নাম ॥
এক বস্তু তিন কিন্তু একে তিন লাভ।
কহ কহ তরলাক্ষি এবা কোন ভাব ॥
আদ্য অন্তে যেটা সেটা কামনা সদাই।
আদ্য অন্তে পাঠে তুল্য কৃপালেশ পাই ॥
চারি মধ্যে সুবিখ্যাত বর্ণচারি সার।
আশ্রয়েতে চারি ফল পঞ্চ সুপ্রচার ॥
কালীকিঙ্করের কাব্যকথা বুঝা ভার।
বুঝে কিন্তু সে কালী-অক্ষর হৃদে যার ॥
হেসে বলে হরিণাক্ষী হারিলাম আমি।
সুপুরুষ সুন্দর সুধীর সত্য স্বামী ॥

শ্রীকবিরঞ্জন বলে কালীকৃপাময়ি।
আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই॥

বিদ্যাসুন্দরের বিবাহ।

মাস মধু ডাকে মধুকরবঁধূচয়।
কুলবধূ কামবধূ ইচ্ছা অতিশয়॥
সুশীতল সময় মলয় মন্দ বহে।
স্মর হানে খরশর ভর কত সহে॥
পরাভব মানি সুখী বীরসিংহ-বালা।
স্বয়ম্বরা কান্তকণ্ঠে সমর্পিলা মালা॥
উত্তম ঘটক সুন্দরের গাঁথা হার।
বরকর্ত্তা কন্যাকর্ত্তা চিত্ত দোঁহাকার:
পুরোহিত হইলেন আপনি মদন।
বিদ্যালাপছলে বুঝি পড়ালা বচন॥
উলু দিছে ঘনঘন পিকসীমন্তিনী।
নয়নচকোরী সুখে নাচিছে নাচনী॥
বরযাত্র মলয়পবন বিধুবর।
মধুকরনিকর হইল বাদ্যকর॥
কান্তাকুচে জলদগ্নি বিচারিয়া কবি।
করপদ্মে করে হোম স্নেহ করি হবি॥
উভয়ত কুটুম্ব রসনা ওষ্ঠাধর।
পরস্পর ভুঞ্জে সুধা মুখেন্দু উপর॥
যুগল নিতম্ব উরু জালালি ফকির।
বিজাতীয় শব্দ করে কাঁথায়ে মঞ্জীর॥

নূপুর কিঙ্কিণীজালে নানা শব্দ হয়।
দুই দলে দ্বন্দ্ব যেন চন্দনসময় ॥
পুনরপি শুন বিবাহের সমাচার।
কামিনীর করুণা ভাটের রায়বার ॥
সস্ত্রীক আইলা কাম দেখিতে কৌতুক।
দম্পতিকে পঞ্চশর দিলেক যৌতুক ॥
দম্পত্তিরে তুষ্ট হয়ে দম্পতি চলিল।
দক্ষিণা পশ্চাতে হবে সম্প্রতি রহিল ॥
পরাভব মানি সুখি বীরসিংহ-বালা।
স্বয়ম্বরা কান্তকণ্ঠে আরোপিল মালা ॥
শুভক্ষণে অন্যান্য দর্শন কুতূহলি।
সহচরীগণ রঙ্গে দেয় হুলাহুলি ॥
পতি প্রদক্ষিণ সতী করে সপ্তবার।
সুধার সাগরে ভাসে তনু দোঁহাকার ॥
সুন্দরীরে সমর্পিলা সুন্দরের হাতে।
সুন্দর সিন্দূর দিলা সুন্দরীর মাথে ॥
এই তব দাসী গুণরাশি মিথ্যা নহে।
আড়ালে আসিয়া আলি আড়ি পাতি রহে ॥
নানা উপহার কবি করিয়া ভোজন।
কর্পূর তাম্বূলে করে মুখের শোধন ॥
সুশীতল মরুত মলয় মন্দ বহে।
স্মর হানে খরশর ভর কত সহে ॥
শ্রীকবিরঞ্জন বলে কালী কৃপাময়ী।
আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই ॥

শৃঙ্গার উপক্রমে বিদ্যার বিনয়।

রমণী মণি নাগররাজ কবি।
রতিনাথ-বিনিন্দিত চারু ছবি॥
ধনি-মুখ-চিবুক ধরে যতনে।
মুখ চুম্বতি সুন্দর হৃষ্টমনে॥
নাগরী রসিকা রসিকপ্রবীণা।
যুবতী সময়ে হৃদয়ে কঠিনা॥
কুচপদ্মকলী করপদ্ম ধরে।
তনু রোমাঞ্চিত রস-রঙ্গভরে॥
চমকি চমকি কহে কি কর হে।
নখ-যাতন-যাতন খেদ কহে॥
যুবরাজ এ কায তোমার নহে।
নহি ধীর এ বক্তু নহে পিব হে॥
দশনে জ্বলিছে সহেনা সহেনা।
পুন তো প্রাণ তো রহেনা রহেনা॥
বঁধু জীবন জীবন দান কর।
গুণরাশি এ দাসীর বাক্য ধর॥
রসকাল নহে হও কাল কেন।
দেহ মর্ম্মপীড়া ছিছি কর্ম্ম হেন॥
লাজ না বাস কি হাস বুক ফাটে।
কি করে পিরীতে এ রীতে না আঁটে॥
ছাড় কাম নিতান্ত অশান্তপনা।
প্রাণবল্লভ দুর্ল্লভ সুল্লভনা॥

কহ যে সহজে নহ যে সে ধারা।
এহি কায অকায কুকায করা॥
ধর হাত কি নাথ পুনঃ পুনঃ হে।
হৃদয়েশ বিশেষ কথা শুন হে॥
একি সাধ কি সাধহ বাধ কহি।
ভাব যেরূপ সেরূপ কিছু নহি॥
প্রভু মত্তকরী আমি পঙ্কজিনী।
করি-শৃঙ্গার-যোগ্য বটে করিণী॥
একবার প্রকার রূপে তরিলে।
হবেনা হবেনা হবেনা মরিলে॥
শুন আলি ত কালি কুগালি দিবে।
প্রভু চোর হবে কি তবে ছাড়িবে॥
মরিহে মরিহে ধরিহে চরণে।
রমণে এমনে জানিহে কেমনে॥
রসিকঃ সুজনঃ প্রভুহে চতুর।
মরি বালজনে কেন হে নিঠুর॥
বলে মুহু মুহু মুখে উহু উহু।
যথা কোকিলকূজিত কুহুকুহু॥
নয়নযুগল সলিলে গলিত।
কনক-মুকুরে মুকুতা রচিত॥
মদনজ্বর না কর ছাটফটী।
কবিরাজ কহে করিরাজ বটি॥
কুচমর্দ্দনালিঙ্গন চুম্বন লো।
শুন এহি ত্রিদোষজ ভঞ্জন লো॥

যদি রোগ সুসম্যক সাম্য নহে।
রসনারসপানে কি রোগ রহে ॥
শ্রমনীরে শরীর সমস্ত ভাসে।
করি ধীর সমীর সুধীর ভাষে ॥
কবিরঞ্জন তোটক ছন্দ ভণে।
করুণাঙ্কুরু কালি সুদীন জনে ॥

শৃঙ্গারে পরস্পর উক্তি।

কাতর কামিনী, বদন যামিনী,
নাথ মলিন হি ভেল।
মুকুতা জৈসন, সোহত ঐসন,
সরম জল উপজেল ॥
সঘন রোদিতি, বদতি পতি প্রতি,
রহত বিদগ্ধরাজ।
বাল দুরবল, ধরম কৈসল,
নাহিক ভয় কছু লাজ ॥
কোটি পরনাম, হে প্রভু গুণধাম,
সুরতরস দেহ ভঙ্গ।
হাম কৃশোদরী, পুরুষ কেশরী,
কৈসে সম তুহ সঙ্গ ॥
কহই কবিবর, কুসুমশরবর,
দহনে জরজর দেহ।
রমণীমণি ধনী, নব সরোজিনী,
সবহু চাতুরী এহ ॥

কণতি পরভৃত, মনহি কৃতঙ্গত,
উয়ল নিরমল ছন্দ।
মধু বিভাবরী, হে বর-সুন্দরী,
মলয়ানিলগতি মন্দ॥
রসিক সো বিধি- বিরহবারিধি,
তরণী দেয়ল তোয়ে।
কপট কহেসি, বিচেড়ু বয়েসি,
কাহে নিকরুণ মোয়ে॥

শৃঙ্গারে সখীদিগের ব্যঙ্গোক্তি।

অকার হকার বর্ণে আকার সংযুক্ত।
উহু উহু মুহু মুহু কেশপাশ মুক্ত॥
কাতরা কামিনী কান্দে কহে কণস্বরে।
দিয়া পীড়া ক্রীড়া ব্রীড়া না বাস অন্তরে॥
চিরদিনে অনশনে ক্ষুধা বিপর্য্যয়।
আধার সহিত সুধা পান ভাল নয়॥
যে পর্য্যন্ত কাননে কুসুম থাকে কলি।
তদবধি তাহে মধু নাহি পীয়ে অলি॥
সময়ে সকল ভাল শুনহ নিশ্চিত।
অসময় জানিবা সে হিতে বিপরীত॥
শীতে সুধাসম বহ্নি গ্রীষ্মেতে সে নহে।
বসন্তে ভ্রমণ পথ্য বর্ষাতে কে কহে॥

হত্যা হই হউক মেনে হাস যুবরাজ।
ক্ষীণা আমি ক্ষমা কর ক্ষেপাপারা কায॥
ভার্য্যা সঙ্গে চর্য্যা ইহা শুনি নাহি কভু।
আজি ঘর কালি কি পান্দাড় ভাব প্রভু॥
আড়ে আলি হেস্যে পড়ে এ উহার গায়।
মলি লো গোল্লায় গেলি লাজ খেলি হায়॥
ঘুম গেল ধূম বড় ঘর মেনে ছাড়ি।
বিয়ারাত্রে বেহায়া বড় না বাড়াবাড়ি॥
মিথ্যা কন্যা অবলা অবলা বোল ছাড়্না।
নামমাত্র বালা দেখি ইচ্ছা বড় গাঢ়॥
মুখেমুখে ফাসফুস একি প্রেম ঈষ।
আমরাই হইলাম দুচক্ষের বিষ॥
কেহ বলে তুমি মেয়ে হানফেনে বড়।
খাগী বটে কত ঠাঠে কথা দড় দড়॥
কেহ বলে থেকে থেকে পড়ে যেন চীল।
শুন নাই আচট ভূমের ভাঙ্গে খীল॥
মন্দ বড় শক্ত সই কেহ কেহ বলে।
অনুমানি বুঝি ক্ষেতে সদ্য ফল ফলে॥
সহ্য নহে ক্রোধে কহে আলো আলি শোন্।
হানিয়া খাঁড়ার চোট ঘস্যে দিস্ লোন॥
শিথিল অনঙ্গরস অঙ্গভঙ্গ দিয়া।
হস্তপদ পাখালিল বাহিরেতে গিয়া॥
পুনরপি শয্যায় বিহরে দোঁহে রঙ্গে।
দোঁহে সমীরণ করে দোঁহাকার অঙ্গে॥

পরস্পর অঙ্গে রঙ্গে লেপয়ে চন্দন।
হেসে হেসে উভয়ত বদনচুম্বন॥
শ্রীকবিরঞ্জন এই কহে কৃতাঞ্জলি।
শ্রীরামদুলালে মাতা দেহি পদধূলি॥

অথ বিপরীত শৃঙ্গার।

ক্ষণেক অন্তরে কহে কবি মহামতি।
বিপরীত রতি দান দেহ লো যুবতি॥
নেকা ঢঙ্গ হয়ে রামা কহে সেই কি।
প্রকার শুনিয়া লাজে দাঁতে কাটে জি॥
অন্তরে আনন্দ অতি সায় দিতে নারে।
পুরুষের কায প্রভু রমণী কি পারে॥
বিদগ্ধ বট হে প্রভো বিজ্ঞ নিজে হও।
কেমনে এমন কথা মুখ ভরে কও॥
সাঁতারে হাঁপায়ে শেষে স্রোতে ঢাল গা।
সেইরূপ চেষ্টা পাও মনে আছে যা॥
এ কথা না ভুলি আর মরমে রহিল।
এখন সময় নহে কালেতে হইল॥
মিছা পরিহাস হাস কিবা প্রিয়ে ভাষ।
ভাবে বুঝি ভর্ত্তাবধে ভয় নাহি বাস॥
লংঘনে স্বামির বাক্য জন্মে মহাপাপ।
সুধাংশুবদনে শীঘ্র শান্ত কর তাপ॥
বিদ্যা বলে পায় পড়ি সে কি এত মধু।
গণিকা ত নহি প্রভু হই কুলবধূ॥

কবি কহে যে কহ সে কহ প্রাণপ্রিয়া।
রক্ষা কর বিপরীত রতি দান দিয়া॥
নহিলে হে তাহা আমি যদি মরি আজি।
ভ্রান্ত কান্ত শান্ত হও হইলাম রাজি॥
লাজের দুয়ারে ধনী ভেজায়ে কপাট।
প্রবর্ত্ত প্রকৃত কার্য্যে তবু নানা ঠাট॥
বিগলিত জঘনে সঘনে বেণী দোলে।
যেন পূর্ণশশী পূর্ণশশী করে কোলে॥
অদ্ভুত চরিত্র চিত্তমধ্যে লাগে ধন্দ।
প্রফুল্ল কমলে মধু পিয়ে মকরন্দ॥
চকোর খঞ্জনে প্রেম আলিঙ্গন করে।
বিকচকমলে চান্দে বারিবিন্দু ঝরে॥
মনের বাসনা পূর্ণ তূর্ণ রসে ক্ষমা।
মুখে মন্দ মন্দ হাস বাস পরে রামা॥
রূপস-রূপসী নিশিশেষে নিদ্রা যায়।
প্রভাকর প্রকাশিল রজনী পোহায়॥
সুকবি সুন্দর গেলা মালিনীর বাসে।
কহিলা সকল কথা বসি তার পাশে॥
শ্রীকবিরঞ্জনে কালী হও কৃপাময়ী।
আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই॥

পরদিন মালিনীর ও বিদ্যার রহস্য কথোপকথন।

শুনিয়া নিশির কথা, মনে মনে হাস্যযুতা,
হীরাবতী প্রফুল্ল অন্তরে।
নানা ফুলে নানা ভাতি, যেন মুকুতার পাঁতি,
হার গাঁথি লইল সত্বরে॥
গেল নৃপসুতাপাশে, রামা হাসে লাজ বাসে,
অধোমুখে বিধুমুখ ঢাকে।
আগুসারি যত্ন করি, মালিনীর হাতে ধরি,
সমাদরে বসাইলা তাকে॥
হীরা বলে রও রও, কেন গো উতলা হও,
আজি এত কেন ঠাকুরালি।
হেদে বাছা ছাড় লাজ, সারাসোরা হল্যো কাব,
দেহ পুরস্কার ঘটকালি॥
কুশলসম্বাদ কহ, ভাব যদি ভিন্ন নহ,
তুমি বধূ বটি গো শাশুড়ী।
হবে গো দুলাল তোর, সে দিন কেমন মোর,
সে ডাকিবে কোথা আই বুড়ী॥
কাছে আসি হাসি আলি, শিরে তৈল দিল ঢালি,
আপনি আঁচড়ে বিদ্যা কেশ।
কত ঠাট জানে হীরা, পুনরপি কহে ফিরা,
বুড়ী আমি বৃথা কর বেশ॥
বিদ্যা বলে নহ বুড়ী, মাসাশ রসের গুঁড়ী,
মর্ মাগী এত এসে তোরে।

ছাই কথা কি কহিস, পুনঃ পুনঃ লজ্জা দিস,
পায় পড়ি ক্ষমা কর মোরে॥
যেতে হবে ঠাঁই ঠাঁই, ভুলিয়াছি মনে নাই,
মালিনী কৌতুকে কহে হাসি।
হইল স্নানের কাল, মিছা করি গল্পগাল,
সকলি শুনিব কালি আসি॥
বিদ্যা দিল চালু কড়ী, কলাই কুমুড়া বড়ী,
হীরাবতী ঘরে যায় রঙ্গে।
কি কর শাশুড়ে বসে, কহে হেসে শুন এসে,
যে কথা হইল তার সঙ্গে॥
সদা পুটাঞ্জলি-পাণি, শ্রীকবিরঞ্জন-বাণী,
বিমুক্ত করহ মায়াপাশে।
ভবসিন্ধু পার হেতু, অভয় চরণ সেতু,
উমা আমা উরহ মানসে॥

বিদ্যার মানভঞ্জন।

কবি কহে বটে আসি পরামর্শ পাকা।
হীরা বলে চাহি বাপু ঘটকালি টাকা॥
দেখাইল যে যে দ্রব্য পেয়েছিল তথা।
দণ্ড দুই বসি কহে নানা রসকথা॥
স্নান করি পূজে কবি শঙ্করঘরণী।
যে পদপঙ্কজ ভবসাগরতরণী॥

রন্ধন ভোজন করে রাজার নন্দন।
নিদ্রালস্যে কিছুকাল করিল শয়ন॥
নিশিযোগে নিজাঙ্গনাবাসে গেল রঙ্গে।
কৌতুকে রমণসুখ রমণীর সঙ্গে॥
দিবাভাগে নানা বেশ ধরে গুণধর।
ভ্রমণ করয়ে নিত্য রাজার নগর॥
কখন পরমহংস যতি ব্রহ্মচারী।
কখন বা বৈষ্ণব তিলককণ্ঠিধারী॥
নগরের লোক কেহ লক্ষিতে না পারে।
পরম পুরুষ জানি ভক্তি করে তারে॥
একদিন কৈল কবি ঔদাস্য উদয়।
না গেল সে দিন বিদ্যাবতীর আলয়॥
পতির বিরহে সতী অতি দুঃখযুতা।
জাগিয়া যামিনী পোহাইল নৃপসুতা॥
পরদিন উপনীত সুন্দরীর বাসে।
কান্তমুখ হেরি মুখ যত্নে ঢাকে বাসে॥
ধরি হাত দিয়া মাথে কত দিলা কিরা।
না কহে বচন রামা নাহি চায় ফিরা॥
নয়নসলিলে ভাসে অঙ্গের বসন।
মানভঙ্গ না হয় বিমর্ষ বিলক্ষণ॥
বিচারিল মনে মনে এক যুক্তি আছে।
কপটে নিকটে গিয়া তৃণ দিয়া হাঁচে॥
মৌনব্রত-ভঙ্গ-ভয়ে না কহিল জীব।
তাড়ঙ্ক দোলায়ে বালা চিন্তা করে শিব॥

অপ্রতিভ যুবরাজ অধোমুখে রহে।
মৃদু মৃদু হাসি পুনরপি কিছু কহে॥
রোদন করহ প্রিয়ে না করি নিষেধ।
আমার হৃদয়ে সবে এই মাত্র খেদ॥
গলিত সাঞ্জনধারা তাহে ম্লান মুখ।
চিরদুঃখ গেল চিত্তে চান্দের কৌতুক॥
সহজে কলঙ্কী সে তবাস্য সম নহে।
লজ্জা ভয় দুই হেতু দিবা গুপ্তে রহে॥
কদাচ না কহি কান্তে মিথ্যাকথাগুলা।
হের হিমকর প্রিয়ে ও বদনতুলা॥
ক্রোধে প্রিয়তমে তব তবে কিবা কায।
আহারে ও ব্যবহারে কার আছে লাজ॥
ফিরা দেহ মদর্পিত চুম্ব আলিঙ্গন।
আর কেন জানা গেল চরিত্র যেমন॥
কবিবর বিনোদ বৈদগ্ধ্যগুণে ভাষে।
ফুরাইল মান ফিরে ফিক্ ফিক্ হাসে॥
আবেশে অধিক আরো আঁটি ধরে গলা।
আলিগণ বলে মাগো এত জান ছলা॥
প্রসাদে প্রসন্না হও কালী কৃপাময়ী।
আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই॥

বিদ্যার গর্ব্ভ দৃষ্টে সখীগণের নানা যুক্তিচিন্তা।

কতকাল গোপে বিদ্যা নবকুসুমিতা।
সুলোচনা প্রভৃতি সকলে পুলকিতা॥
পুনর্ব্বিভা করে গুণসিন্ধুর তনয়।
রজোযোগে রূপবতী গর্ব্ভবতী হয়॥
দুই তিন চারি পাঁচ মাসেতে প্রবর্ত্ত।
সহচরী বলে বড় হইল অনর্থ॥
বিরলে বসিয়া যুক্তি করে জনে জনে।
কেহ বলে এই দায় এড়াব কেমনে॥
কেহ বলে ভাবিয়া জন্মিল মোর বাই।
কেহ বলে চল দেশ ছাড়িয়া পলাই॥
কেহ বলে নিরবধি ভয়ে কাঁপে প্রাণ।
ভূপতি শুনিলে কাটিবেক নাক কান।
কেহ বলে অকস্মাৎ হেদে কি উৎপাত।
চেষ্টা কর কোনরূপে গর্ব্ভ হয় পাত॥
কেহ বলে বিদ্যা মেনে কামগাতিশয়।
রাজপুরে একি কাল তনয়া উদয়॥
কেহ বলে মরুক গলায় দিয়া দড়ী।
রাতে দিনে পড়ে থাকে দুটা জড়াজড়ী॥
বিয়ারাত্রে দেখিলাম বর চান্দপারা।
ছুঁড়ীর হাঁপানে ছোঁড়া হল তনুসারা॥
কহিলাম কতমত ভূপতিকে বল।
তখন কহিল তুচ্ছ এখন এ ফল॥

কেহ বলে স্ত্রীবুদ্ধিতে পরমাদ ঘটে।
কেহ কহে এই কথা শাস্ত্রসিদ্ধ বটে॥
স্ত্রীবুদ্ধে মরিল দশরথ পেয়ে শোক।
স্ত্রীবুদ্ধে মজিল লঙ্কা খ্যাত তিন লোক॥
লয়েছি সবাই শিরে কলঙ্কের ডালী।
কেহ বলে চারা নাই যে করেন কালী॥
কেহ বলে এত কেন চিন্তা কর সই।
রাণীর নিকটে গিয়া সবিশেষ কই॥
ভাল মন্দ তাঁর ঘাড়ে আরের তা কি।
উদরে ধরেছে কেন কুলখাকী ঝি॥
অতি বাম যো সবারে দূর করে দিবে।
পৃথিবীটা পড়্যা আছে ঠাঁই না মিলিবে॥
জীব দিয়াছেন কৃষ্ণ দিবেন আহার।
সে প্রভুকে লাগে সই সবাকার ভার॥
ভাল ভাল বলিয়া সখীরা উঠে ঝেড়ে।
কেহ বলে তোরে মেরে প্রাণ দিব কেড়ে॥
রাণীর নিকটে সব সহচরী যায়।
ভূমিষ্ঠ হইয়া তারা প্রণমিল পায়॥
শ্রীকবিরঞ্জন বলে কালী কৃপাময়ি।
আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই॥

সখীগণকর্ত্তৃক রাণীর নিকট বিদ্যার গর্ব্ববার্ত্তা প্রদান।

আশীর্ব্বাদ করিয়া জিজ্ঞাসে রাণী সতী।
ভালতো গো আছে মোর বিদ্যা গুণবতী
চিরদিন দেখি নাই সে চাঁদবয়ান।
বড়ই দুরাত্মা আমি হৃদয় পাষাণ॥
তোমরাও ভাল মন্দ না কহ সংবাদ।
না জানি ঘটিল আজি কিবা পরমাদ॥
ঊষাকালে এসেছ অবশ্য হেতু আছে।
আমার শপথ লাগে সত্য কহ বাছে॥
বিরসবদনে কেন বসিলা নিকটে।
প্রাণ করে উড়ু উড়ু হেরে বুক ফাটে॥
নিদ্রায় দুঃস্বপ্ন দেখি ডানি চক্ষু নাচে।
বড় ভয় বৃদ্ধকালে শোক পাই পাছে॥
সহচরীগণ বলে শুন ঠাকুরাণী।
কি রোগ জন্মিল তার কারণ না জানি॥
এবে দেখি বিরূপ সে রূপ গেল দূর।
উদর ডাগর বড় বরণ পাণ্ডুর॥
শয়ন সতত ভূমে মৃত্তিকা ভক্ষণ।
মাথা ঘোরে উকি তোলে ইকি অলক্ষণ॥
রাণী বলে কি কহিলে সর্ব্বনেশে কথা।
বুঝি বা খাইল বিদ্যা অভাগীর মাথা॥
শ্রীরামপ্রসাদ বলে দেও সাধ ভেট।
সে বড় জোয়াল মেয়ে বাদায়েছে পেট॥

গর্ভ দর্শনে রাণীর বিদ্যা প্রতি ভৎর্সন।

শুনি চমৎকার রাণী উঠে।

পাছে শোনে চুপ চুপ, বুক করে দুপদুপ,

কাঁপে কায় কালঘাম ছুটে॥

ভয়ে মুখে উড়ে ধূলা, পাছে রহে সখীগুলা,

উপনীত নন্দিনী-নিকটে।

যে কহিল রামাচয়, এ কথা অন্যথা নয়,

গর্ভের লক্ষণ যত বটে॥

পূর্ব্বরূপ ছাবথার, উদরের বড় ভার,

ধরাতলে শুয়েছে রূপসী।

শিথিল কটির বাস, ঘন বহে মুদুশ্বাস,

আস্য-আভা প্রভাতের শশী॥

সম্মুখে প্রসবস্থলী, উঠে বিদ্যা কৃতাঞ্জলি,

প্রণমিল লাজে নত মুখ।

কান্দে কথা কহে শুদ্ধ, দেখিলাম মুখপদ্ম,

কব কি জন্মিল যত সুখ॥

অনাথিনী থাকি একা, ছমাস বৎসরে দেখা,

দিনেক তোমার সঙ্গে নাই।

জননী জীয়ন্ত যার, এতেক খোয়ার তার,

গর্ভে কেন দিয়াছিলে ঠাঁই॥

হেদে এক কথা শোন, যদি খাওয়াতিস লোন,

ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র মোরে।

বালাই যাইত তবে, এত কথা কেন হবে,

অনুযোগ কে করিত তোরে॥

চর্য্যা বুঝিলাম আমি, মানব-রাক্ষসী তুমি,
যমের দোসর সেই বাপ।
আমার কপাল পোড়া, বিধাতা নষ্টের গোড়া,
পূর্ব্বজন্মে ছিল কত পাপ॥
রাণী বলে পাপীয়সি, প্রাণ ছাড় নীরে পশি,
কিম্বা বিদ্যা খা লো তুই বিষ।
নহে খড়্গে কর ভর, এইক্ষণে মর মর,
কলঙ্কিনি কোন্ সুখে জিস্॥
নির্ম্মল রাজার কুল, তুই কলঙ্কের মূল,
জন্মিলি আমার গর্ভে আলো।
এই রাজ্য ত্যজ্য করে, যদ্যপি ভাতার ধরে,
বেরুতিস সেও ছিল ভালো॥
সদা পুটাঞ্জলি-পাণি, শ্রীকবিরঞ্জন-বাণী,
বিমুক্ত কর গো মায়াপাশে।
ভবসিন্ধু পার হেতু, অভয় চরণ সেতু,
উমা আমা উরহ মানসে॥

রাণী সহ বিদ্যার বাক্‌চাতুরী!

বিদ্যা মর লো কলঙ্কিনী ঝি।
আমার কপাল পোড়া তোর দোষ কি॥ ধুয়া॥
বাপের দুলালী ছিলি, তাহে তিলাঞ্জলি দিলি,
কুলে খোঁটা কুলটা হলি ছি ছি।

বিদ্যাসুন্দর।

কার ঘরে নাই মেয়ে, চক্ষু খেয়ে দেখ্ চেয়ে,
পাপক্ষণে তোরে উদরে ধরেছি ॥
প্রসাদ কহিছে দড়, হেন মেয়ে আইবড়,
লাজে লোক দাঁতে কাটে জি ॥
আলো হেদে লো পাপিনি ঝি।
বিদ্যা বলে দোষ বা দেখিলা কি ॥
আলো কেমনে মিলিল স্বামী।
বিদ্যা বলে পুরুষ না দেখি আমি ॥
আলো কারে কর প্রতারণা।
বিদ্যা বলে চক্ষু নাই বুঝি কাণা ॥
আলো গর্ভের লক্ষণ সব।
বিদ্যা বলে বাতাসে কি জন্মে গর্ভ ॥
আলো উদর ডাগর তোর।
বিদ্যা বলে উদরী হয়েছে মোর ॥
আলো স্তনে ক্ষরে কেন পয়।
বিদ্যা বলে এ রোগে বাঁচা সংশয় ॥
আলো কুচাগ্রভাগেতে কালী।
বিদ্যা বলে প্রলেপ দিয়াছে আলি ॥
আলো শয়ন কেন ভূতলে।
বিদ্যা বলে নিরন্তর দেহ জ্বলে ॥
আলো মুখে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম।
বিদ্যা বলে নিদাঘকালের ধর্ম ॥
আলো পূর্ব্বরূপ গেল দূর।
বিদ্যা বলে দেখ লক্ষণ পাণ্ডুর ॥

আলো ঘন ঘন উঠে হাই।
বিদ্যা বলে বলাধান মাত্র নাই॥
আলো ভক্ষণ যে পোড়া মাটি।
বিদ্যা বলে ছি মাগী তোরে না আঁটি॥
তারা মায় ঝীয়ে যত ভাষে।
আড়ে আসি বসি আলি হাসে॥
রস শ্রীকবিরঞ্জনে কহে।
কভু গর্ভ ছাপা নাহি রহে॥

রাণী সহ বিদ্যা ও সখীগণের পুনর্বাক্‌ছল

এতক্ষণ জিয়া আছ তাই আমি চাই।
বাসনা এমনি হয় আমি বিষ খাই॥
প্রাণ সম বাসি পিতা পড়াইল তোকে।
গালে দিলি কালিচুণ হাসিবেক লোকে॥
সমুচিত শাস্তি বিদ্যা তুই পাবি কালি।
উল্টা চোরে গৃহী কান্ধে মোরে দিস্ গালি
বিদ্যা বলে পুনঃ পুনঃ কত কটু কও।
চারা নাই মাগো তুমি গুরুলোক হও॥
গলায় অঙ্গুলি দিয়া কেন তোল কাশ।
আপনিই আপনার কর সর্ব্বনাশ॥
কাল বড় কুৎসিত আমাকে কর মাপ।
খুঁড়িতে কেচুয়া পাছে উঠে কালসাপ॥
কিবা ডাক ছাড় তুমি কিবা হাত নাড়।
ভাল বটে জীয়ন্ত মাছেতে পোকা পাড়॥

বারে বারে যত কহি কথা নাহি মান।
যেমন আমার রীত সুন্দর তা জান॥
অনাথিনীপ্রায় পড়ে থাকি এই ঠাই।
পুরুষ কেমন কভু চক্ষে দেখি নাই॥
সবেমাত্র স্নেহভাবে দেখেছেন বাপ।
গর্ভ গর্ভ ধলে কেন দেহ মনস্তাপ॥
দুঃখের উপরে দুঃখ এ বড় উৎপাত।
কোথা বাখিবেক তাগা শিরে সপাবাত॥
রাণী বলে মর মেনে একি আর পাপ।
তবে বুঝি এ কর্ম্ম করেছে তোর বাপ॥
তোর এ কথায় গায় কাটে যেন বিছা।
পেটে ছেলে নড়েচড়ে তবু বলে মিছা॥
ক্রোধে কম্পবান তনু ঘূর্ণিত লোচন।
সখাগণ প্রতি কহে কর্কশ বচন॥
জাতিরক্ষা হেতু আছ বিদ্যার নিকটে।
আপনারা ঘটক হইয়াছিলা বটে॥
তো সবার দোষ নাহি কাল নহে ভালো।
মাথায় করাত দিব কি ভেবেছ আলো॥
করযোড়ে কহে তারা কেন কর রোষ।
বিবেচনা করিলে কাহারো নাহি দোষ॥
জন্মাবধি দেখি নাই পুরুষ কেমন।
রাজরাণী বট কেন কথা গো এমন॥
বাহিরে প্রহরী থাকে দুরন্ত কোটাল।
মনুষ্যসঞ্চার নাহি একি ঠাকুরাল॥

উচিত কহিতে কিন্তু মর্ম্মে পাবে পীড়া।
রমণী রমণী সঙ্গে নাহি করে ক্রীড়া॥
ভগীরথজন্মকথা শুনিয়াছি কানে।
সে কালের মেয়ে তাঁরা এ কালে না জানে॥
তবে কে করিল গর্ব্ব এত বড় রঙ্গ।
ছাড় মেনে ঠাকুরাণি এ পাপপ্রসঙ্গ॥
আপনার মান গো আপনি যত্নে রাখি।
লোকে বলে কাটা কান চুল দিয়া ঢাকি॥
আকাশে ফেলিতে থুথু এসে গায়ে পড়ে।
বাড়া কিবা কহিব কথায় কথা বাড়ে॥
অবিচারে কর নষ্ট তার চারা কিবা।
নার রীত যেমন জানেন মাত্র শিবা॥
শ্রীকবিরঞ্জন বলে করি কৃতাঞ্জলি।
শ্রীরামদুলালে মাতা দেহ পদধূলি॥

বিদ্যার গর্ব্ভসংবাদ শ্রবণে ভূপতির কোটালকে ধরিতে অনুমতি।

নহে সুখী সুমুখী নিরখি নন্দিনীরে।
অসম্বর অম্বর অম্বর পড়ে শিরে॥
জ্ঞানহারা তারাকারা ধারা শত শত।
গোযুগে গলিত ধারা তৃষ্ণানিষ্ঠা গত॥
বিগলিত কুন্তল জলদপুঞ্জছটা।
নিরানন্দ গতি মন্দ জিনিয়া বরটা॥

ভূপ উপে উপনীত মলিন বদন।
সম্ভ্রমে জিজ্ঞাসে শীঘ্র ধরণীভূষণ॥
বিমল কমলমুখ ম্লান কেন করে।
অদ্য কাস্তে কৃতান্তে নিশান্তে কারে লবে॥
শিরে হানি পানি রাণী বলে কব কি।
শুন পর্ব্বগর্ব্ব খর্ব্ব গর্ব্ভবতী ঝি॥
কি বল কাঁপিয়া উঠে মুখে উড়ে ফাকা।
ভাবনায় ভাতি ভিন্ন ভূপ যায় ডাকা॥
সমূলে রুষিল যেন মাতাল মাতঙ্গ।
সুখ সময়ে যেন দংশিল ভুজঙ্গ॥
অকস্মাৎ বজ্রাঘাত নিকটে যেমন।
সেইরূপ শুনি ভূপ মহিলাবচন॥
আপাদ পর্য্যন্ত অগ্নিশিখা যেন দহে।
কোটালের কর্ম্ম এই আর কারু নহে॥
আরবার দরবার মধ্যে গিয়া ভূপ।
কাঁপে গুরু উরু ওষ্ঠ লোচন বিরূপ॥
ক্রোধে কহে তোমরা সওয়ার দশ যাও।
এক্ষে ওক্ত মেরে পাশ বাধাই মাঙ্গাও॥
যো হুকুম বলিয়া সওয়ার দশ লড়ে।
কেহ তাজি তুরকী টাঙ্গন পৃষ্ঠে চড়ে॥
দড় বড় গড় পাড়ে উঠাইয়া ঘোড়া।
বর্ম্মপূত যমদূত গোঁপে দেয় মোড়া॥
ঘেরে কোটালের বাড়ী কহে বেহেনাব।
কাঁহা কোতোয়াল গিরি নেকাল সেতাব॥

বৈঠকখানায় কোতোয়াল শুয়ে খাটে।
সোহাগের ঘটা দেখি ভয়ে মার্গ ফাটে ॥
ধুতি পরি লেঙ্গা শির হইল হাজির।
অমনি ঢেকায় কমে বেড়ার বাহির ॥
পাছে থেকে মারে কেহ বন্দুকের হুড়া।
আকটে পাপোস মারে হাড় করে গুঁড়া
কোটালমহিলা কান্দে করে হায় হায়।
এক দণ্ডে নিয়া গেল রাজার সভায় ॥
নিকটে নকীব ছিল করিল জাহির।
নজর দৌলত এই বাবাই হাজির ॥
প্রসাদে প্রসন্না হও কালী কৃপাময়ি।
আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই ॥

ভূপতির তর্জ্জনে কোতোয়ালের বিনয়।

মৌনরূপে ভূপ আছে, কোতোয়াল খাড়া কাছে,
কোপে কহে পুন বাহু নাড়া।
কুকুরে প্রশ্রয় দিলে, কান্ধে চড়ে এক তিলে,
বিশেষ কহিব কিবা বাড়া ॥
ক্রোধে কাঁপে মহীপাল, কহে ওরে কোতোয়াল
বুঝিলাম তোর নাহি দোষ।
যেমন যুগের ধর্ম্ম, তেমন উচিত কর্ম্ম,
মিছামিছি আমি করি রোষ ॥
কারে কব কাব্য কহ, যে যাহারে সঁপে দেহ,
সে নাকি তাহার কাটে শির।

করিয়া হারামখুরি, পশিয়া আমার পুরী,
রাজ্যে চুরী নাকে দিব তির ॥
মনেতে আগুণ জ্বলে, পুনঃ পুনঃ কটু বলে,
শান্তি নহে আরো ক্রোধ বাড়ে।
দিবস বিষয়ে মত্ত, না লও বিদ্যার তত্ত্ব,
সবংশে গাড়িব এক গাড়ে ॥
সুরাপানে রাগরঙ্গে, থাক বারবধূ সঙ্গে,
অধর্ম্মে একান্ত পূর্ণ দৃষ্টি।
বিশ্বাসঘাতকী বেটা, হেন কায করে কেটা,
এই পাপে যাবে তোর সৃষ্টি।
কোতোয়াল বিদ্যমান, থরথর কাঁপে প্রাণ,
ধীরে কহে কি করেছি আমি।
ক্রোধ সম্বরণ কর, সকলি করিতে পার,
মহারাজ আপনি ভূস্বামী ॥
বিষ খেতে দেন মাতা, ধন লোভে বেচে পিতা,
জাতিবাদ যদি দেয় দারা।
অবিচারে রাজদণ্ড, গৃহ দহে বহ্নি চণ্ড
কি আছে ইহার আর চারা ॥
কিন্তু শুন মহাশয়, বিচার করিতে হয়,
দোষ দেখে এক গাড়ে গাড়।
যদ্যপি তা ঘাটী থাকে, প্রাণ লও মিছা পাকে,
এ নহে বিহিত ক্রোধ ছাড় ॥
আর শুন গুণধাম, লইলা বিদ্যার নাম,
তারে রক্ষা করি আমি সদা।

অন্তরে বিষম ভয়, রাত্রে নাহি নিদ্রা হয়,
সাক্ষী মাত্র কেবল শারদা ॥
সতত সতর্ক থাকি, দণ্ডে দশবার ডাকি,
সখা কহে প্রবোধ বচন।
হুসিয়ারে আছি ভাই, আমরা কি নিদ্রা যাই,
সবে বিদ্যা ঘুমে অচেতন ॥
পিপীড়ার নাহি সন্ধি, নজরেতে হয় বন্দী,
ইহাতে মনুষ্য কোন্ ছার।
তবে যদি যায় চোরে, বিধাতা বিমুখ মোরে,
নিতান্ত এ কর্ম্ম দেবতার ॥
রাজা বলে সে যা হোক, সাত দিন প্রাণ রোক,
ইতিমধ্যে চোর দিবে ধরে।
ধরিয়া আনিলে চোর, সম্মান করিব তোর,
জায়গির দিব বহু করে ॥
যে হুকুম এই বাত, শিরে উঠাইয়া হাত,
ধরে যায় সংপেতি সুসার।
পিছে দিল মহসিল, সরিবারে এক তিল,
নারে হুসিয়ার হুসিয়ার ॥
সদা পুটাঞ্জলি-পাণি, শ্রীকবিরঞ্জন-বাণী,
বিমুক্ত কর গো মায়াপাশে।
ভবসিন্ধু পার হেতু, অভয় চরণ সেতু,
উমা আমা উর গো মানসে ॥

চৌর্য্যসংবাদার্থ কোটালিনীর অন্তঃপুরে গমন ও রাণীর সহ কথোপকথন।

কহিল বিরূপ ভূপ দুঃখে অঙ্গ দহে।
রণা বড় ঘরে গিয়া ঘরণীকে কহে॥
সৃষ্টিলোপ হয় প্রিয়ে কার মুখ চাও।
এইক্ষণে রাণীর নিকটে তুমি যাও॥
বিদ্যার মন্দিরে কিবা দ্রব্য গেল চোরে।
সেই দোষে সবংশে কাটিবে রাজা মোরে॥
শ্রুতমাত্র বিলম্ব না করে একটুক।
অমনি চলিল ত্রস্ত ভয়ে কাঁপে বুক॥
নানা উপহারদ্রব্যসংহতি লইল।
অবিলম্বে রাণীর নিকটে উত্তরিল॥
ভূমে লুঠি প্রণমিল করি যোড় পাণি।
পরম দুঃখিতা রাণী না কহেন বাণী॥
সে ধারা দেখিয়া তার হৃদে জন্মে ভয়।
সকরুণে কোটাল-মহিলা স্তব কয়॥
এক নিবেদন মাতা চরণে তোমার।
কৃপা করি কহ শুনি সত্য সমাচার॥
কি দ্রব্য হইল চুরী রাজকন্যাবাসে।
জীয়ন্ত জীবনে মরা কোটাল হুতাশে॥
বিশেষ জানিলে চোর তবে ধরা যায়।
নতুবা সবংশে নষ্ট হই এই দায়॥
অধোমুখে কহে রাণী কি মোরে সুধাও।
মিলিবে সকল তত্ত্ব সেইখানে যাও॥

সে বড় দারুণ কথা বাড়া কব কি।
অভিমানে মরমে মরিয়া রয়েছি ॥
পুনঃ কহে যোড় হাতে নিশিনাথদারা।
বিড়ম্বনা কর যদি তবে নাই চারা ॥
অবিচারে মহাপ্রাণিহত্যা বড় পাপ।
কি কারণে ঠাকুরাণি দেহ মনস্তাপ ॥
দুগ্ধপোষ্য নহি এত বুঝি কত কত।
ভাল ত না শুনি মাগো বল তুমি যত ॥
চোরে গেল দ্রব্য তার এত খেদ কেন।
ভাবক্রমে বুঝি কিছু অপকর্ম্ম হেন ॥
রাণী বলে সেই বটে কি জিজ্ঞাস আর।
বিদ্যাবতী গর্ভবতী এই সমাচার ॥
কহিবার কথা একি মৃত্যু ইচ্ছা হয়।
শুনিলা এখন তুমি যাও নিজালয় ॥
দশনে রসনা চাপে চমকিয়া উঠে।
বাম্য-করাঙ্গুলী তুলি দিল নাসাপুটে ॥
আর কিছু না কহিল গেল নিজ বাসে।
কোতোয়াল শুনি বার্ত্তা মনে মনে হাসে ॥
ভূপতিকে হেয়জ্ঞান কৈল নিশিনাথ।
রাম রাম বলি দুই কর্ণে দিল হাত ॥
প্রসাদে প্রসন্না হও কালী কৃপাময়ী।
আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই ॥

কোটালের ভূপতি প্রতি নিন্দা।

ভূপতি কেবল অজা, যে জন লুঠিল মজা,
এড়াইল সেই আমি চোর।
কহিতে মরম করে, কন্যার ছিনালি ধরে,
গরদান লৈতে চাহে মোর॥
রাজলক্ষ্মী থাকে যার, সূক্ষ্ম বিবেচনা তার,
সত্যাচার প্রতাপ প্রচণ্ড।
পূর্ব্ব পুণ্যপুঞ্জ হেতু, কৃপান্বিত বৃষকেতু,
তেঁই ধরে শিরে ছত্রদণ্ড॥
নতুবা কি কোনরূপে, এ ছার অধম ভূপে,
কমলার কৃপাদৃষ্টি হয়।
মনেতে জন্মেছে অগ্নি, সে বিদ্যা ধর্ম্মত ভগ্নী,
কেমনে এমন কথা কয়॥
গ্রামের সম্বন্ধে যারে, যা বলিয়া ডাকে তারে,
সেই ভাব করণ কর্ত্তব্য।
এ আমি নেমকে পালা, হায় হায় একি জ্বালা,
রাজা বেটা বড়ত অভব্য॥
বিতুষ্টা জননী কালী, খেদমত কোতোয়ালী,
গালাগালী লতায় ছুতায়।
নাহি গণে আগা পিছা, যার যায় খড়গাছা,
প্রথমেতে আমাকে গুতায়॥
মারিয়া করিল ক্ষীণ, দেখি পাঁচ সাত দিন,
চোরের নাগাল যদি পাই।

মনেতে সকল আছে, দিয়া নৃপতির কাছে,
অধিকার ছাড়া হয়ে যাই ॥
হইল সুন্দর শিক্ষা, মেগে খাব মুষ্টিভিক্ষা,
এমন সম্পদে কায নাই ।
প্রসাদ বলিছে রও, এ দায় খালাস হও,
তবে তুমি যাও অন্য ঠাঁই ॥

কোটালিনীকর্ত্তৃক ভদ্রকালীর স্তুতি ও প্রসাদপুষ্প নাথে প্রদান ।

কোটাল-কামিনী হেথা পূজে ভদ্রকালী ।
করপুটে কহে মাগো একি ঠাকুরালী ॥
ভাল মন্দ কভু মোর প্রভু নাহি জানে ।
অপরাধ করে কেহ কেহ মরে প্রাণে ॥
দয়া কর দাসে দয়াময়ি দাক্ষায়ণি ।
দনুজদলনি দুর্গে দুর্গতিনাশিনি ॥
ধব তব ভব কব তার গুণ কিবা ।
আশুতোষ আখ্যা এক শুন মাগো শিবা ॥
সদাশিব সদাশিবসমূহ বিনাশে ।
কৃপানাথ নামে কষ্ট নষ্ট অনায়াসে ॥
শৈলরাজপুত্রি মাগো বিশ্ববিভূদারা ।
কৃপণতা অনুচিত নাম তব তারা ॥
তবে যদি কাতর কিঙ্করে দয়া নহে ।
তোমাকে করুণাময়ী কেন লোকে কহে ॥

তুষ্টা মহামায়া তার ঐকান্তিক ভক্তি।
ভয় নাই শ্রবণে শুনিল দৈব উক্তি॥
অচিরে অবশ্য ধরা পড়িবেক চোর।
সে কিন্তু মনুষ্য নহে বরপুত্র মোর॥
দেবী-অনুকূল ফুল পাইল প্রসাদ।
ভাগ্যযুতা বিধুমুখী হৃদয়ে আহ্লাদ।
যত্নে সেই ফুল দিল প্রাণনাথহাতে।
ভক্তি করি কোতোয়াল রাখে নিজ মাথে॥
প্রমদার প্রিয়বাক্যে প্রাণ পায় ধড়ে।
হুঁকে উঠে লুপ বাড়ে হুহুঙ্কার ছাড়ে॥
শ্রীকবিরঞ্জন কহে কালী কৃপাময়ী।
আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই॥

কোটালের চোর অন্বেষণে সজ্জা।

সাজে কোতোয়াল, লে খঞ্জর ঢাল, দো আঁখিয়া লাল,
সোবাণ পতঙ্গ, চড়ে গজতুঙ্গ, সুসাওত-অঙ্গ,
সেতাব করি।
বোলায়ত সাত, তুঝে দেওয়ে হাত, কহে মিঠী বাত,
পিছে হোকে আও, কোহি মত যাও, মেরে সের খাও,
হো পাঁও পরি॥
দেখো এহি যাও, ওঁহি চোর পাও, মেনে গারি গাও,
কহে মুঝে ভূপ, সো বাত সরূপ, আবি রহ চুপ,
জি এক ঘরি।

চলে কেতে ঠাট, হাঁকে কাট কাট, ভরে পুর বাট,
খেলাওব যোহি, লই ধূলি তৌহি, পড়ে সোকাঁহি
হাম চোর ধরি ॥
হো ফৌজ হাজার, জাপাএটে বাজার, লোক হোয়ে লাচা
ফুকরে দোহাই, কাহে লুট ভাই, হজুরমে যাই,
ক্যা কিয়া হোঁ চুরী।
কহি কহে আঁট, ইসে আগু হাঁট, মুড়ায়ে গা *
হারাম কি হাড়, আভি * * ফাড়, মারো উস্কা *
দোহাই তেরি ॥
কহে কবি রাম, হোঁ পামর হাম, তারা তেরে নাম,
পড়া হোঁ লাচারে, ওহি পদ সার, মুঝে কর পার,
গমন কো উরি ॥

সহরে চোর ধরণার্থে কোটালের দৌরাত্ম্য।

চোর হেতু ঘরে ঘরে, বিষম বেদাতি করে,
বিদেশীকে বেন্ধে মারে কোড়া।
যাহার বাটীতে থাকে, ইটে পাড়া করে তাকে.
কোটালিয়া বিনষ্টের গোড়া ॥
স্তব্ধ হয় সব লোক, দিবারাত্রি ভাবে শোক,
উৎপাতের সীমা কিছু নাই।
শিষ্ট লোক যত ছিল, আগে ভাগে পলাইল,
দূরাদূরে গেল ঠাঁই ঠাঁই ॥
গাদাও সহর তায়, কত লোক আইসে যায়,
সদা দেখা পথিকের সাতে।

ফাটকেতে রাখে বন্দী, কে বুঝে তাহার ফন্দী,
সাবল তাওইয়্যা দেয় হাতে ॥
মেগে খায় যারা যারা, তা সবার অন্ন মারা,
ভয়ে কেহ সহরে না ঢোকে।
পড়্যা পড়্যা থাকে মাঠে, কত বা নদীর ঘাটে,
তন্দ্রাসারা মাছি পঁড়ে মুখে ॥
নিশিতে প্রহর বাজে, তার পর কেহ কাযে,
দুই চারি দণ্ড যদি থাকে।
সে বৈন প্রকৃত চোর, দুঃখের না থাকে ওর,
সারা রাত্রি হাড়্যা ঠুক্যা রাখে ॥
যে বেটারা ছেঁচা বোঁচা, বড় বড় লম্বা কোঁচা,
হয় কোটালের হরকরা।
বুকে ঠোকা দিয়া কয়, বসে থাক মহাশয়,
এক্কে দিনে যাবে চোর ধরা ॥
হর্বলুক্ত কোতোয়াল, মাথায় জড়ায় শাল,
পিট ঠুক্যা কহে ভাই রহ।
চোর ল্যানে সকো যব, আর ভি ইশান্ তব,
দেওঙ্গা ফেকের এক্কা কহ ॥
হজুরে নালিশ রোজ, রাজা ভাবে বুঝি গোজ,
কোনরূপে পেয়েছে বাঘাই।
নতুবা কি এত জোর, হামেসা হাঙ্গামা ঘোর,
তথা কারু কথা লাগে নাই ॥
এথা চোরচূড়ামণি, দণ্ড-কমণ্ডলু-পাণি,
কখন বা ব্রহ্মচারি-বেশ।

অবধৌত কোন দিন, আসন শার্দ্দূলাজিন,
দীপ্যমান দ্বিতীয় দিনেশ ॥
কোতোয়াল করপুটে, স্তব করে সন্নিকটে,
নিজ দুঃখে বিশেষ রোদন।
পুরীসুদ্ধ হই নষ্ট, আশীর্ব্বাদ কর কষ্ট,
দূর হউক রহুক জীবন ॥
হাসি কহে গুণনিধি, অচিরে তোমাকে বিধি,
অবশ্য হবেন অনুকূল।
বাক্য মিথ্যা নহে মোর, ধরা পড়িবেক চোর
ভয় নাই হের ধর ফুল ॥
পুলকিত নিশীশ্বর, ফুল নিল পাতি কর,
পুনরপি প্রণিপাত করে।
কালীপাদপদ্ম ভাবি, রচিল প্রসাদ কবি,
কোটাল চলিল স্থানান্তরে ॥

কোতোয়াল-চরসমূহের ছদ্মবেশে চোর অন্বেষণ।

কূটবুদ্ধি কোতোয়াল তঙ্ক করে নানা।
ঠাঁই ঠাঁই বসাইল মজবুত থানা ॥
বিড়া উঠাইল পাঁচশত হরকরা।
বুক ঠুক্যা কহে চোর জানা গেল ধরা ॥
কত পাটনির ঠাটে খেয়া দেয় ঘাটে।
কত বা দানির ছলে দান সাধে মাটে ॥

দশ বিশ জনে ধরে ব্রজবাসি-বেশ।
কত সবচুল কত মুড়াইল কেশ ॥
কটিতে কৌপীনমাত্র তাহাতে গিরস।
সদা করে কেবল ভক্ষণ নামরস ॥
গৌড়রাজ্যে গোঁড়াগুলা চলে যে যে ঠাটে।
সেরূপে ভ্রময়ে কত হাটে ঘাটে মাটে ॥
খাসা চীরা বহির্ব্বাস রাঙ্গা চীরা মাথে।
ত্রিকুণ গুধড়ী গায় বাঁকা কোঁৎকা হাতে ॥
গুঞ্জ-গুঞ্জ চড়া গলে ঠাঁই ঠাঁই ছাব।
দুই ভাই ভজে তারা সৃষ্টিছাড়া ভাব ॥
পৃষ্ঠদেশে গ্রন্থ ঝোলে খান সাত আট।
ভেকা লোকে ভুলাইতে ভাল জানে ঠাট ॥
এক এক জনার ধুমড়ী দুটি দুটি।
দুই চক্ষু লাল গাঁজা ধুনিবার কুটী ॥
ভুগলামি ভাবে ভাব জন্মে থেকে থেকে।
বীরভদ্র অদ্বৈত বিষমু উঠে ডেকে ॥
সে রসে রসিক নবশাক লোক যত।
উঠে ছুটে পায় পড়ে করে দণ্ডবত ॥
সমাদরে কেহ নিয়া যায় নিজ বাড়ী।
ভালমতে সেবা চাই পড়ে তাড়াতাড়ি ॥
গোষ্ঠীসুদ্ধ খাড়া থাকে বাবাজির কাছে।
মনে মনে ভয় অপরাধী হয় পাছে ॥
নানা রস ভুঞ্জায় শোয়ায় দিব্য খাটে।
শেষে মেয়ে পুরুষেতে পত্রশেষ চাটে ॥

বৈষ্ণববন্দনা গ্রন্থ সকলে পড়ায়।
ছত্রিশ আশ্রম নিয়া একত্র জড়ায়॥
কেমন কলির কর্ম্ম কব আর কি।
মজাইল গৃহস্থের কত বহু ঝী॥
শতাবধি জনে হয় খাসা রামানন্দী।
অঙ্গ সঙ্গোপনে তারা ভাল জানে সন্ধি॥
পাঁচ হাতিয়ার বান্ধা বিষম দুরন্ত।
জনেক তাহার মধ্যে প্রাচীন মহান্ত॥
কেবল দেখিলে যেন পায় ভক্ষ লাড়ু।
ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়া কেড়ে লয় গাড়ু॥
মার পিটে ধূমধাম করয়ে লহর।
ভয় নাই লুট্যা খায় রাজার সহর॥
কেহ বা বিষম বাঁকা জালালি ফকীর।
কাঁকালে কুঠার গাঁথা পায়েতে জিঞ্জির॥
বাঁ হাতে লোহার খাড়ু শিরে পাগ কালা।
কান্ধে ঝুলী গলে কত তর তর মালা॥
যার বাটী যায় তার নাকে আনে দম।
কয়েফেতে চুরচুর নদারদ গম॥
কত অবধৌত কত যতি ব্রহ্মচারী।
হাজারে হাজারে ফিরে নানা ভেকধারী॥
এইমতে কতগুলা হইল কাঙ্গালি।
মরা পারা পড়্যা পড়্যা থাকে গলী গলী॥
লোকে জিজ্ঞাসিলে কেহ নাহি কাড়ে রা।
দুই চক্ষু বুজে থেকে থেকে করে হা॥

মেয়ে হরকরা গৃহস্থের ঘরে ঘরে।
চোর অন্বেষণ করে কত মায়া ধরে॥
নিদ্রা নাহি যায় লোক কোটালের ডরে।
খেতে শুতে শান্তি নাই কখন কি করে॥
সন্ধ্যার সময় বড় পড়ে তাড়াতাড়ি।
রজনীতে কেহ নাহি যায় কারু বাড়ী॥
পূর্ব্বমত গানবাদ্য নাহি রাগরঙ্গ।
মহাভয়যুক্ত লোক সদা রঙ্গ ভঙ্গ॥
শ্রীকবিরঞ্জন কহে কালী কৃপাময়ি।
আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই॥

চোর সন্ধানে বিদু ব্রাহ্মণীর বৃত্তান্ত

না মিলে চোরের তত্ত্ব গেল পঞ্চদিন।
ভয়যুক্ত কোতোয়াল বদন মলিন॥
হীরা রায় নামে এক কোটালের খুড়া।
বয়স বিস্তর বড় বুদ্ধিমান্ বুড়া॥
কহে বাপু কেন হাপু গণ যুক্তি আছে
সঙ্গোপনে যাও বিদু ব্রাহ্মণীর কাছে॥
তাহার অসাধ্য কর্ম্ম ভূমণ্ডলে নাই।
অবশ্য চোরের তত্ত্ব পাবে তার ঠাঁই॥
এ কথা শুনিয়া কোতোয়াল কুতূহলী
শিরে বন্দে প্রযত্নে পিতৃব্যপদধূলি॥

চলিল বাঘাই একা মধ্যাহ্নসময়।
উপনীত সেই বিদুব্রাহ্মণী-নিলয়॥
অষ্টাঙ্গে প্রণাম করে কৃতাঞ্জলি রহে।
বৈস বাপু বিদু মৃদ্ হেসে হেসে কহে॥
কোন্ ঘাটে মুখ আজি ধুয়েছিনু মুই।
বৌও বেটা বুঝেছি নিঠুর বড় তুই॥
ভাগ্যধর হবে বাপু কুড়ায়েছি ফুল।
সুবচণ্ডী পূজে কত ছিঁড়িয়াছি চুল॥
পঞ্চম বৎসরে তোর মা মরে যখন।
মৃত্যুকালে হাতে হাতে সঁপেছে তখন॥
এবে বাছা ঠাকুরালী দেশের ঠাকুর।
আমি সেই ভাব ভাবি তুমি সে নিঠুর॥
কোতোয়াল কহে মাসি মিছা কথা থো।
বিপাকে পড়িয়া তোর মরে বহীন-পো॥
শুনিয়া থাকিবে গো বিদ্যার সমাচার।
এ ঘোর সঙ্কটে মোকে করহ নিস্তার॥
তোমা বই গতি নাই পৃথিবীতে মোর।
পূজিব চরণ দুটি যদি পাই চোর॥
বিদু বলে হাসি হাসি এত বড় দায়।
আজি যাও কালি চোর মিলিবে তোমায়॥
বাহু তুলি কুতূহলী নাচে নিশিনাথে।
আকাশের চাঁদ যেন পায় নিজ হাতে॥
কোটাল চলিয়া গেল আপনার ঘর।
বিদু যায় বিদ্যা বিনোদিনীর গোচর॥

প্রণাম করিয়া বিদ্যা বসিতে বলিল।
ব্রীড়ায় বদনবিধু বসনে ঝাঁপিল॥
কৌতুকে কপট কথা কহে বিদু হাসি।
শুনেছি সকল তত্ত্ব শুন গো রূপসি॥
চিন্তা কি গো চন্দ্রমুখি চুপ করে রও।
কিবা লাজ কার কায তার নাম লও॥
তার হাতে ঔষধ খাইয়া শীঘ্রগতি।
যাবে গো উৎপাত গর্ত্তপাত হবে সতি॥
একান্ত চিহ্নিত বটি শঙ্কা নাহি মাত্র।
তুমি গুণবতী দেখি সে কেমন পাত্র॥
কোটালের জানিত এ বুঝি বিনোদিনী।
সখীগণ প্রতি কহে বড় আপ্ত ইনি॥
ইঁহার গুণের কথা কহা নাহি যায়।
পুরস্কার দেও সখি মনে যেবা চায়॥
ইঙ্গিত পাইয়া উঠে উষা নামে আলি।
এক গালে চুণ দিল আর গালে কালী॥
ঠেসে ধর্য্যা ঠোনা মারে ঠগিনী বলিয়া।
ঘন ঘন মুখ ঘসে মাটিতে ফেলিয়া॥
কেবল ব্রাহ্মণী হেতু জীবন রহিল।
ঢেকা মেরে বাড়ীর বাহির করে দিল॥
হাঁইফাঁই করে দুই চক্ষে পড়ে জল।
মনে ভাবে অসৎকর্ম্মে বিপরীত ফল॥
শ্রীকবিরঞ্জন কহে কালী কৃপাময়ী।
আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই॥

বিদুর নিকটে কোটালের নিরাশ্বাসে মাঘাইর হিতোপদেশ।

অর্দ্ধ ক্রোশ পথ চারি দণ্ডে গেল চলি।
অমনি পড়িল শেষে মরি মরি বলি॥
আমলিল শরীর উঠিতে শক্তি নাই।
কেন্দে কহে এত দুঃখ দিলা হে গোঁসাই॥
প্রভাত হইল নিশা নিশানাথ আসি।
দুয়ারে দাঁড়ায়ে কহে কি কর গো মাসি॥
কোঁথায়ে কোঁথায়ে কহে আরে বাপু মরি।
অতি বুদ্ধে পোঁদে দড়ি তার ভোগ করি॥
স্বার্থ নাহি পরার্থে যে করে পরানিষ্ট।
দেবতা তাহারে দেন বিধিমত কষ্ট॥
যে জাতীয় দুঃখ দিল নৃপতির ঝি।
মেয়ে জাতি পাপমুখে কব আর কি॥
সেটে ধরে আঁটে কিল মর্ম্মে পাই পীড়া।
কর্ম্মকারে পিটে যেন বড় লোহা ভিড়া॥
গালে গুঁতা গণে গণে গোটা বিশ গায়।
শরীরেতে সহে কত কাষ্ঠ ফেটে যায়॥
অস্থানে গস্তানগুলা শাস্তি দিল বড়ি।
স্বস্থানে প্রস্থান ইচ্ছা শক্তি নাই নড়ি॥
বিদুবাক্যে বিস্তর হাসিল নিশানাথ।
ক্ষমা কর মাসি বল্যে ধরে দুটি হাত॥
বস্ত্র দিল একখানি টাকা দিল দুটি।
বিদায় মাগিল কিন্তু লাগে ছটফটী॥

কেন্দে কহে কি কর মা কৃপাময়ি কালি।
আজ্ঞা তব বৃথা হয় একি ঠাকুরালি॥
যদ্যপি না মিলে চোর রাজা প্রাণ লবে।
দুর্গতিনাশিনী দুর্গা নাম কেন তবে॥
ছয় দিন গেল কালি কালি সপ্ত দিবা।
মরণ নিকটে মাগো বাড়া কব কিবা॥
চিন্তাযুক্ত বৃক্ষতলে বসিল বাঘাই।
করপুটে কহে কিছু তার ছোট ভাই॥
বুদ্ধির সাগর তুমি বট মহাশয়।
বিপদে বিশিষ্ট লোক বুদ্ধিহারা হয়॥
ভার্য্যাবাক্যে ভগবান্ ভুলিলা আপনি।
কনককুরঙ্গ পাছে গেলা রঘুমণি॥
নল হেন মহারাজ বিপদে পড়িয়া।
ঘোর বনে পলাইলা ঘরণী ছাড়িয়া॥
ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির হৈয়া বুদ্ধিহারা।
পাশায় করিলা পণ আপনার দারা॥
যত বুদ্ধি পাও দাদা মনে নাহি ধরে।
সবে মেলি যাই চল রাজকন্যা-ঘরে॥
সিন্দূরে মণ্ডিত কর রাজকন্যা-গৃহ।
নিতান্ত মিলিবে চোর নাহিক সন্দেহ॥
কুতূহলে কোতোয়াল কোলে করে ভাই।
ভাল কথা বলেছিস্ ভাইরে মাধাই॥
অনুমতি হেতু কোতোয়াল কহে ভূপে।
রাজা বলে ভাল চোর ধর কোনরূপে॥

ধরাতলে ধন্য সে কুমারহট্ট গ্রাম।
তত্র মধ্যে সিদ্ধপীঠ রামকৃষ্ণ ধাম ॥
শ্রীমণ্ডপ জাগ্রত শৈলেশপুত্রী যথা।
নিশাকালে চরিতার্থ শ্রীরঞ্জন তথা ॥
কিঞ্চিৎ তিষ্ঠিলে ফলাপেক্ষা ছিল কিবা।
ক্ষীণ পুণ্য দেখি বিড়ম্বনা কৈলা শিবা ॥
শ্রীমতী পরমেশ্বরী সর্ব্বজ্যেষ্ঠ সুতা।
শ্রীকবিরঞ্জনে ভণে কবিতা অদ্ভুতা ॥

চৌর ধরণার্থে বিদ্যার মন্দিরে সিন্দূর লেপন।

তখনি পঞ্চাশ মোন আনিল সিন্দূর।
পাঁচ সাত জন গেল রাজকন্যা-পুর ॥
কোটালে সম্মুখে দেখি চমকিত রামা।
সখীসঙ্গে স্থানান্তরে গেলা গুণধামা ॥
কূটবুদ্ধি কোতোয়াল কত জানে ফন্দী।
সিন্দূরে মণ্ডিত কৈল না রাখিল সন্ধি ॥
খট্টাদি যতেক ছিল বিচিত্র ভূষণ।
সিন্দূরে মাখিয়া রাখে রজনী-রাজন ॥
মুহূর্ত্তেকে পুনরপি হইল বাহির।
বন্ধুবর্গ সঙ্গে রঙ্গে যুক্তি করে স্থির ॥
বাপীতটে রজকে যথায় বস্ত্র কাচে।
অলক্ষিতে অনুচর রাখে তার কাছে ॥

কোতোয়াল গেল জানি বিদ্যা বিধুমুখী।
প্রবেশিলা নিজ গৃহে সঙ্গে যত সখী॥
গৃহ খট্টা যাবদীয় বিচিত্র বসন।
সকলি সিন্দূরমাখা উচাটন মন॥
কিবা তঞ্চ করে গেল কাল কোতোয়াল।
প্রাণনাথ লৈয়ে পাছে ঘটায় জঞ্জাল॥
ছিলা হর্ষ হরিণাক্ষী হুতাশে শুকায়।
কি আছে কপালে মোর কহা নাহি যায়॥
ভাবিতে চিন্তিতে গেল নিশি অর্দ্ধযাম।
হেনকালে উপস্থিত কবি গুণধাম॥
ভার্য্যাকে ভাবিতা দেখি ভয় পেয়ে মনে।
যতনে জিজ্ঞাসে কবি মধুর বচনে॥
কহ লো কমলমুখি কি নিমিত্তে হেন।
পেয়েছ পরমপীড়া প্রায় বুঝি যেন॥
বিদ্যা বলে প্রাণনাথ খেলে মোর মাথা।
কে কহিল তোমাকে আসিতে আজি হেথা॥
কি তঞ্চ করিয়া গেল কোটাল চতুর।
সকল গৃহেতে হেদে দেখনা সিন্দূর॥
অকস্মাৎ কান্দে প্রাণ নাচে বাম্য আঁখি।
পড়িবে প্রমাদ প্রভু এই তার সাক্ষী॥
হেসে কহে কবি হরি এ জন্যে ভাবনা।
কোন চিন্তা নাহি শুন কুরঙ্গনয়না॥
সহস্র বৎসর যদি ভ্রমে নিশানাথ।
তথাচ কদাচ তার নাহি হব হাত॥

রমণী লইয়া সুখে বঞ্চিলা রজনী।
উষাকালে উঠে গেলা কবিশিরোমণি ॥
বসনে সিন্দূরমাখা দেখি কবিবর।
হীরা প্রতি কহে মাসি এক কর্ম্ম কর ॥
নিশিযোগে বস্ত্রখানা দিও ধোপা-বাড়ী।
সংগোপনে কাচে যেন ছুনা দিব কড়ী ॥
এত বলি স্বায় কর্ম্মে চলিলা সুন্দর।
সন্ধ্যাকালে যায় হীরা রজকের ঘর ॥
চুপে চুপে কহে কথা বিরলে ডাকিয়া।
গুপ্তে একখানি বস্ত্র দিবে হে কাচিয়া ॥
অন্য ঠাঁই সে পাও দ্বিগুণ দিব আমি।
প্রকাশ না হয় যেন বুদ্ধিমান্ তুমি ॥
ভাল ভাল বলিয়া রজক দিল সায়।
হেসে হেসে হীরাবতী হাত নেড়ে যায় ॥
ধন্য দারা স্বপ্নে তারা প্রত্যাদেশ ভাবে।
আমি কি অধম এত বৈরূপ আমারে ॥
জন্মে জন্মে বিকায়েছি পাদপদ্মে তব।
কহিবার কথা নয় বিশেষ কি কব ॥
শ্রীকবিরঞ্জন বলে কালী কৃপামই।
আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই ॥

সিন্দুর-চিহ্নিত বস্ত্র দৃষ্টে রজক ও হীরার শাস্তি এবং সুন্দরের সুড়ঙ্গপথে পলায়ন।

প্রভাতে রজক গেল সরোবর-তীর।
আগে ভাগে সেই বস্ত্র করিল বাহির ॥
কোটালের অনুচর আছিল নিকটে।
সিন্দুরের চিহ্ন বুঝে চোরের এ বটে ॥
দৌড়ে যেয়ে ঘাড় ধরে দেয় গাকলাড়া।
তখনি কাপড় দিয়া বান্ধে পিঠমোড়া ॥
টেকাইয়া নিল যথা কোতোয়াল আছে।
সিন্দুরে চিহ্নিত বস্ত্র ফেল্যে দিল কাছে ॥
কোপে কোতোয়াল কহে মুখে লাগে থুথু।
কাঁহা চোর সেতাব বাতাওগে বে দুবা ॥
কেহ কহে সাহেব জি রহো এক সাত।
এ কৌকত বুঝা যাগা কহনে দেও বাত ॥
করপুটে সম্মুখে রজক কহে বাণী।
কার বস্ত্র ভালমন্দ আমি তো না জানি ॥
কালি রাত্রি মোর বাড়ী এসেছিল হীরা।
বস্ত্র দিয়া বিস্তর দিলেক মাথা কিরা ॥
যে পাও দ্বিগুণ তার পাবা মোর ঠাই।
লুকায়ে কাচিবা যেন কেহ দেখে নাই ॥
ইহা বই আমি নাহি জানি মহাশয়।
অবিচারে নষ্ট কর উপযুক্ত নয় ॥
বাত এস্‌কা এহি হ্যায় চল ওস্‌কা পাশ।
বেতহ্বির বেচারা কো দেওজী খালাস ॥

ওকে নিয়া মাথায় বান্ধিয়া দিল চিরা।
যাও শীঘ্র কি জানি পলায় পাছে হীরা ॥
কালান্তক যম যেন করি-পৃষ্ঠে উঠে।
নৃপপানে তাকাইতে গায়ে ঘর্ম্ম ছুটে ॥
লেঙ্গা তরোয়ার হাতে রাঙ্গা দুটি আঁখি।
কাহা হীরা হারা ডাকে করে হাঁকাহাঁকি ॥
সরদার গেল যদি তবে থাকে কে।
ঝাটায়ে চলিল পাছে বাকি ছিল যে ॥
ঘোড়া উড়াইল বেগে সোয়ার হাজার।
কাঁপে মাটী ডাকে হাঁকে রাজার বাজার ॥
ঘোরঘটা ঘেরে ঘরবাড়া মালিনীর।
ডেকো হেঁকে হীরা বুড়া হইল বাহির ॥
হীরাবতী সম্মুখে কোটাল কোপে জ্বলে।
অগ্নিতে ফেলিলে ঘৃত যেমন উথলে ॥
কেঁওবে হারামজাদী এহি কাম তেরা।
সাত রোজ ফাক্কা ণুবেজান হুয়া মেরা ॥
কাঁহাসে লেয়াও চোর কৌন জাতি ওহি।
কহ তুঝে কেত্তা মালিয়াৎ দিয়া সোহি ॥
খেলাপ কহগী বাত শের মোড়াওঙ্গা।
গাদ্ধামে চড়ায়কে হিমাইত তোড়ঙ্গা ॥
কোটালের কটুবাক্যে কুপিল অধীরা।
ভয় নাহি চোটপাট কথা কহে হীরা ॥
এই সি রাঁড় নহি হোঁ দাবায় জাওগে।
বেহেসাব কহগে তব সাজাই পাওগে ॥

মু সাগালো খুব নাতি কহ বের বের।
রাজা কি সহরমে বেটা তেঁই হুয়া সের॥
কোতোয়াল কহে খান্দী তওভি করতি সোর।
ঝুট নাহি কহো মেই তেরে ঘরমে চোর॥
হাত নেড়ে হীরা বলে থাক মেনে থাক।
বুঝা গেল আর মেনে বাড়া কথা রাখ॥
আমি ঘবে চোর পুষি কহগে রাজারে।
ওরে বেটা ঠেঁটা এটা কহে কেটা মোরে॥
লাফ দিয়া কোতোয়াল চুলে ধরে তার।
দেখতো হারামজাদী এ কাপড়া কার॥
মজাইতে কুল ফুল যোগাইতে নিত্য।
এ কলঙ্ক রহিল যাবৎ চন্দ্রাদিত্য॥
নির্ম্মল রাজার কুলে তুই দিলি কালী।
আরো কহো আঁটনী কুটনী মাগী শালী॥
পয়জার চট চট কিল গুম গুম।
আকপাঁক বুবাইল আর কোথা ঘুম॥
মারণের চোটে বটে ভয়ে ভূত ছাড়ে।
বুকে হাঁটু দিয়া ঠেঙ্গ তুল্যে বান্ধে ঘাড়ে॥
তখনি কান্দিয়া কহে ভাইরে বাবাই।
নারীহত্যা করিওনা জল দেও খাই॥
কাতর দেখিয়া তার বন্ধন খুলিল।
হাসিয়া কোটাল তারে ধরিয়া তুলিল॥
রাখিল নজরবন্দী সোয়ার হাওয়ালে।
কই চোর চোর বলি চৌদিকে নেহালে॥

ফুলের বাগান ভেঙ্গে তচনচ করে।
নেজা হাতে কোতোয়াল ঢুকে তার ঘরে॥
সুন্দর সানন্দে জপে মহাকালী মন্ত্র।
কোন কিছু নাহি জানে কোটালের তন্ত্র॥
ওই চোর চোর করি ধরিতে চলিল।
ধ্যান ভঙ্গ কাঁপে অঙ্গ সুড়ঙ্গে পশিল॥
শ্রীকবিরঞ্জন বলে কালী কৃপাময়ী।
আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই॥

চৌর ধরণার্থে কোটালের সুড়ঙ্গ খনন।

অনিমিখে নিরখে বিবর নিশানাথ।
অদ্ভুত মানিয়া চিত্তে নাকে দেয় হাত॥
কেহ বলে এই চোর নাগলোকে থাকে।
কেহ বলে তবে ধরা না গেল ইহাকে॥
ঈষদ্ হাসিয়া কহে কোটাল বাঘাই।
আমি যাহা বলি তাহা শুনহ সবাই॥
এই পথে আসে যায় বিদ্যার নিকটে।
সায় দেয় সবাই স্বরূপ কথা বটে॥
দেউড়ি জানিয়া কেহ প্রবেশে বিবরে।
হাত পাঁচ সাত গিয়া হাঁপাইয়া মরে॥
আকুরে হুকুরে পুনঃ উপরে উঠিল।
বাপু বাপু এখনি পরাণ গিয়াছিল॥

যে পার সে যাও ভাই খাও জায়গীর।
বিদ্যার মন্দির নহে চোরের মঞ্জির॥
খন্দক খনিতে করে কোটাল হুকুম।
সহরে পড়িল বড় বৈগারের ধুম॥
যারে পায় তারে ধরে গালে মারে চড়।
পলাবে বলিয়া রাখে কাড়িয়া কাপড়॥
এখনি হাজার তিন আনিল কোদালি।
মজুরের নিশাবানা পাঁচ শত ঢালী॥
খোয তত্ত্ব কোতোয়াল ঘন ঘন ডঙ্কা।
নগরনিবাসী লোক পায় বড় শঙ্কা॥
কেহ বলে ধরা গেল কেহ বলে মিছা॥
কেহ বলে কে ভাই উহার করে পিছা।
সহরে গুজব উঠে একে একশত॥
গল্প ঝাড়ে বড়ই আঠারমেসে যত॥
দরজায় বস্যে কেহ মণ্ডলের ঠাট।
পথের মানুষ ডেকে লাগাইছে হাট॥
এক শরা ভরা টিকা হুঁকা চলে ছুটা।
পোয়া দেড় গুড়াকু তামাকু টেঁকী-কুটা॥
হেসে কহে তোমরা শুনেছ ভাই আর।
শুনিলাম এখনি আশ্চর্য্য সমাচার॥
হাতকাটা একটা মানুষ গেল কয়ে।
চোরের সহিত নাকি ছিল ছুটা মেয়ে
পরম রূপসী তারা স্বর্গবিদ্যাধরা।
বিপুল নিতম্ব হরিণাক্ষী কৃশোদরী॥

চোর কাটা গেল যদি কোটালের হাতে।
সেইক্ষণে তারা পুড়ে মৈল তার সাতে ॥
এথায় খন্দক খনে মজুর সকল।
বড় বড় গৃহস্থের বাড়ি গেল তল ॥
সীমা মুড়া পর্য্যন্ত কাটিল খাই যদি।
দেখিয়া ডরায় লোক যেন এক নদী ॥
অতি পুরাতন লোক গ্রামে ছিল যারা।
শুনি নাহি জন্মে কভু হেন কহে তারা ॥
কতকাল খন্দক খুদিল দিবা রেতে।
কেহ বলে কুমার কুমার হবে জেতে ॥
জ্ঞানী কহে থাকিবেক গূঢ় কিছু মর্ম্ম।
মনে নাহি বুঝি ইহা সামান্যের কর্ম্ম ॥
পরম পুরুষ সেই চোররূপে ছলে।
দেবকন্যা বিদ্যাবতী শাপে ধরাতলে ॥
কেহ কহে মিথ্যা নহে সত্য বটে ভাই।
এখনি সভায় কাছে করেছে বাঘাই ॥
চকিতে দেখেছে চোর বলেছে সমস্ত।
সুড়ঙ্গে পশিল যেন সূর্য্য গেল অস্ত ॥
প্রথমে যে দেখিল সে কহে শুন এই।
ইহাতে কে কহিবে সামান্য ব্যক্তি সেই ॥
কেহ কহে সে যে হোক এ বড় লহর।
খন্দক খনিতে গেল চৌঠাই সহর ॥
কেহ কহে এতদিনে গেল মেনে ভয়।
কেহ কহে দেখ ভাই আরো কিবা হয় ॥

ওথা কবি উপনীত প্রমদার পাশে।
বিমল কমল মুখ মলিন হুতাশে ॥
শ্রীরামপ্রসাদ বলে বালা স্থির রও।
ভয় কি ভবানী বাণী বদনেতে কও ॥

বিদ্যা বাক্যে সুন্দরের নারীবেশ ধারণ।

নিরখিয়া পতি সতী অতি দুঃখযুতা।
সজলনয়নে কহে বীরসিংহসুতা ॥
অমনি কোটাল আসি দেখিবে তোমাকে।
রমণী মিমিত্তে কিছু না কবে আমাকে ॥
ধরিবে মারিবে প্রাণ একান্ত ভূপাল।
পশ্চাতে উপায় নাহি গর্ত্তে মোর কাল ॥
তুমি নষ্ট হবে নষ্ট জন্ম অভাগার।
বিজ্ঞ বট প্রভু বিবেচিয়া কর স্থির ॥
এক নিবেদন করি অবধান কর।
দোষ নাহি প্রভু তুমি নারীবেশ ধর ॥
আপনি ঈশ্বর ধরি মোহিনীর বেশ।
ভুলাইলা কামরিপু ঠাকুর মহেশ ॥
ভীম পরাক্রম ভীম শমন দোসর।
নারীবেশে বধিলা কীচক বীরবর ॥
সূর্য্যবংশে জন্মে দশরথ নাম ভূপ।
বিপদ সময়ে রাজা ধরে নারীরূপ ॥
জাতি প্রাণ হেতু লোক তঞ্চ করে নানা।
পরিণামদর্শি যেবা কি তার যন্ত্রণা ॥

সধর্ম্মিণী বাক্য শুনি সায় দিলা রায়।
সুন্দরী সমূহ সুখে সুন্দরে সাজায়॥
আঁচড়ে চিরুণে চারু চাঁচর চিকুর।
ললাটে সিন্দূর শোভা তম করে দূর॥
সহজে সুন্দর মুখ বিনিম্মল ইন্দু।
চন্দ্রমধ্যে চন্দ্রদীপ্ত সুচন্দন বিন্দু॥
দশন মুকুতাবলী ওষ্ঠ বিম্বফল।
শতনরী হার গলে শ্রবণে কুণ্ডল॥
চঞ্চল নয়ন কোণে কত কামশর।
বস্ত্রাবৃত দাড়িম্ব যুগল পয়োধর॥
ভূষণে ভূষিত তনু যেখানে যা সাজে।
হেরি রূপ রূপবতী নতমুখ লাজে॥
সুন্দরী বলিয়া বড় ছিল অভিমান।
সুন্দর সুন্দর রূপে গেল সেই ভান॥
বসনে ঢাকিয়া মুখ কহে সহচরী:
কাহার রমণী গো নিছুনি লয়ে মরি॥
নিশিযোগে যদ্যপি পুরুষ করে বিধি।
বুক ছাড়া কে করে এ হেন রসনিধি॥
কহে হাসি গুণরাশি সত্য বটে সই।
ইচ্ছা হয় কিছুকাল এই বেশে রই॥
বাঘাই কোটাল উপস্থিত হেনকালে।
সসৈন্যে ঘেরিল পুরী চৌদিক নেহালে॥
সকলি রমণী ঘটা পুরুষ না দেখে।
বুদ্ধিহারা ভাকা পারা ধূলা উড়ে মুখে॥

সাহসে করিয়া ভর বিচারিল মনে।
নারীরূপে আছে চোর সহচরী স্থানে॥
শ্রীকবিরঞ্জন কহে কালী কৃপাময়ি।
আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই॥

চোরের স্ত্রীবেশানুভবে বিদ্যার সহচরীগণের খন্দক লঙ্ঘন পরীক্ষা।

তখন করে নিশানাথ, দীর্ঘে কাটে দশ হাত,
পরিসর হাত তিন সাড়ে।
করে ধরে খড়্গ ঢাল, হাঁটু পাতি কোতোয়াল,
থামটি করিয়া বৈসে পাড়ে॥
ক্রোধে কহে পুনঃ পুনঃ সহচরীগণ শুন,
তোমরা সকলে হও ধীরা।
মাতিয়া যৌবনমদে, রমণী দক্ষিণ পদে,
লঙ্ঘিবে যে তার বড় কিবা॥
অথবা পুরুষ যেই, লঙ্ঘিবে পরীক্ষা এই,
কদাচিত বাম পদে কেহ।
স্মারোদ্ধার কহি আমি, হইবে রৌরবগামি,
সপ্তম পুরুষ সুদ্ধ সেহ॥
কহিলাম আগে ভাগে, শত ব্রহ্মহত্যা লাগে,
ধর্ম্মপথে থাকিলে মঙ্গল।
জন্মিলে মরণ আছে, ভোগাভোগ হয় পাছে,
নারকির জনম বিফল॥

কোটালের কটু কথা, কবি করে হেঁট মাথা,
বিচারিল ধরিল কোটাল।
পূর্ব্ব জগদম্বাদেশ, কদাচ না রবে ক্লেশ,
কিন্তু দুঃখ সম্প্রতি জঞ্জাল ॥
যা করেন কৃপাময়ী, যাম্য পদে পার হই,
কতকাল হৈয়া রব চোর।
যদি তরি বাম পায়, কোটাল সবংশে যায়,
ইহা কি উচিত কর্ম্ম মোর ॥
শশীমুখী শকুন্তলা, সত্যবতী শশীকলা,
সর্ব্বাণী সুশীলা সত্যভামা।
রাধিকা রুক্মিণী রমা, রাজেশ্বরী রম্ভা উমা,
অপর্ণা অম্বিকা উষা শ্যামা ॥
জয়ন্তী যশোদা জয়া, মহেশ্বরী মহামায়া,
হৈমবতী হীরা হরিপ্রিয়া।
একে একে সহচরী, বাম পদে গেল তরি,
ও কূলেতে দাঁড়াইল গিয়া ॥
যম তুল্য নিশানাথ, কখন দাড়িতে হাত,
কখন বা গোঁপে দেয় পাক।
সবাকার কাঁপে বুক, প্রাণ করে ধুকধুক,
কখন গভীর ছাড়ে ডাক ॥
সদা পুটাঞ্জলি-পাণি, শ্রীকবিরঞ্জন-বাণী,
বিমুক্ত কর গো মায়াপাশে।
ভবসিন্ধু পার হেতু, অভয় চরণ সেতু,
উমা আমা উরহ মানসে ॥

সুন্দরের বামপদে খন্দক লঙ্ঘনার্থ বিদ্যার সহ কথোপকথন্।

একে একে পার হয় যত সহচরী।
গদগদ কহে বিদ্যা কান্ত করে ধরি।
শুন শুন প্রাণনাথ বাক্য সারোদ্ধার।
বাম পদে একান্ত খন্দক হও পার॥
ধরা গেলে কাটা যাবে নৃপতি দুর্জ্জন।
তোমার মরণে মোর নিশ্চয় মরণ॥
নহে শাস্ত্র সম্মত সসত্বা সহমৃতা।
দুরাত্মা দুর্ব্বোধ বিবেচনা শূন্য পিতা॥
অপমৃত্যু হবে তার যে করুন কালী।
তুমি তো পণ্ডিত প্রভু একি ঠাকুরালী॥
পূর্ব্বাপর শ্রুত বটে রাজনীতি ধর্ম্ম।
জাতি প্রাণ হেতু সাধু করে দুষ্টকর্ম্ম॥
ভার্য্যা হেতু রামচন্দ্র সুগ্রীবে মিতালী।
বধিলা নিরপরাধে বানরেশ বালী॥
ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির তাঁর শুন কার্য্য।
অশ্বত্থমা হত বাক্যে হত্যা দ্রোণাচার্য্য॥
সুন্দরীর কথা শুনি কবি বিচক্ষণ।
হাসি কহে শুন ইতিহাস রামায়ণ॥
কাল করে মুক্তি প্রশ্ন রামচন্দ্র সনে।
কেহমাত্র সঙ্গে নাহি দোঁহে সঙ্গোপনে॥
কহে কৃপাময় কিন্তু কর সত্য পণ।
এখানে দেখিবা যারে করিবা বর্জ্জন॥

কালবাক্যে কমলাক্ষ প্রতিজ্ঞা স্বীকার।
লক্ষ্মণ ঠাকুরে দিলা রক্ষা হেতু দ্বার॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ কভু খণ্ডান না যায়।
দুর্ব্বাসা নামেতে মুনি মিলিলা তথায়॥
ভক্তিযুক্ত প্রণমিলা মুনীন্দ্র চরণে।
মুনি বলে যাব শীঘ্র রাম সম্ভাষণে॥
মুনিবাক্যে মহাবীর কম্পিত শরীর।
কোনরূপে চিত্তে বিবেচনা নহে স্থির॥
যদি দ্বার ছাড়ি মুনি যান সম্ভাষণ।
শ্রীরামের আজ্ঞা তবে হইবে হেলন॥
একান্ত বিহিত নহে গমনাবরোধ।
বংশ নষ্ট হবে মুনি যদি করে ক্রোধ॥
ত্যজ্য হব বদ্যপিচ আমি যাই তথা।
সেই ভাল প্রভুকে জানাই এই কথা॥
মুনি প্রবোধিয়া গেলা রঘুনাথ কাছে।
কাল কহে প্রভু তব আজ্ঞা পূর্ব্ব আছে॥
এইক্ষণে ত্যাগ কর ঠাকুর লক্ষ্মণ।
মহা শোকাকুল চিত্ত কমললোচন॥
সত্যবদ্ধ হেতু প্রভু বর্জ্জিলা লক্ষ্মণ।
সরযূর নীরে বীর ত্যজিলা জীবন॥
সৌমিত্রের শোকে প্রভু সম্বরিলা লীলা।
রামায়ণে মহামুনি বাল্মীক রচিলা॥
সত্য সত্য পুনঃ সত্য শুন প্রাণপ্রিয়া।
প্রাণ গেলে সল্লোকে কি করে দুষ্ট ক্রিয়া॥

এই রাজা যুধিষ্ঠির তাঁর শুন কর্ম্ম।
বকরূপে যেকালে ছলিলা তাঁরে ধর্ম্ম ॥
প্রশ্ন যদি কহিলেন কুন্তীর নন্দন।
তথাপি কপটে প্রভু কহেন বচন ॥
তুষ্ট হইলাম তুমি বর মাগো যাই।
যারে ইচ্ছা তারে চাহ জীবে এক ভাই ॥
ধর্ম্মবাক্য শুনি ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির।
পরিণামদর্শি রাজা করিলেন স্থির ॥
সহদেব নাহি জীয়ে অথবা নকুল।
তবে তো নৈরাশ তাঁর মাতামহকুল ॥
কিঞ্চিৎ থাকিয়া কহে সর্ব্বগুণযুত।
বাচাও জনেক প্রভু ভাই মাদ্রীসুত ॥
ধর্ম্মনিষ্ঠ বুঝি ধর্ম্ম দিলা সাধুবাদ।
চারি ভাই জীয়া উঠে ঘুচিল প্রমাদ ॥
জমদগ্নি সুত জামদগ্ন্য মহাবীর।
জনক আজ্ঞায় কাটে জননীর শির ॥
পিতৃতুষ্টে পুনরপি পাপপুঞ্জে মুক্ত।
মিথ্যা কথা নহে মহাভারতেতে উক্ত ॥
সত্যবাক্য রক্ষা পায় যদি যায় প্রাণ।
সেও ভাল পরকালে পায় পরিত্রাণ ॥
সত্য হীন ধর্ম্ম হীন বৃথা জন্ম তার।
যতো ধর্ম্ম স্ততো জয় বাক্য সারোদ্ধার ॥
শ্রীকবিরঞ্জন কহে কালী কৃপাময়ী।
আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই ॥

অথ চৌর ধরণ

অশ্বথামা হত প্রিয়ে কহিলে বচন।
সেই পাপে নৃপতির নরক দর্শন ॥
অবিচারে রঘুনাথ বালী কৈলা বধ।
ব্যাধরূপে তার শোধ লইল অঙ্গদ ॥
কর্ম্মভোগ কার খণ্ডে ধরণীমণ্ডলে।
অন্য কে কোথায় থাকে রামচন্দ্রে ফলে ॥
মম হেতু নষ্ট হবে সবংশে কোটাল।
কহ প্রিয়ে কিরূপে রহিবে পরকাল ॥
বিদ্যা কহে প্রাণনাথ যে কহ সে বটে।
কি কথা কহিবে গেলে ভূপতি নিকটে ॥
সুন্দরীর বাক্য শুনি সুন্দরের হাস।
সহজে বালিকা তুমি গণিছ হুতাশ ॥
ভবিষ্যৎ কর্ম্ম এইক্ষণে কেন ভাবি।
তখনি তেমন কব যে কহান দেবী ॥
কোন চিন্তা নাহি মত্ত-কুঞ্জর-গামিনি।
দুঃখ দূর করিবেন পুরারি কামিনী ॥
ভক্তিভাবে ভাব ভয়-ভাঙ্গা রাঙ্গা পদ।
শক্তি কার কালিকার দাসে করে বধ ॥
করাল-বদনী বলি বাড়াইল পা।
হেরি পতি রূপবতী ভয়ে কাঁপে গা ॥
দক্ষিণ চরণে ভরি দাঁড়াইল পাড়ে।
ব্যাঘ্রপ্রায় কোটাল পড়িল গিয়া ঘাড়ে ॥

রত্ন ভূষণ যত টানি ফেলে দূরে।
কৌতুকে কোটাল নাচে সিংহনাদ পুরে ॥
কেহ বা বড়শি হানে কেহ তরোয়ার।
ঘিরিল কোটাল ঠাট নাহিক নিস্তার ॥
কেহ বলে বহু দুঃখ পেয়েছি হে ভাই।
ঘাড় ভেঙ্গে এ বেটার রক্ত আমি খাই ॥
কেহ বলে লাঠীতে মাথার ভাঙ্গি খুলি।
কেহ বলে থাক তুমি আমি করি গুলী ॥
কেহ বলে চোর বটে তবে কেন ছাড়ি।
কাকালি পর্য্যন্ত চল মৃত্তিকাতে গাড়ি ॥
তিরে তিরে জরজর করি হে ইহারে।
পোড়াইয়া মার রাজা কি করিতে পারে ॥
পটুকা খুলিয়া কোতোয়াল বান্ধে হাত।
বিদ্যা কহে ধর্ম্ম কোথা ওহে প্রাণনাথ ॥
মর্ম্ম দহে স্থির নহে উঠে ডাক ছাড়ে।
বুক চিরা মাণিক্য লইল কেবা কেড়ে ॥
সহচরীগণ কান্দে কুমারের হেতু।
তোমা পেয়েছিল বিদ্যা সেবি বৃষকেতু ॥
পূর্ব্বের কঠোর পাপে বামদেব বাম।
হারাইল তোমা হেন রূপ গুণধাম ॥
কুপিল সুন্দর মুক্ত করে নিজ করে।
ঠেকা মেরে দূরেতে ফেলিল নিশাশ্বরে ॥
তখনি পরিল বস্ত্র পুরুষের ছান্দে।
চুল ছিল এলো শীঘ্র দুই করে বান্ধে ॥

পলাইতে পারে কবি কে রাখিতে পারে ।
মনোসাধে ধরা দিল ভৎসিতে রাজারে ॥
মদনমোহনরূপে সবে মোহ যায় ।
অনিমেষে বাঘাই সুন্দর পানে চায় ॥
কেহ বলে সামান্য মানুষ নহে চোর ।
বিদ্যা বলে পরাণ-পুতলি বটে মোর ॥
শ্রীকবিরঞ্জন কহে করি কৃতাঞ্জলি ।
শ্রীরামদুলালে মাতা দেহি পদধূলি ॥

সুন্দরের বন্ধন দৃষ্টে বিদ্যার খেদোক্তি ।

দয়িত দুর্গতি দেখি, দগ্ধ দ্বিজরাজ-মুখী,
দুঃখসিন্ধু উথলিয়া উঠে ।
ধরাতলে ধনী পড়ে, শীতারা হৃদয় বাড়ে,
ধড়ে প্রাণ নাহি ঘর্ম্ম ছুটে ॥
মণিহারা ফণি পারা, জীয়ন্তে মরমে মরা,
মোহযুতা মুনি-মনোহরা ।
নয়নে নির্গত নীর, নিশায় নিম্নগাভীর,
নাথার্থে পদ্মিনী যেন জরা ॥
স্বপ্নে সতী স্বামী সঙ্গে, সরস চাতুরী রঙ্গে,
সুখে মুখে মুখ দিয়া রয় ।
বিদ্যা বিনোদিনী বালা, বিনোদ বকুলমালা,
বিভু গলে দিতে জ্ঞান হয় ॥
বিদ্যা কহে হে মা কই, কি করিলা কৃপাময়ি,
কোথা যাব কি হবে উপায় ।

এই যে ছিলাম সুখে, একি দশা এক টুকে,
আত্মহত্যা দিব গো তোমায় ॥
বিষম বিরহানলে, বপু বিপরীত জ্বলে,
বিদগ্ধ বল্লভ দিলা আনি।
রোপিলাম প্রেমতরু, না ফলিল ফলচারু,
উপাড়িলা অঙ্কুরে আপনি ॥
প্রভু পূর্ব্বে প্রাণ বলে, পশ্চাৎ পাবকে ফেলে,
পলাইলা পাপে দিলা মন।
তোমার তুলনা তুমি, তরুণ তরুণী আমি,
ত্যাগ কর ত্বদঙ্গজ জন ॥
জনক যমের তুল, জননী যাতনা মূল,
জামাতা জীবনে করে বধ।
ভাবিয়া ভরসা সার, ভুবনে না দেখি আর,
ভয় ভাঙ্গা ভবানীর পদ ॥
ফাঁফরে ফেপর রূপা, ফলত কর গো কৃপা,
ফিকিরে ফিরাও প্রাণনাথ।
শ্রীকবিরঞ্জন কহে, এমত উচিত নহে,
দূর কর দাসের উৎপাত ॥

কোটালের প্রতি বিদ্যার বিনয়োক্তি।

ভূতলে আছাড়ে গা, কপালে কঙ্কণ ঘা,
বিন্দু বিন্দু বয়ে পড়ে রক্ত।
তাহে শোভা চমৎকার, অশোক কিংশুক হার,
গাঁথা চান্দে দিল যেন ভক্ত ॥

যথোচিত স্বামি দণ্ড, কোত্তোয়াল ভাইচণ্ড,
প্রকৃষ্ট প্রকাশ সন্নিকটে।
রাকা সুধাকরমুখী, ফুল্ল ইন্দীবর আঁখি,
এবে কম্মে বাক্ত সেই বটে॥
বিদ্যা বলে প্রভু ভাল, না বুঝিলা কালাকাল,
দেখ যুগ ধর্ম্ম এ সকল।
পরিণামে তব দৃষ্টি, অভাগীর মজে সৃষ্টি,
তার তো সাক্ষাতে এই ফল॥
হেদে হে কোটাল ভাই, ভগ্নী আমি ভিক্ষা চাই,
ছাড়হ আমার প্রাণনাথ।
ধর্ম্ম পথে দৃষ্টি কর, বারেক বচন ধর,
হের এই যোড় করি হাত॥
প্রাণ মোর নহে চোর, এ তো জোর মিছা সোর,
এতে তব লাভ আছে কি।
পরিত্রাণ কর প্রাণ, দেহ দান রাখ মান,
পুণ্যবান তুমি শুনিয়াছি॥
মম কান্ত শিষ্ট শান্ত, রাজা ভ্রান্ত কি দুর্দ্দান্ত,
আদ্যোপান্ত কৃতান্ত সমান।
শুন ওহে মিথ্যা নহে, তনু দহে কত সহে,
সৃষ্টি রহে বল হে বিধান॥
কোন্ ধর্ম্ম হেন কর্ম্ম, পোড়ে মর্ম্ম গাত্র চর্ম্ম,
দিয়া দিব পাদুকা চরণে।
হৃদয়েশ এই বেশ, পায় ক্লেশ কৃপালেশ,
কর ভাই অকাল মরণে॥

চক্ষু নাশি কোতোয়াল, কহে ভাল ঠাকুরাল,
এই কাল জঞ্জালের মূল।
জান আমা ওগো রামা, গুণধামা কর ক্ষমা,
ভাব শ্যামা হইবে প্রতুল ॥
তুমি সতী গুণবতী, ভগবতী প্রতি মতি,
সামান্য মানুষ নহে এহ।
রঘুবর হলধর, পুরন্দর সুধাকর,
পঞ্চশর ইতিমধ্যে কেহ ॥
এত বলে বাক্য ছলে, যায় চলে রামা টলে,
পুনরপি পড়ে মহীতলে।
কহে রাম দুর্গানাম, অর্দ্ধ যাম অপরাম,
পূর্ণ হবে দেবী অনুবলে ॥

চোর দৃষ্টে রাণীর বিদ্যার প্রতি বিলাপ

শুনি লোক মুখে, রাণী মনোদুঃখে
গেল বিদ্যাবতী বাসে।
নন্দিনীর পতি, নিরখিয়া সতী,
নয়নসলিলে ভাসে ॥
অভিন্ন মদন, পূর্ণেন্দু বদন,
কণকচম্পক কান্তি।
এ নহে তস্কর, শশী কি ভাস্কর,
পামর লোকের ভ্রান্তি ॥

কবিরঞ্জন

রূপ কব কিবা, চারু কম্বু গ্রীবা,
শুকচঞ্চু তুল্য নাসা।
নিন্দি কুন্দ কলি, শোভে দন্তাবলী,
সুধাধিক মৃদুভাষা ॥
আজানুলম্বিত, বাহু সুললিত,
করি কর দর্প হর।
ফুল্ল কোকনদ, মঞ্জু যুগপদ,
নাভি ভূধর বিবর ॥
বিদ্যাবতী মুখে, মুখ দিয়া দুঃখে,
ডুগরিয়া কান্দে রাণী ;
জন্মে জন্মে পাপ, হেন মনস্তাপ,
ভুঞ্জিব স্বপ্নে না জানি ॥
কি বিদগ্ধ বিধি, রসময় নিধি,
নিরমিল তোর লাগি।
অনেক যতনে, লভ্য এ রতনে,
হারালি ছিছি অভাগী ॥
আরাধিলি বিদ্যা, ত্রিভুবনারাধ্যা,
মহাবিদ্যা ভদ্রকালী।
পূর্ব্ব কর্ম্ম ভোগ, স্বামির বিয়োগ,
যত তাঁর ঠাকুরালি ॥
কিবা কব তোরে, না কহিলি মোরে,
গুপ্তে কণ্ঠে দিলি মালা।
বিধির লিখন, না হয় খণ্ডন,
এখন কে পায় জ্বালা ॥

৺পতি দুর্ব্বার, নাহি নিস্তার,
নিতান্ত কাটিবে তোমা।
হয়ে থাক রাঁড়ী, পোড়াইতে নাড়ী,
এতেক দুষ্কর্ম্ম কোরে॥
শ্রীপ্রসাদ কহে, কথা এথা নহে,
কালীর কিঙ্কর নই।
হার দুঃখ কিবা, সদা সঙ্গে শিবা,
ভুবনবিজয়ী সেই॥

বিদ্যার স্তবে কালীর অভয় প্রদান।

স্নান করি শুচি হয় নৃপতিনন্দিনী।
মুদিত লোচনে ভাবে রূপ কাদাম্বনী॥
কৃতাঞ্জলি কহে কৃপা কর কৃপাময়ি।
দাস তব দরিদ্র দুঃখিনী দাসী হই॥
আজ্ঞা ছিল তব সে আসিবে এথা একা।
এখন এ দশা একি অদৃষ্টের লেখা॥
ক্ষিতিপতি ক্ষুদ্র দোষে ক্ষয় করে স্বামি।
ক্ষেমঙ্করি ক্ষম দোষ ক্ষীণা দীনা আমি॥
নিতান্ত দেখিনু দুর্গা মন্ত্র জপে যেই।
কেঁদে গো করুণাময়ি তার দশা এই॥
কি কব মহিমা সীমা পদতলে ভব।
উৎপত্তি প্রলয় স্থিতি কটাক্ষেতে তব॥

তপস্বিনী ত্রিনয়নে তারা ত্রাণকর্ত্রি।
যশোদা-জঠোরজাতা জায়া জগদ্ধাত্রি ॥
পার্ব্বতি পরমেশ্বরি পশুপতিদারা।
প্রভাকর পুত্র পীড়া হরা পরাৎপরা ॥
বিদেশে বল্লভ বীরসিংহ করে নষ্ট।
দনুজদলনি দেবি কেন দেও কষ্ট ॥
দৈববাণী শুনে রামা ভয় নাহি তোর।
সুন্দর সামান্য নহে বরপুত্র মোর ॥
প্রহরের পরে পুনঃ পতি পাবে সতি।
কি করিতে পারে বীরসিংহ নরপতি ॥
এ কথা কহিলা যদি শঙ্কর-ঘরণী।
জলধিতরণে যেন মিলিল তরণী ॥
শ্রীকবিরঞ্জন কহে কালী কৃপাময়ী।
আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই ॥

চোর দর্শনে নাগরিকজনের খেদ।

ধরা গেল চোর সোর পড়িল নগরে।
বাল বৃদ্ধ যুবা যায় নাহি রয় ঘরে ॥
স্তনপান করে শিশু কোলে যে ধনীর।
মৃত্তিকায় ফেলি ধায় হৃদয় অস্থির ॥
রন্ধনশালায় রামা রন্ধনে যে ছিল।
আধার উপরে হাঁড়ী রাখিয়া চলিল ॥

বেগে ধায় নাহি চায় পিছুপানে ফিরা।
কেহ কহে দাঁড়া লো মাথার লাগে কিরা॥
একজন প্রতি আরজন বলে কই।
সে কহে অঙ্গুলি ঠারি ওই দেখ্ ওই॥
হেরি হেরি বদন মদনেঅঙ্গ দহে।
কুলবধূ চিত্রিত পুত্তলী যেন রহে॥
কেহ বলে এত রূপ নিরমিল বিধি।
হারাইল অভাগিনী বিদ্যা হেন নিধি॥
সজল নয়নযুগে কোন ধনী বলে।
আমাকে কাটুক রাজা চোরের বদলে॥
রাজা লবে প্রাণ সই কোন্ মূর্খ কহে।
সাধ্য নহে তার যার দেহে আত্মা রহে॥
নিরখিয়া নরপতি এ রূপ বিচিত্র।
না হবে নিতান্ত রূপ বিরূপ চরিত্র॥
আছাড়ি পাছাড়ি মনী কেন্দে কহে হীরা।
ও চাঁদ মুখের কথা শুনিব কি ফিরা॥
পতিপুত্র হীনা দীনা শুন গুণরাশি।
কে কহিল তোমাকে কহিতে মোরে মাসী।
দ্বাদশ বৎসর বাছা খেয়েছি গোঁসাই।
তারপর কিছুমাত্র শোক জানি নাই॥
মৃত্যু প্রতি কারণ হইলে তুমি মোর।
লোকে বলে হীরা মাগী রেখেছিল চোর॥
কেন বাড়াইলে প্রেম রাজকন্যা সনে।
তোমাকে ছাড়িয়া বিদ্যা বাঁচিবে কেমনে।

তব মৃত্যু কথা তব শুনিলে মা বাপ।
তখনি ত্যজিবে প্রাণ পেয়ে মনস্তাপ॥
বয়স্যতা তব যার যার সঙ্গে আছে।
ছাড়িবেক প্রাণ তারা বার্ত্তা গেলে কাছে॥
তোমার মরণে এত লোকের মরণ।
কি জানি বিধির লিপি ললাটে কেমন॥
দরবারে বার দিয়া বসেছে ভূপাল।
হেনকালে চোর নিয়া গেল কোতোয়াল॥
শ্রীকবিরঞ্জন বলে করি পুটাঞ্জলি।
শ্রীরামদুলালে মাতা দেহি পদধূলি॥

রাজার সহ চৌরের ব্যাঙ্গোক্তি

সিংহাসনে নরসিংহ বীরসিংহ রায়।
তপ্ত তপনীয় তনু তারাপতি প্রায়॥
প্রমথেশ প্রিয়া পূজা প্রসাদ চন্দন।
ভালে বিন্দু বিধু মধ্যে বালার্ক যেমন।
প্রচণ্ড চণ্ডার্চ্চি চয় চতুর্দ্দিকে দ্বিজ।
পুরোহিত বেষ্টিত যেমন মখভুজ॥
কিঙ্কর নিকরে করে চামর ব্যজন।
মস্তকে ধবল ছত্র কিবা সুশোভন॥
তদুপরি চন্দ্রাতপ তমঃ করে দূর।
বামভাগে মহাপাত্র পরম চতুর॥

পাঠ করে পুরাণ পাঠক নিত্য নিত্য।
যন্ত্রিগণ যন্ত্রে গান করে হরে চিত্ত॥
চৌদিগে সোয়ার খাড়া বুকে ধরে ঢাল।
কারো নাহি মৃত্যুভয় যুদ্ধে যেন কাল॥
সেলাম করয়ে হাতি সম্মুখে মাহুত।
পদাতিক দুরন্ত সাক্ষাৎ যমদূত॥
চোপদার নকীব হুজুরে খাড়া আছে।
বাঘাই কোটাল চোরে নিয়া গেল কাছে॥
গরীব নেওয়াজ বলি আদবে সেলাম।
নজর দৌলত এই চোর লেয়া হাম॥
ভূপতিকে প্রণিপাত করিলেন কবি।
সদত নির্ভয় দীপ্যমান যেন রবি॥
অপাঙ্গ লোচনে নিরখিয়া রূপ ভূপ।
পরমপুরুষ চিত্তে জানিলা স্বরূপ॥
ধন্যা কন্যা অন্বেষণে মিলাইল পতি।
বররূপে কোন্ দেব ভ্রমে বসুমতি॥
রেবতী-রমণ কিম্বা কিম্বা বৃষকেতু।
কিম্বা নারায়ণ নিজে রামরম্ভা হেতু॥
কেমন পণ্ডিত বাপা জানা কিছু চাই।
রাজা বলে কাট চোরে মসানে বাঘাই॥
আঁখি ঠারে আরবার করে নিবারণ।
মিছামিছি করে কত তর্জ্জন গর্জ্জন॥
পর্ব্বতজা পাদপদ্ম মানসে প্রণাম।
হাসি হাসি সুধাভাষা কহে গুণধাম॥

কাট রাজা তিলার্দ্ধ না করি মৃত্যুভয়।
গোটাকত কথা কহি শুন মহাশয় ॥

শ্লোকঃ।

অদ্যাপিতাং কনকচম্পকদামগৌরীং
ফুল্লারবিন্দবদনাং তনুরোমরাজিং।
সুপ্তোত্থিতাং মদনবিহ্বল লালসাঙ্গীং
বিদ্যাং প্রমাদ গলিতামিব চিন্তয়ামি ॥

অস্যার্থঃ।

অদ্যাপি সা কনকচম্পকদাম তনু।
প্রফুল্ল কমলমুখী ভুরু কামধনু ॥
নিদ্রা ভঙ্গে অলসাঙ্গী মদন বিহ্বল।
চিন্তয়ামি নিরন্তর বিদ্যার কুশল ॥
কথা শুনি কাঁপে তনু কুপিত ভূপাল।
কহে মশানেতে চোরে কাটরে কোটাল ॥
কবি কহে কিছুকাল থাক রে বাপাই।
গোটাদুইচারি কথা আরো কহা চাই ॥

শ্লোকঃ।

অদ্যাপিতাং শশিমুখীং নবযৌবনাঢ্যাং
পীনস্তনীং পুনরহং যদি গৌরকান্তিং।
পশ্যামি মন্মথশরানল পীড়িতানি গাত্রাণি
সংপ্রতি করোমি সুশীতলানি ॥

অস্যার্থঃ।

অদ্যাপি সে শশীমুখী সুলভ যৌবনা।
পীন পয়োধরা বাল কুরঙ্গনয়না ॥

তদঙ্গ পরসে অঙ্গ সদা সুশীতল।
চিন্তয়ামি নিরন্তর বিদ্যার কুশল ॥
কাট কাট শব্দ রাজা করে পুনঃ পুনঃ।
কবি কহে গোটাদুই কথা আরো শুন ॥

শ্লোকঃ।

অদ্যাপিতাং মলয়পঙ্কজ গন্ধলুব্ধ
ভ্রাম্যদ্দ্বিরেফ চয় চুম্বিত গণ্ডদেশাং।
কেশাবধূত করপল্লব কঙ্কণানাং
তাং নোদপৈতি নিচয়ঃ সুরতং মদীয়ং ॥

অস্যার্থঃ।

অদ্যাপি মুখারবিন্দ সুগন্ধ বিশেষ।
অলিকুল ব্যাকুল চুম্বিত গণ্ডদেশ ॥
কম্পিত চিকুর কর কঙ্কণ সুধ্বনি।
মন মম মোহিত স্মরতি নিতম্বিনী ॥
রাজা বলে নিয়া যাও মসানে বাধাই
কবি কহে গোটাদুই বচন শুনাই ॥

শ্লোকঃ।

অদ্যাপি বাস গৃহতো ময়ি নীয়মানে
দুর্ব্বার ভীষণ রবৈর্যমদূত কল্পৈঃ।
কিং কিং তয়া বহুবিধং ন কৃতং মদর্থে
বক্তুং ন পার্য্যত ইতি ব্যথতে মনোমে ॥

অস্যার্থঃ।

অদ্যাপি আমাকে বাসগৃহ হতে চর।
কেশে ধরে নিল যেন শমন কিঙ্কর ॥

কি কি চেষ্টা না পাইল মদর্থে কামিনী।
কিবা কব দহে দেহ দিবসরজনী॥
অদ্যাপি সা বিদ্যা মম হৃদে বিহরতি।
নিরখি মুদিলে আঁখি বিদ্যার মূরতি॥
সুপ্ত পতি মৃতপ্রায় বাক্য নাহি মুখে।
বিপরীত কামে বিদ্যা চড়ে তার বুকে॥
নগ্ন বিদ্যা মুক্তকেশী দন্তে কাটে জি।
নয়ন নিকটে দেখ নিবেদিব কি॥
থরথর কাঁপে ভূপ ক্রোধভাবে চায়।
রাজা বলে কাট চোরে খরখড়্গ ঘায়॥
কবি কহে কন্যা তব পরম রূপসী।
তাহার চঞ্চল দৃষ্টি খরতর অসি॥
পুনঃ পুনঃ হানে প্রাণে বক্র নিরখিয়া।
জীয়ায় যুবতী বিম্বাধরামৃত দিয়া॥
ঘূর্ণিত লোচন বীরসিংহ কহে রাগে।
এ বেটাকে ধর শীঘ্র কামানের আগে॥
কবি কহে কামান বিদ্যার যোড়া ভুরু।
সতত নিকটে ধরা বটি কল্পতরু॥
তাহাতে নয়নবাণ বিষম সন্ধান।
শশীমুখী হাসি ভস্মরাশি করে প্রাণ॥
কি জানি কি মন্ত্র জানে বিদ্যা গুণবতী।
পুনরপি প্রাণদান পাই নরপতি॥
বাক্য পীড়া মহা ব্রীড়া বীরসিংহ বলে।
এ বেটাকে ফেল নিয়া করি পদতলে॥

মনোমত্ত কুঞ্জর মাহুত পুষ্পধনু।
সতত তুলায় হাতী কমলিনী অনু॥
তার তলে পড়ে রাজা প্রাণ যায় মোর।
চোর চোর বলে তুমি মিছা কর সোর॥
আপনি সাক্ষাৎ যম মৃত্যুরূপা কন্যা।
রাণী ঠাকুরাণী বুঝি এইরূপ ধন্যা॥
মৃত্যু প্রতি ভূপতি কারণ কহে যা।
বিদ্যায় ঘটাবে কবীশ্বর কহে তা॥
রাজা বলে মিথ্যা বাক্যছলে কায নাই।
মসানে কাটহ শীঘ্র তস্কর জামাই॥
হাসি হাসি গুণরাশি সভা সাক্ষী করে।
জামাতা কহিলা সত্যবাদি নৃপবরে॥

শ্লোকঃ।

অদ্যাপি নোজ্ঝতি হরঃ কিল কালকূটং
কূর্ম্মো বিভর্ত্তি ধরণীং নিজপৃষ্ঠকেন।
অম্ভোনিধির্ব্বহতি দুর্ব্বহ বাড়বাগ্নি
মঙ্গীকৃতং সুকৃতিনঃ পরিপালয়ন্তি॥

অস্যার্থঃ।

অদ্যাপিও হলাহল নমুঞ্চতি হর।
অদ্যাপিও পৃষ্ঠে ধরা ধরে কূর্ম্মবর॥
অদ্যাপিও বাড়বাগ্নি জলনিধি বহে।
সাধুর বচন কদাচিৎ মিথ্যা নহে॥
রাজচক্রবর্ত্তী কিন্তু রীতি কদাচার।
লোক ভয় ধর্ম্ম ভয় না দেখি তোমার॥

মম বীর্য্যে ভূপতি যে জন্মিবে সন্তান।
পরম দুর্ল্লভ সে দিবেক পিণ্ডদান ॥
জামাতা স্বীকার তুমি করিলে ভূপাল।
তথাপিও মান্য নহ একি ঠাকুরাল ॥
একান্ত লজ্জিত রাজা কুমার বচনে।
অধোমুখে রহে বাক্য না সরে বদনে ॥
ভূপতির ভাব বুঝি কহে পাত্র দীর।
ভয়ঙ্কর বাক্য কহ নির্ভয় শরীর ॥
সত্য কথা কহ চোর থাক কোন্ গ্রাম।
কাহার তনয় কোন্ জাতি কিবা নাম ॥
দেহ পরিচয় সত্য দেহ পরিচয়।
যদি মিথ্যা কহ তবে জীবন সংশয় ॥
কহে গুণরাশি হাসি পাত্র তুমি মূঢ়।
খাও হে বাপের কলা দিয়া ঝোলা গুড় ॥
দাড়ি ভুঁড়ি সার কোন জ্ঞান নাহি মাত্র।
হবচন্দ্র রাজা যেন গবচন্দ্র পাত্র ॥
বন-পশু বুঝেছি বনিয়া দেন তুড়ি।
রাঙ্গা বট যেন সার কাঁঠালের গুঁড়ি ॥
ছয়মাস গতে কম্ম সুধাও কি জাতি।
কেন না হইবে তুমি নিজে হও কাতি ॥
তব চর্য্যা চর্চ্চিলাম আলাপে ক্ষণেক।
দ্বিপাদ পশুর মধ্যে তুমি হে অনেক ॥
কদাচিৎ মিলে যদি তোমার দোসর।
চাসায় পরশ পায় চুনা বাড়ে দর ॥

অপমানে অঙ্গ দহে অঙ্গার সমান।
সভায় পণ্ডিতগণ হন হতজ্ঞান ॥
দ্বিজগণ কহে কহ রূপগুণযুত।
কোন্ কুলে জন্ম ধাম নাম কার সুত ॥
কহে গুণরাশি হাসি শুন ধীরচয়।
তোমা সবাকারে কহি নিজ পরিচয় ॥
জনম মানবকুলে শম্ভুবাম ধাম।
পিতামাতা শিবশিবা কালিদাস নাম ॥
কোনরূপে নিতান্ত না পরিচয় মিলে।
কোতোয়াল সঙ্গে রাজা বসিলা নিরলে ॥
হেঁদে নিশানাথ সুতানাথ এই বটে।
এমন সুপাত্র বহুভাগ্য হেতু ঘটে ॥
বধ করা মত নহে দিব কন্যাদান।
কিন্তু তুমি নিয়া যাও দক্ষিণ মশান ॥
কোতোয়াল কহে ভাল এই বটে যুক্তি।
কোশলে কোটালে রাজা কহে কটু উক্তি ॥
পুনঃ পুনঃ কহি বত কাটিবারে চোর।
রেয়াতি করিস্ বেটা ওকি বাপ তোর ॥
ভূপতিভারতী শুনি কুপিল কোটাল।
দুই চক্ষু ঘূরায় ঘূরায় খড়্গ ঢাল ॥
চল বল্যে কোতোয়াল পাছে মারে ঠেলা।
কবি কহে কৃপাময়ি কালি কোথা গেলা ॥
ক্ষণমাত্র উত্তরিল দক্ষিণ মসানে।
কেহ চড় মারে কেহ চুল ধরে টানে ॥

বড়শি হানিতে বুকে চাহে কেহ কেহ।
ফাঁফর হইল থরথর কাঁপে দেহ ॥
মারমার্ কাট্‌কাট্ করে মহাধুম।
ফাকি ফুকি সার নাই কাটিতে হুকুম ॥
কিছু কাল ছিল কবি ডরেতে নীরব।
কৃতাঞ্জলি কায়মনোবাক্যে করে স্তব ॥
প্রসাদে প্রসন্না হও কালী কৃপাময়ি।
আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই ॥

সুন্দরের চৌত্রিশাক্ষরে কালীস্তুতি।

ক

কৃতাঞ্জলি কহে কবি কালি কপালিনি।
কালরাত্রি কঙ্কালমালিনি কাত্যায়নি ॥
কাটে কাল কোটাল কর মা প্রতিকার।
কপর্দ্দি-কামিনি কিবা করুণা তোমার ॥

খ

খ ভরে ভ্রমহ মাগো হের হর ভয়।
খগেশবাহিনি শক্তি খনিকে প্রলয় ॥
খরখড়্গা করে ধরো খলখল হাসি।
খলে বধে খেচরপাশিনি রক্ষ আসি ॥

গ

গিরিবরসুতা গৌরি গণেশ-জননি।
গগনবাসিনি বিদ্যা গিরীশ-গৃহিণি ॥
গয়া গঙ্গা গৌতমি গোমতি গোদাবরি।
গুণত্রয় গুণময়ি গোকুল শঙ্করি ॥

ঘ

ঘনাঘনরূপা দেবি ঘননিনাদিনি।
ঘেরিল কোটালঘটা ঘোর শব্দ শুনি॥
ঘৃণায় ঘরণী কিন্তু ত্যজিবেক দেহ।
ঘরে ঘরে ঘোষণা কুযশ তব এই॥

চ

চামুণ্ডা চণ্ডিকা চণ্ডমুণ্ডবিনাশিনি।
চতুর্দ্দলচক্রে চক্রচয়বিভেদিনি॥
চঞ্চলচরণভরে চমকিত ফণী।
চাঁচর চিকুর চারু চুম্বিত ধরণী॥

ছ

ছার রিপু ছলেতে নাশ গো শীঘ্র শিবা।
ছাওয়ালেরে ছেড়ে দেহ কর নাগো কিবা॥
ছলছল চক্ষু ছাতি ফাটে গো বন্ধনে।
ছটফট করে প্রাণ ছাড়িবে কেমনে॥

জ

জন্মভূমি জননী জনক জনার্দ্দন।
জাহ্নবী জকারপঞ্চ দুর্ল্লভ বচন॥
জন্মিলাম কোথায় জীবনে যথা মরি।
জয়ঙ্করি রক্ষা কর জগতঈশ্বরি॥

ঝ

ঝিকিমিকি খড়্গা করে ঝোকে উঠে চালি।
ঝাটা পড়ে গায় ঝাট রক্ষা কর কালি॥
ঝাড়া ঝাড়ে কোটালিয়া ঝাড়া লয়ে হাতে।
ঝিমাইতে মন গো ঝঞ্ঝনা পড়ে মাথে॥

ট

টঙ্কার ধনুক শব্দ টোটাই মা বলে।
টল টল কাঁপে দেহ টাঙ্গী মারে গলে॥
টিকী ধরো টানে টনটন করে শির।
টলে পড়ি টাটাইল সকল শরীর॥

ঠ

ঠগগুলা ঠেসে ধরে ঠোঁটে এল প্রাণ।
ঠাকুরাণি ঠাকুরাণি ছাড় কর ত্রাণ॥
ঠাহর না পাই ঠাট ঠাটে কত ধায়।
ঠেঁটা দায় ঠেকিলাম ঠাঁই দেহ পায়॥

ড

ডুকরিয়া কান্দি ভয়ে বান্ধা ছটি হাত।
ডরাইয়া উঠি ডাক ছাড়ে নিশিনাথ॥
ডিঙ্গিয়া ডাইন পায় মারা যাই প্রাণে।
ডাকিনী সহিত শীঘ্র উর গো মসানে॥

ঢ

ঢক্কা বাজে ঢোল বাজে ঢেকা মারে ঢালি।
ঢঙ্গ বেটা ঢেমন বলিয়া দেয় গালি॥
ঢাল খাঁড়া ঘুরিয়া ঢুলিয়া পড়ে গায়।
ঢলঢল করে আঁখি আড়ে আড়ে চায়॥

ত

তপস্বিনি ত্রিনয়নে তারা ত্রাণকরি।
ত্রিপুরারি-ত্রিপুরা-তারিণি জগদ্ধাত্রি॥
তব তত্ত্ব ত্রিলোচন সবে মাত্র জ্ঞাত।
তথাপি তাঁহার তরে মায়া কর কত॥

থ

থরথর কাঁপি স্থির কর মহামায়া।
স্থান দেহ স্থলপদ্মপদে শম্ভুজায়া॥
স্থাবরজঙ্গম তোমা ভিন্ন কিছু নহে।
স্থান দিলে মোরে কৃপাময়ি নাম রহে॥

দ

দিগম্বরি দনুজদলনি দাক্ষায়ণি।
দুর্গতিহারিণি দুর্গে দুরিতমোচনি॥
দাসে দুঃখ দেখ মা কিরূপ দয়াময়ি।
দাসীপুত্র দাসীর দয়িত দৈবে হই॥

ধ

ধূর্জ্জটিধামনি ধরাধরেশকুমারি।
ধীমান ধিয়ায় ধাম ধৈর্য্য মানা করি॥
ধরণীভূষণ ধীর ধর্ম্ম কিছু নাই।
ধিক্ ধিক্ ধর্য্যে বধে বলিয়া জামাই॥

ন

নমো নিত্যে নারায়ণি নৃমুণ্ডমালিনি।
নবীননীরদনীলনিন্দিতবরণি॥
নলিননির্জ্জিতে নেত্রকোণে চাও শিবে।
নতুবা নিশ্চয় নরহত্যা মা লাগিবে॥

প

পতিতপাবনি পরা পর্ব্বতনন্দিনি।
প্রমথেশপ্রিয়া পাপপুঞ্জবিমর্দ্দিনি॥
পদ্মযোনি প্রভৃতি পঙ্কজপদভারে।
পার নাই মহিমার পামর কি পারে॥

ফ

ফাঁপরে ফিরিয়া চাও ফণীন্দ্ররূপিণি।
ফের দিয়া ফান্দে ফেলে বধে গো জননী
ফট করে কটু কহে ফিক্ ফিক্ হাসে।
ফুৎকারে কোটাল মারে রক্ষ নিজ দাসে

ব

বিশ্ববিভুদারা গো বারেক দয়া কর।
বিধির বিধাতা বট বিঘ্নরাশি হর॥
বলিতে বদন এক বাক্য কব কি।
বিবেক বিদরে বুক ব্যস্ত হইয়াছি॥

ভ

ভবানি ভৈরবি ভীমা ভবের বনিতা।
ভেশ ভয়ঙ্করা রাজ্ঞি ভূধরদুহিতা॥
ভগবতি ভারতি গো ভবের ভাবিনি।
ভক্তজনবৎসলা মা ভুবনপালিনি॥

ম

মহেশ্বরি মহামায়া মহেশমোহিনি।
মূঢ়মতি মানব মহিমা কিবা জানি॥
মহীপতি মন্দমতি মত্ত ধনমদে।
মহিষমর্দ্দিনি মাগো স্থান দেহি পদে॥

য

যোগরূপা যশস্বিনি যশোদানন্দিনি।
যোগেন্দ্রযোষিতা যজ্ঞসমূলঘাতিনী॥
যুগল চরণপদ্মে যদি দেহ স্থান।
যশ থাকে যদি মা করগো পরিত্রাণ॥

রণরসে রত রমা রুক্মিণি রোহিণি।
রাক্ষসসংহারকত্রি রাঘবরমণি॥
রঙ্গিণি রুদ্রাণি রক্ষ দক্ষিণ মশানে।
রাজা করে বধ রাখ আসিয়া আপনে॥

ল

লহলহ লোলজিহ্ব ললিত বদন।
লীলায় বধিলা যত দুষ্ট দৈত্যগণ॥
লক্ষিতে না পারি মাগো চরিত্র তোমার।
লক্ষ্মীরূপা ক্ষম দোষ যতেক আমার॥

ব

বিধিমত বিদ্যাবতী বিচারে হারিল।
বাপে না বলিয়া বিদ্যা বিরলে বরিল॥
বিপাকে বিদেশে বধে বীরসিংহ রায়।
বিরহিণী বিনোদিনী কি ভাব উপায়॥

শ

শিবে শবাসনা শবশিশু শোভে কানে।
শত্রুগণে শিরে ধরি বধে গো শ্মশানে॥
শঙ্করি শরণমাত্র তোমার চরণ।
শীঘ্র শান্ত কর শ্যামা নিকট মরণ॥

স

সংসারসাগরে সার সবেমাত্র তুমি।
স্মরণ লয়েছি সরসিজপদে আমি॥
সবে সুখসম্পদদায়িনি সনাতনি।
সমর্পিলা শত্রুহস্তে শিবসীমন্তিনি॥

শঙ্করসুন্দরি সত্য তব ঠাকুরালি।
সুন্দর শ্বশুরপুরে সারা হয় কালি॥

হ

হত্যা হই হুতাশে হিংসার তুমি মূল।
হরপ্রিয়ে হৈমবতি হও অনুকূল॥
হা করিয়া হান হান কাট কাট ডাকে।
হুহুঙ্কারে হিয়া ফাটে পড়েছি বিপাকে॥

ক্ষ

ক্ষীণ দেখি ক্ষিতিপতি ক্ষমা নাহি করে।
ক্ষেমঙ্করি ক্ষুদ্র দোষে ক্ষয় করে মোরে॥
ক্ষণে ক্ষণে ক্ষোভ পাই ক্ষুণ্ণ মন সদা।
ক্ষপাদিবা জ্ঞান নাহি ক্ষম মা শারদা॥
শ্রীকবিরঞ্জন কহে কালি কৃপাময়ি।
আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই॥

সুন্দর প্রতি কালীর অভয় দান এবং মসানে মাধব ভট্টের আগমন।

চতুস্ত্রিংশাক্ষরে স্তব করি কহে কবি।
দক্ষিণ শ্রবণে শুনি পরিতুষ্টা দেবী॥
কহেন করুণাময়ী কেন ভয় পাও।
নৃপতিপূজিত হৈয়া নিজ দেশে যাও॥
ভয় নাহি ভয় নাহি বাছারে সুন্দর।
কার শক্তি কাটে তুমি কালীর কিঙ্কর॥

পর্ব্বত চালিতে পুত্র পারে কি পতঙ্গ।
ছায়ারূপে সদা আমি থাকি তব সঙ্গ॥
ভাবরে ভকত নর কালী কল্পতরু।
তারা নাম তরী তাহে কাণ্ডারী শ্রীগুরু॥
চতুষ্পদ চতুষ্পদ না লঙ্ঘে একান্ত।
আজ্ঞা কিন্তু আজ্ঞাপেক্ষা এ শাস্ত্রসিদ্ধান্ত॥
ব্যতিক্রমে বিস্তর বিপদ পদে পদে।
ক্ষিপ্ত সেই স্বধর্ম্ম খোয়ায় খোসামোদে॥
শিষ্ট কষ্ট রাষ্ট্র শ্রেষ্ঠ লোকে কেহ কহে।
দ্বিতীয় ব্যক্তিতো সে সামান্য সাধ্য নহে॥
হলাহলামৃতামৃত রস হলাহল।
ক্রিয়া ক্রিয়া কলিকালে শীঘ্র ফলাফল॥
পরম সংস্কৃত বিদ্যা গুরুরতিগম্যা।
বীর্য্যবন্ত সাধকজনার মনোরম্যা॥
সল্লোক যে পথগামী সেই পথে পথ।
কহে কবিরঞ্জন আমার এই মত॥
কিরূপ কালীর কৃপা কথা নাহি যায়।
মাধব নামেতে ভট্ট মিলিল তথায়॥
জরির পোষাক পুরা বেশ চিরা মাথে।
কণ্ঠকে জড়িত হীরা নবরত্ন হাতে॥
চিক্কণ পাথর শিরে চকমক করে।
বহুমূল্য তরুণতপনতেজো ধরে॥
ডোরে লট্‌কা তলোয়ার কোমরে খঞ্জর।
চাঁদমুখে চাঁপদাড়ি পরম সুন্দর॥

বুকেতে চাপ্পানি ঢাল তুরকীর পৃষ্ঠে।
বাঘাই কোটাল পানে চাহে কোপদৃষ্টে ॥
ক্রোধেতে আরক্ত বক্ত, দেহ স্থির নহে।
কোটালের প্রতি কোপে কটু কথা কহে ॥
প্রসাদে প্রসন্না হও কালি কৃপাময়ি।
আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই ॥

কোটালের প্রতি মাধব ভট্টের উক্তি

ভট্টভাষা ॥ থরথর দেহ কোপযুত ঘনঘন
নিরখই যামিনীনাথবয়ান।
রকত রদ ছদ বদহি রাজন দারুণ
দরপ ছোড়ল তুহ জ্ঞান ॥
লালন সুন্দর বিগ্রহ নিগ্রহ
হোয়ত রোয়ত ভাট।
ধৃত করপর থর খঞ্জর ঝাঁকই
হাঁকই বে পহেলা মুঝে কাট ॥
ছুঁন্দর ছো গুণসিন্ধু কি নন্দন
ক্যা কহুঁ বাকো ভয়ানী ছহায়।
জাকর লাগি জাগি বহু যামিনী
চিরদিন পূজন পড়ুনি ধেয়ায় ॥
পরমনর বর তুহ বি মূরখ বুঝা
হাম বাতমে ছাত মেরা আও।

রাজাকি পাছ খালাছ করো বাক্য
সুন্দরকো গজরাজ ঠাহরাও ॥
দো আঁখিয়া ঘোমাইয়া বের বের কোটালিয়া
দেওতোর মুখে গারি।
মট দোহাই লাগে তুঝে ভট্ট সেতাব কাঁহা
চোর কোতোয়াল তোহারি ॥
ভট্ট কহে কোতোয়ালরে এয়ছারে
গারি মত দিজিয়ে।
বড়ি এক বিচমে গাধি জান খোয়ায়ে গা
বুঝ ছমুজকে বাত কিজিয়ে ॥
জৈছন হেরবি ঐছন কবি ছবি
বদন বিরাজিত নিরমল চান্দ।
কহে পরসাদ যো চোর কহে ছোঁ সো
কুলরমণীমনমোহন ফান্দ ॥

মাধবের প্রতি কোটালের কটুবাক্য।

কহে কোতোয়ালরে হুকুম কেন্নে দিয়া।
ভয়ানী ছেবক কো এতরে হাল কিয়া ॥
মহারাজকে বেটা বিদ্যা পূজকে মহাদেও।
সুন্দর কো খসম পায়া মেরে বাত লেও ॥
ছবকা খয়ের হোগা বের বের কহোঁ মেই।
মেরে বাত না শুনেগা সাজা পাওগে তুঁই ॥

ছোড় দিজে কানলাল কো লেকে চল সাত।
আপকে বরোবর বাকে কহো এহি বাত ॥
কোপে কহে কোতোয়াল মৌত লাগা পাজি।
ফের এয়ছা কহেগা করোঙ্গা জুতি বাজী ॥
চোরকো ছরদার'তেঁই বুঝা গেয়া এহি।
রাজা কি দোহাই ভাই ছোড় মত কহি ॥
কোহি কহে বেলফেয়াল মোচতো উখাড়ো।
কোহি কহে চোরকে সামিল লেকে গাড়ো ॥
কোহি কহে চোরকো গাধেমে চড়াও।
এহি তক্ত ছের মুড়ায়কে সহর ঘুমাও ॥
কোহি কহে জানে দেও জি য়েয়ছা হিঁয়া আয়া
বুঝা গেয়া বাতমে ছাজাই তেয়ছা পায়া ॥
মান ভঙ্গ মলিন মাধব মনোদুখে।
কাষ্ঠবৎ কায় কথা নাহি সরে মুখে ॥
পদ্য দেখি গদ্য কথা যদ্যপিহ করে।
বৈদ্যাগ্রজে সদ্য ফল বৈদ্যক না করে ॥
নবালোক ভব্য হয় সভাসঙ্গে বটে।
গুণ যেন দ্রব্য যোগ দিব্য গুণ ঘটে ॥
শ্রীকবিরঞ্জন কহে কালী কৃপাময়ী।
আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই ॥

খুলিয়া অঙ্গের যোড়া, বাছিয়া তুরুকি ঘোড়া,
আর দিল বহু রত্ন ধন ॥
সভাসুদ্ধ নিয়া সঙ্গে, ভূপতি পরম রঙ্গে,
উপস্থিত দক্ষিণ মসানে।
কালীর কিঙ্কর যেই, ভুবনবিজয়ী সেই,
মহিমা তাহার কেবা জানে ॥
রাজ্যসুদ্ধ ভেকধর, সভাই সাধক নর,
মুখে কহে রাধাকৃষ্ণ বাণী।
চিত্তে বাঞ্ছা কালপ্রিয়া, আজ্ঞামত করে ক্রিয়া,
এইরূপে কাল কাটে প্রাণী ॥
বৈশ্য ক্ষত্র বৈদ্য শূদ্র, নিত্যানন্দ বীরভদ্র,
কর্ম্ম ভাল নহে যেবা কহে।
তার কিন্তু নাহি স্বর্গ, শুন কহি ধীরবর্গ,
সেও পাপী সে সঙ্গে যে রহে ॥
সদা পুটাঞ্জলিপাণি, শ্রীকবিরঞ্জন বাণী,
বিমুক্ত কর হ মায়াপাশে।
ভবসিন্ধু পার হেতু, অভয় চরণ সেতু,
উমা আমা উরহ মানসে ॥

সুন্দরের প্রতি ভূপতির বিনয়োক্তি।

শীঘ্রগতি নৃপবর, ধরো জামাতার কর,
মুক্ত কৈল নিগড়বন্ধন।
গলে বস্ত্র ত্রস্ত উঠে, নিকটে অঞ্জলিপুটে,
সবিনয় কহে সুবচন ॥

যেমন গোকুলপুরী, কৌতুকে নবনি চুরী,
কৈলা প্রভু ত্রিভুবনপতি।
গোপীমুখে শুনি বাণী, রজ্জু বান্ধে যুগপাণি,
তমোগুণে রাণী যশোমতী॥
অথবা অজ্ঞাত বাসে, বিরাটভূপতিপাশে,
বৃহন্নলেক ছিলা যুধিষ্ঠির।
বিধাতা বিমুখ তাঁরে, অক্ষপাটী ফেলে মারে,
ফুটো ভালে পড়িল রুধির॥
শেষে পেয়ে পরিচয়, হৃদয়ে বিষম ভয়,
সকরুণে কহে গদগদ।
চিত্তে না জন্মিল রোষ, ক্ষমা কৈল তাঁর দোষ,
ধর্ম্মপুত্র শাস্ত্রবিশারদ॥
যেমত বিরাটরাজ, না জানিয়া কৈল কায,
আমি সেইরূপ জ্ঞানহত।
তুমি গুণসিন্ধুসুত, ধীর সর্ব্বগুণযুত,
মর্য্যাদা করহ দোষ যত॥
মানিক নীচের ঠাঁই, যেন মূর্খে বুঝে নাই,
দুরদৃষ্ট হেতু জন্মে হেলা।
কিম্বা শিশু বুদ্ধিহীন, বান্ধা থাকে রাত্রিদিন-
শিলাপুত্র সঙ্গে রঙ্গে খেলা॥
শুন শুন কল্পতরু, পর্য্যায় পরম গুরু,
বটি বাপা তোমার শশুর।
অধিকন্তু কব কিবা, মনে কিছু না করিবা,
তুমি মোর বাপের ঠাকুর॥

শ্বশুর বিনয় শুনি, মহাকবিশিরোমণি,
কহে কেন হেন ঠাকুরালি।
নিজ নিজ কর্ম্মভোগ, পরে বৃথা অনুযোগ,
সকলি করেন ভদ্রকালী॥
যেন রথচক্রাকৃতি, নরভাগ্য নরগতি,
চিরকাল সমান না যায়।
দুঃসময়ে স্থির যেবা, তারে নিন্দা করে কেবা
উগ্রমতি মূর্খ কহি তায়॥
মন হেতু মহাকুল, পূর্ব্বাপর শুদ্ধমূল,
কৃত্তিবাস তুল্য কীর্ত্তি কই।
দানশীল দয়াবন্ত, শিষ্ট শান্ত গুণানন্ত,
প্রসন্না কালিকা কৃপাময়ী॥
সেই বংশসমুদ্ভব, পুরুষার্থ কত কব,
ছিলা কত কত মহাশয়।
অনাটির দিনান্তর, জন্মিলেন রামেশ্বর,
দেবীপুত্র সরলহৃদয়॥
তদঙ্গজ রামরাম, মহাকবি গুণধাম,
সদা যাঁরে সদয়া অভয়া।
তদঙ্গজ এ প্রসাদে, কহে কালিকার পদে,
কৃপাময়ি মরি কুরু দয়া॥

কবির বিমোচন শ্রবণে রাণীর বিদ্যার প্রতি বিনয়।

একাবলীচ্ছন্দ।

বাঁচিল সুকবি সুন্দর চোর।
সাধুচিত্তে নাহি সুখের ওর॥
বিদ্যার গোচর সকলে কহে।
কমলিনি কথা মিথ্যা এ নহে॥
বাঁচিল তোমার জীবননাথ।
নিকটে নৃপতি যুড়িয়া হাত॥
সজল যুগল লোচন লোল
গদগদ কহে মধুর বোল॥
সখীমুখে শুনি সুন্দর বাণী।
নন্দিনী নিকটে চলিল রাণী॥
ধূলা ঝাড়ি তোলে কোলেতে করি।
চুম্বতি বদন চিবুক ধরি॥
বারেক বদন তুলিয়া চাও।
অভাগী মায়ের মাথাটি খাও॥
রাগে কত কটু কয়েছি তোরে।
জননী জানিয়া ক্ষমহ মোরে॥
এ মহীমণ্ডলে বটি গো ধন্যা।
উদরে ধরেছি তো হেন কন্যা॥
বিনোদিনী কহে ঈষৎ হাসি।
আগো মাগো আমি তোমার দাসী॥

কন্যাকে বিনয় কি হেতু কর।
শুন কেবা মোর তোমার পর ॥
মন দিয়া শুন করুণামই।
গোটা দুই কথা তোমারে কই ॥
পুনরপি ধরাজন্ম লভিলে।
তোমা হেন যেন জননী মিলে ॥
হাসি হাসি কহে যতেক আলি।
সকলি কেবল করেন কালী ॥
কাতর শ্রীকবিরঞ্জনে কয়।
তরাও তারিণী শমনভয় ॥

—০—

সুন্দরের বন্ধন-মোচন-সংবাদে বিদ্যার উল্লাস।

স্নান করি শশিমুখী মহাহৃষ্ট মনে।
ভবানী ভাবয়ে ভীমা মুদ্রিত নয়নে ॥
পূজে পর্ব্বতেশ-পুত্রী পরম কৌতুকে।
মেষ মহিষাদি বলি দিল মুহূর্ত্তেকে।
বদনে রসনারব যত সীমন্তিনী।
শঙ্খঘণ্টাকোলাহল করে জয়ধ্বনি ॥
সাগোপনে জপে রামা মহাশঙ্খ মালা।
সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে বীরসিংহবালা।
কৃতাঞ্জলি কহে বিদ্যা প্রেমে গদগদ
পরকালে পাই যেন পদকোকনদ ॥

দীন দ্বিজবর্গে দিল নানা রত্ন ধন।
সাবিত্রী সমানা ভব কহে বিপ্রগণ॥
করালবদনা কালী কলুষহারিণী।
সংসারসাগরে ঘোরে নিস্তারকারিণী॥
তুমি কৃপাময়ী মাগো কৃপানাথ ভর্ত্তা।
জগদম্বা জননী জনক বিশ্বকর্ত্তা॥
তথাপিও দুঃখরাশি না হইল দূর।
সংকলে করুণাময়ী এ দাসে নিষ্ঠুর॥
অপার মহিমা নষ্ট হয় হেন বাসি।
অসুরনাশিনী আশু দয়া কর আসি॥
বদরি-কোমল পূর্ণ সুধা রস ভরা।
সুবোধ কুবোধ বোধগম্য নহে ত্বরা॥
রসবেত্তা যে জন কি তার তৃষ্ণা ক্ষুধা।
প্রতি বর্ণে বর্ণে কর্ণে প্রবিশতি সুধা॥
পাঠ করে পুরাণ পণ্ডিত প্রেমে ভাসে।
সংগোপন গুপ্তে গো ভাঙ্গিয়া করে হাসে॥
অরসিক নিকটে রসস্য নিবেদন।
ততোধিক শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম হয় যে মরণ॥
গ্রন্থমধ্যে সঙ্কেত রহিল যে যে স্থানে।
না জানেন মাত্র ব্যক্ত নহিলে কে জানে॥
বন্দী দারা স্বপ্নে তারা প্রত্যাদেশ তারে।
আমি কি অধম এত বৈমুখ আমারে॥
জন্মে জন্মে বিকায়েছি পাদপদ্মে তব।
কহিবার কথা নহে বিশেষ কি কব॥

প্রসাদে প্রসন্না হও কালী কৃপাময়ী।
আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই ॥

ভূপতি হইতে সুন্দরের সম্মানপ্রাপ্তি।

বীরসিংহ গুণনিধি, পণ্ডিতে জিজ্ঞাসে বিধি,
তোমরা জানহ শাস্ত্রমর্ম্ম।
বিচারে পরাস্ত বালা, সুন্দরে দিলেক মালা,
এক্ষণে কিরূপ হবে কর্ম্ম ॥
এক কালে ধীরচয়, কহে শুন মহাশয়,
শাস্ত্রসিদ্ধ কথা বটে এহ।
গন্ধর্ব্ব বিবাহ পর, পুনরপি নৃপবর,
বিবাহ না করে কোথা কেহ ॥
কৃষ্ণচন্দ্র কুতূহলে, রুক্মিণী হরিলা বলে,
ভাব দেখি কোথা সংস্কার।
পার্থ বীর ব্রহ্মচারী, ভজিলা সুভদ্রা নারী,
সত্যভামা যুক্ত পাত্র আর ॥
গ্রন্থশ্রেষ্ঠ ভাগবত, তার কিন্তু এই মত,
স্বামিটীকায় নাহি কর্ম্ম নাথে।
আদিপর্ব্বে হলায়ুধ, পরিহরি সর্ব্ব ক্রোধ,
পুনঃ সম্প্রদান কৈলা পার্থে ॥
কল্পভেদে মতভেদ মুনিবাক্য বটে বেদ,
পুনরপি বিবাহে কি ফল।
বিধিলিপি থাকে যেই, সঙ্ঘটন হয় সেই,
নরনাথ না হবে বিফল ॥

স্বপ্নে অনিরুদ্ধ সঙ্গে, নানা সুখভোগরঙ্গে,
নিদ্রাভঙ্গে উঠে বাণসুতা।
বিরহে শরীর দহে, কদাচিত শ্যামা নহে,
কান্দে রামা মহাদুঃখযুতা॥
চিত্ররেখা সঙ্গে ছিল, অনিরুদ্ধে মিলাইল,
যাবতীয় দুঃখ গেল দূর।
শেষে সেই অনিরুদ্ধ, বাণ রাজা করে রুদ্ধ,
প্রভু তার কৈলা দর্প চূর॥
আছে পূর্ব্বাপর রীত, কিবা তব অবিদিত,
কি ভাবনা কর মহীপাল।
দ্বিজে দেহ রত্নদান, জামাতার রাখ মান,
ঘুষিবেক কীর্ত্তি চিরকাল॥
ভূপতির শুদ্ধ মন, রত্ন করে বিতরণ,
আশীর্ব্বাদ করিল দ্বিজবর্গ।
নরেন্দ্র নিকটে থাকি, বাহু তুলি কহে ডাকি,
নৃপতি অক্ষয় তব স্বর্গ॥
রত্নসিংহাসনমাঝে, বসাইল যুবরাজে,
মন্দ মন্দ চামরসমীর।
সিফাই সান্ত্রি যারা, কুরনিস করে তারা,
আদবেতে লোটাইয়া শির॥
বাবাই কোটাল কাছে, বুকে হাত যোড়া আছে,
শাকীবেতে করিছে সেলাম।
নিরখি কোটালমুখ, হৃদে জন্মে লজ্জা সুখ,
ঈষৎ হাসিল গুণধাম॥

ঘুচিল সকল দুখ, হৃদে জন্মে পুনঃ সুখ,
দম্পতি মিলিল পুনর্ব্বার।
দ্বিগুণ বাড়িল প্রেম, মাণিক্যজড়িত হেম,
সেইরূপ ভাব দোঁহাকার॥
সদা পুটাঞ্জলিপাণি, শ্রীকবিরঞ্জনবাণী,
বিমুক্ত করহ মায়াপাশে।
ভবসিন্ধুপার হেতু, অভয় চরণ সেতু,
উমা আমা উরহ মানসে॥

সুন্দরকে মাতৃবেশে কালীর স্বপ্নদান।

শ্বশুরবাসেতে রহে কবি যুবরাজ।
ভাবেন ভুবন-মাতা ভাল এই কায॥
শাপভ্রষ্ট জন্মধরা আমার সুন্দর।
মম পূজা প্রকাশিতে পৃথিবী ভিতর॥
কামিনী পাইয়া সুখে ভুলিলা কুমার।
তবে ত আমার পূজা হবে না প্রচার॥
ক্ষণমাত্রে ধরি তার জননীর বেশ।
চক্ষে বহে শত ধারা বিগলিত কেশ॥
মলিন বসন ভাতি শোকেতে ব্যাকুলা।
কান্দে রাণী সকল শরীরে মাখা ধূলা॥
নিশি অর্দ্ধযামশেষে স্বপ্নে কহে শিবা।
ওরে পুত্র সুন্দর তোমারে কব কিবা॥
এই হেতু করে লোক সন্তানকামনা।
পেয়ে পিণ্ডদান খণ্ডে সকল যাতনা॥

বৃদ্ধকালে নানা জাতি সেবা করে সুত।
কত বা সন্তান জন্মে কত জন্মে ভূত ॥
তোমার সুখ্যাতি পুত্র শুনি ঠাঁই ঠাঁই।
সুন্দর সমান ধীর ত্রিভুবনে নাই ॥
কেন নহিবেক বাছা সন্তানের কার্য্য।
পিতা মাতা ছাড়িলা ছাড়িলা নিজ রাজ্য ॥
কি দোষ তোমার কলিযুগের এ ধর্ম্ম।
ছাড়ান বিষম বটে রমণীর মর্ম্ম ॥
ভাল বাছা তুমি কোনরূপে ভাল থাক।
জুড়াক পরাণ মুখে মা বলিয়া ডাক ॥
নিদ্রাভঙ্গে উঠি কবি কান্দে উভরায়।
কহে মাগো মোরে ছেড়ে গেলে গো কোথায় ॥
পতি করে রোদন রোদন করে সতী।
কোন মতে শান্ত্য নহে ভূপতিসন্ততি ॥
শ্রীকবিরঞ্জন কহে কবি কৃতাঞ্জলি।
শ্রীরামদুলালে মাতা দেহি পদধূলি ॥

সুন্দরের স্বদেশগমনার্থ বিদ্যার নিকটে বিদায়প্রার্থনা।

কান্তকরে ধরে, কহে মৃদু স্বরে,
বিদ্যাবতী বিনোদিনী।
আমি তুয়া দাসী, কহ গুণরাশি,
বিশেষ কারণ শুনি ॥

চিত্তে কেন দুখ, ম্লান বিধুমুখ,
নয়নে সহস্র ধারা ।
তুমি যুবরাজ, নাহি বাস লাজ,
কান্দিছ অবলা পারা ॥
কবিবর কহে, শোকে তনু দহে,
মনেতে পড়েছে মাতা ।
প্রভাতে যামিনী, প্রত্যূষে কামিনী,
যাব যে করে বিধাতা ॥
অনুচিত কার্য্য, পরিহরি রাজ্য,
চিরদিন গৌড়ে ভ্রমি ।
গমনবিষয়, প্রেয়সীকে কয়,
যাবে কি না যাবে তুমি ॥
বিষম ভারতী, শুনি কহে সতী,
নাথ কি কব তোমাকে ।
পতি পূজে যেবা, করে পতিসেবা,
সে নাকি বিচ্ছেদে থাকে ॥
প্রভু কিন্তু কই, বৎসরেক বই,
নিতান্ত যাব সে দেশ ।
কান্তাকথা রাখ, বৎসরেক থাক,
পাইয়াছ বহু ক্লেশ ॥
নিকটে ললনা, সুখভোগ নানা,
পরম কৌতুক কর ।
যে মাসে যে গুণ, প্রভু শুন শুন,
বিদগ্ধ কবিবর ॥

ভীমসীমন্তিনী, ভূধরনন্দিনী,
ভবনবন্দিনী শ্যামা।
কিঙ্কর প্রমাদে, স্থান দেহ পদে,
দোষপুঞ্জ কর ক্ষমা॥

বিদ্যা কর্ত্তৃক বারমাস বর্ণন।

প্রথমে প্রবেশ মধু, কান্ত যার দূরদেশ,
সুখ ক্লেশ রসলেশ নাই।
বিষম কুসুমশর শরে তনু জর জর,
কিসে সুখ বিমুখ গোঁসাই॥
মলিন বদনশশী ভাবয়ে ভুবনে বসি,
নীরে শশি নহে ভক্ষি বিষ।
নেত্রানলে ভস্ম করি, মরে জীয়ে পুনঃ সেই,
ধ্যানে . নে বিরূপাক্ষ ঈশ॥
রবে বিষতুল্য ... বপু দহে নিরন্তর,
নিদাঘে শরীর যায় দহি।
নবীন তরুছায়, সুখে শিখী নিদ্রা যায়,
তদঙ্কে নিঃশঙ্কে রহে অহি॥
শুন শুন, গুণরাশি, আমি তুয়া প্রিয়া দাসী,
আমার তোমার বড় কেবা।
মলয়জপঙ্করঙ্গে, চর্চ্চিত করিব অঙ্গে,
ইচ্ছা আছে এইরূপ সেবা॥

মিথুনে মিথুনে যেই, ধন্য পুণ্যবন্ত সেই,
অন্য কেবা সেজন সমান।
বিরহিণী কুলদারা, যারা তারা সেবে তারা,
প্রায় মরা কণ্ঠাগত প্রাণ ॥
ঘন ঘন ঘন রব, অবশ শরীর সব,
মনোভব নিতান্ত দুরন্ত।
কদম্বকুসুম ফুটে, বনতটে মন ছুটে,
দুঃখ শান্ত কান্ত কি কৃতান্ত ॥
কর্কটে বরিষা বাড়ে, পক্ষী নাহি বাসা ছাড়ে,
যাতায়াত সকলে রহিত।
ঘর ছাড়া পতি যার, অভাগ্য কপাল তার,
ধীরে ধীর বিধি বিড়ম্বিত ॥
নরাধর গুরু গর্জ্জে, যে বুঝি মদন তর্জ্জে,
ঝাটনি দামনি বাহু লাড়া।
দেবরাজ দম্ভে মর্ম্ম, দেখ কি অনীত কর্ম্ম,
মড়ার উপরে হানে খাড়া ॥
সিংহে মহী একাকার, জল ভিন্ন স্থল আর,
তিল অর্দ্ধ নাহি দেখি মাত্র।
ভেকের পরম সুখ, কাল কোকিলের দুখ,
কামিনীর কেঁপে উঠে গাত্র ॥
দিবা যায় গৃহনাটে, রজনীতে বক ফাটে,
আবেশে বালিস চাপে কোলে।
যে সুখ পতির সঙ্গে, প্রসঙ্গ কি তার সঙ্গে,
ঘৃতের সুস্বাদ কোথা ঘোলে ॥

কন্যার কেবল যুক্তি, ভক্তিভাবে পূজে শক্তি,
মুক্তি লাভ উক্তি উক্ত বেদে।
যে গৃহী সাধক দীন, সেই সেই দিবস তিন,
মরমে মরিয়া থাকে খেদে॥
মৃণ্ময়ী দশভুজা, করিব তাঁহার পূজা,
দাসীর বচন রাখ প্রভু।
যে আজ্ঞা করিবে যবে, ক্ষণেকে বিস্তর পাবে,
এ কথা অন্যথা নহে কভু॥
তুলা তুলা আর নাই, তুলা কর এই ঠাঁই,
দ্বিজে দান দিতে পুণ্যচয়।
তুমি সুরতরুকল্প, আমি রাণী অতি অল্প,
মনে বুঝি দেখ হয় নয়॥
প্রথমত হিমাগম, বিরহিজনার যম
নলিনীর দর্প করে চূর।
যে যুবতী নহে দুই, শুয়ে করে হাইকুই,
কান্দে সতী পতি অতি দূর॥
শুন প্রভু হৃদয়েশ, নিবেদন সবিশেষ,
বৃশ্চিকের বিস্তারিত গুণ।
মাসে নিজে ভগবান, কাটে ঘাটে মাঠে ধান,
সর্ব্ব দ্রব্য দুর্লভ নূতন॥
ত্রিবিধ প্রকার লোক, নাহি দুঃখ রোগ শোক,
পার্ব্বণাদি করে চিত্তসুখে।
অগ্রে দিয়া কাকবলি, সবান্ধবে কুতূহলি,
নূতন তণ্ডুল দেয় মুখে॥

একান্ত বিষম ধনু, শীতে কম্পমান্ তনু,
তরুণী তপন তুল্য সার।
কিসের ভাবনা আছে, সতত থাকিব কাছে,
সেবা হেতু চরণ তোমার ॥
নিত্য উষ্ণ জলে স্নান, উচিত বটে হে প্রাণ,
উষ্ণ অন্ন ঘৃতাদি ভোজন।
দশদণ্ডমধ্যে হবে, দেশে কেন যাবে তবে,
ধীর তুমি ধৈর্য্য কর মন ॥
হেদে প্রাণনাথ কবি, মকরে প্রখর রবি,
এই মাস বিখ্যাত ভুবনে।
প্রাতঃস্নানে মহাপুণ্য, করে সেবা সেই ধন্য,
পারে লোক জিনিতে শমনে ॥
সবিশেষ কর কিবা, জপহোমে রাত্রি দিবা,
প্রভু তুমি থাকহ নিযুক্ত।
চেতনবিশিষ্ট মনু, জপেতে নিষ্পাপতনু,
সংসারসাগরে হবা মুক্ত ॥
আর এক শুন বোল, কুম্ভেতে গোবিন্দদোল,
দরশনে সর্ব্বপাপ নাশে।
বিজ্ঞ বট কি না জান, দেখ হে থাকি কেমন্,
কিছুকাল গোঙে যাবে বাসে ॥
পরম সুখদ মাস, শিশিরে যাতনাহ্রাস
মন্দ মন্দ মলয়পবন।
যুবক যুবতীসঙ্গে, বঞ্চে নিশি রসরঙ্গে,
উভয়ত বিদেশে মরণ ॥

মীনে মীনকেতু পাপ, দ্বিগুণ জ্বালায় তাপ,
সহচর সখা সেই মধু।
তার দৈবে নাই লাজ, কলঙ্কী সে দ্বিজরাজ,
মৃত্যুরূপা পরভৃতবধূ॥
কহে করি প্রণিপাত, শুন শুন প্রাণনাথ,
বসন্ত দুরন্ত মন্দকারী।
রাজা মূর্খ মূর্খ পাত্র, ধর্ম্মজ্ঞান নাহি মাত্র,
বধ করে বিরহিণী নারী॥
এ কাল বিলম্ব কর, পশ্চাতে যাইবা ঘর,
দাসীবাক্যে কান্ত হও শান্ত।
শ্রীকবিরঞ্জনে কহে, গমন বারণ নহে,
দেশে যাওয়া হইল নিতান্ত॥

বিদ্যার শ্বশুরালয় গমনার্থ মাতৃ নিকট বিদায় প্রার্থনা।

কবিবর কহে বাণী, কহ যত ভাল জানি,
চিত্তে কিন্তু প্রবোধ না মানে।
শুন শুন কুরঙ্গাক্ষি, সত্য কহি প্রাণ সাক্ষী,
যাতনা যেমন সেই জানে॥
কবি কহে প্রবোধিয়া, শুন শুন প্রাণপ্রিয়া,
মহাগুরু জনকজননী।
শাস্ত্রসিদ্ধ কথা এই, যা হতে দুর্লভ দেহ,
বিনে মুক্ত উপযুক্ত ধ্বনি॥

শ্রেষ্ঠ পুত্র হয় যেবা, করে পিতামাতা সেবা,
লয়কালে লয় গঙ্গাতীর।
সজ্ঞানে ত্যজিল তনু, ধন্য মানে নিজ জনু,
গয়াশ্রাদ্ধে সার্থক শরীর॥
নম সম দুষ্ট পুত্র, ধরণীমণ্ডলে কুত্র,
লোকভয় ধর্ম্মভয় নাই।
বৃদ্ধ পিতামাতা ঘরে, শোকে দেহ ত্যাগ করে,
কুবুদ্ধি কি লওয়াল গোঁসাই॥
যদি ভাব যাব দূর, থাক নিজে পিতৃপুর,
কিছুকাল কর সুখভোগ।
হও তুমি পুত্রবতী, নিবা যাব পরে-সতী,
কিন্তু দুঃখ সম্প্রতি বিয়োগ॥
হৃদয়েশ ক্লেশকথা, মরমে পরম ব্যথা,
অভিমানে উঠিল অমান।
গোবুগে গলিত নীর, গজেন্দ্রগমন ধীর,
গতি যথা দেখেছে জননী॥
দুহিতা দুঃখিতা দেখি, রাণী বলে বাছা একি,
নলিননয়নে কেন নীর।
কার সনে কৈলা দ্বন্দ্ব, কে কহল কিবা মন্দ,
ফাটে বুক প্রাণ নহে স্থির॥
মায়ের মাথাটি খাও, মাগো মুখ তুলে চাও,
মনের কি দুঃখ নাহি জানি।
বিদ্যা বলে কিবা কব, নিশ্চয় জামাতা তব,
দেশে যান মাগি গো মেলানি॥

সদা পুটাঞ্জলিপাণি, শ্রীকবিরঞ্জনবাণী,
নিযুক্ত করহ মায়াপাশে।
ভবসিন্ধুপার হেতু, অভয়চরণ সেতু,
উমা শ্যামা উরগ মানসে॥

রাণীর প্রতি বিদ্যার প্রবোধবচন।

এ কথা কহিল যদি মুনিমনোহরা।
মহীপতি-মহিলা মূর্চ্ছিত পড়ে ধরা॥
চেতন পাইয়া কহে কহ চন্দ্রমুখি।
মাতৃহত্যাভয় বাছা নাহি একটুকি॥
কেমনে এমন কথা কহ তুমি ঝিয়ে।
বিদেশে পাঠায়ে তোমা অভাগী কি জীয়ে॥
দশমাস গর্ভে বটে ধরেছি গো তাই।
পাইয়াছি যত কষ্ট তার সীমা নাই॥
পালিলাম এতকাল নিত্য দেখি সুখে।
এখনে ছাড়িতে চাহ ছাই দিয়া মুখে॥
তোমার নাহিক দোষ বিধাতা নিষ্ঠুর।
শঙ্কা নাই তাই বিদ্যা যাবে এতদূর॥
হরি হরি কারে কব ললাটের লেখা।
জীবনে মরণে বুঝি আর নাহি দেখা॥
বিদ্যা বলে মাগো তুমি যে কহ প্রমাণ।
ধৈর্য্যাবলম্বন করে আছে যার জ্ঞান॥
কার পুত্র কার কন্যা কার মাতাপিতা।
সর্ব্ব মিথ্যা সত্য এক নগেন্দ্র-দুহিতা॥

বিষম যাঁহার মায়া সংসারব্যাপিনী ।
কৌতুক দেখেন কর্ম্মভোগ করে প্রাণী ॥
বেদেতে বিদ্বান্ বেদব্যাস মহামুনি ।
মায়াতে ভুলিলা তেঁহ শাস্ত্রে হেন শুনি ॥
শুকদেব জন্মিলেন তাঁহার তনয় ।
সুখদুঃখহীন তনু জ্ঞানী মহাশয় ॥
ভূমিগত হবামাত্র স্বকর্ম্মে প্রস্থান ।
ফের ফের বল্যে মুনি পাছে পাছে যান ॥
কত দূরে নারীচয় করে জলক্রীড়া ।
নগ্ন তারা শুকে দেখি না করিল ব্রীড়া ॥
কালযোগে তথা উপস্থিত ব্যাসমুনি ।
সলজ্জিতা কূলে উঠে যত সীমন্তিনী ॥
কাঁপে গুরু উরু চারু বসন পরিল ।
কৃতাঞ্জলি মুনীন্দ্র নিকটে দাঁড়াইল ॥
হাসিয়া কহেন মুনি এই কোন কর্ম্ম ।
বুঝিতে না পারি তোমা সবাকার মর্ম্ম ॥
যুবা পুত্র গেল মোর এই পথ দিয়া ।
লজ্জা না পাইলা মনে সে জনে দেখিয়া ॥
বৃদ্ধ আমি আমাকে দেখিয়া এত লজ্জা ।
বসনাদি পরিলা ধরিলা পূর্ব্ব সজ্জা ॥
সবিনয় কহে তারা শুনহ গোঁসাই ।
মহাযোগী শুকদেব বাহ্যজ্ঞান নাই ॥
মায়াতে মোহিত তুমি মুনি মহাশয় ।
তোমারে দেখিয়া মনে জন্মে লজ্জাভয় ॥

সুতস্নেহে তুমি মুনি চলেছ পশ্চাৎ ।
শুক নাহি ভাবেন ডাকেন পাছে তাত ॥
লজ্জা পেয়ে মুনি চলি গেলা নিজ পুরে ।
প্রবোধ জন্মিল চিত্তে খেদ গেল দূরে ॥
সর্ব্বশাস্ত্রবিজ্ঞ মুনি তাঁর এত জ্বালা ।
কি দোষ তোমার মাগো তুমি ত অবলা ॥
নিবৃত্তিমার্গের কথা কহিলাম মাতা ।
প্রবৃত্তিমার্গের সৃষ্টি সৃজিলা বিধাতা ॥
পাছে নাহি বুঝে পরে করে অনুযোগ ।
কন্যাপুত্র জন্মিলে কেবল কর্ম্মভোগ ॥
তুভ্যমহং সম্প্রদদে কহিলে বচন ।
গোত্র ভিন্ন হয়ে পাছে দৈবের ঘটন ॥
পরপুত্র জননি গো হয় হর্ত্তাকর্ত্তা ।
শাস্ত্রে কহে রমণীর নাথ গুরু কর্ত্তা ॥
রাণী কহে চন্দ্রাননে তুমি রমাসমা ।
বিশ্বকে বুঝাতে পার গুণ আছে ক্ষমা ॥
কিছু কিছু বুঝি বটে এই শাস্ত্রনীত ।
তথাচ বিদরে বুক মায়াতে মোহিত ॥
জল শৈবালের প্রায় মন নহে স্থির ।
ক্ষণেকে বিবেক ক্ষণে বিদরে শরীর ॥
পুনরপি কহে বিদ্যা মন কর দড় ।
শোকে সর্ব্বধর্ম্মলোপ শোক পাপ বড় ॥
সজলনয়নে কহে যত সহচরী ।
ছাড়িয়া মমতা তুমি যাবে কি সুন্দরি ॥

কেন্দে কহে বিমলা কমলা ছেড়ে যাও।
জন্মশোধ দেখি চাঁদমুখ তুলে চাও ॥
সঙ্গে যাবে যারা তারা সহর্ষবদন।
যে না যাবে কত কব তাহার যাতন ॥
রাজার নিকটে রাণী কহে সবিশেষ।
দুহিতা জামাতা তব অদ্য যান দেশ ॥
শ্রীকবিরঞ্জন কহে করি কৃতাঞ্জলি।
শ্রীরামদুলালে মাতা দেহ পদধূলি ॥

বিদ্যা সহ সুন্দরের স্বদেশগমন।

বীরসিংহ নৃপ্রধান, শুনিলা জামাতা যান,
হায় হায় রোদন বদনে।
ক্ষণে ক্ষণে পড়ে মহী, খেদ করে রহি রহি,
বিধাতার এই ছিল মনে ॥
হৃদয়ে পরম ব্যথা, কহে কথা যাব কোথা,
কার বিদ্যা কে লয়ে চলিল।
স্বপ্নরূপ কন্যাগুলা, ভেঙ্গে গেল ধূলাখেলা,
শোকশেল হৃদয়ে পশিল ॥
ক্ষণকাল মৌনে থেকে, সুন্দর জামাতা ডেকে,
স্তব করে বাক্য সকরুণে।
বাপা এই বৃদ্ধকাল, ভাল তব ঠাকুরাল,
বিহিত করহ নিজ গুণে ॥
দিলাম সকল রাজ্য, চেষ্টা পাও রাজকার্য্য,
আনাই তোমার মাতাপিতা।

বেহাই বেহাই সুখে, যাইব উত্তর মুখে,
তুমি রাজা মহিষী দুহিতা ॥
শ্বশুরের সন্নিকটে, কহিবেক কহে বটে,
স্বরূপ কহিলা মহারাজ।
কিন্তু একবার যাই, দেখি বন্ধু বাপ ভাই,
না যাইলে ভাল নহে কায ॥
সতী সত্য শুন শুন, আগমন শীঘ্র পুনঃ
হবে তব রাজ্যে মহাশয়।
সম্প্রীতি বিদায় মাগি, আমা দোঁহাকার লাগি,
বৃথা শোক করহ হৃদয় ॥
অপরাহ্নে উঠি যায়, অতি দূরন্তর রায়,
সে দেশত ছাড়া নহে মূল।
অন্যমত ভাব পাছে, মানস তোমার কাছে
থাকিল গমন সেই ভুল ॥
দানে রাজা কত মূল্য, দিলা দ্রব্য বহুমূল্য,
ছত্র গজ রথ দাস দাসী।
হাজার সোয়ার সাথ, চামরাই নিশানাথ,
আনন্দিত কবি গুণরাশি ॥
কন্যা কোলে করি রাণী কহিলা গদ্গদ বাণী,
তুমি রাজলক্ষ্মী ছিলা মাতা।
ছাড়িয়া চলিলা দেশ, বুঝি পরমায়ুঃ শেষ,
ভূপতিকে বিমুখ বিধাতা ॥
পতিপ্রাণা শাস্ত্রে উক্তি, তোমা বুঝাবার শক্তি
ভূমণ্ডলে আর কার নাই ॥

কিন্তু ব্যবহার আছে, তেঁই গো তোমার কাছে,
গোটা দুই কথা বাছা কই ॥
পুরে গুরুলোক যত, তাহা সবাকার মত,
হবে রবে মহানায্যে সেবায় ।
দয়া পরিজন প্রতি, নার থাকে গুণবতী,
সেই সে গৃহিণীপদ পায় ॥
জনকজননীপদ, ধরি করে গদগদ,
কহে বিদ্যা সজলনয়নে ।
এই তুমি জন্মদাতা, নিকটে বটেন মাতা,
দুঃখিনীরে যেন থাকে মনে ॥
সুন্দর সুন্দর নাম, দেবীপুত্র গুণধাম,
অষ্টাঙ্গে প্রণাম করে সুখে ।
দশদণ্ড মাত্র দিবা, দণ্ডাতা স্মরিয়া শিবা,
রথে উঠে চলে দেশমুখে ॥
গ্রামবাসী যত লোক, সকলের মহাশোক,
সখীচয় চিত্রিত পুতুলী ।
শোকে বুক নাহি বান্ধে, রাজা রাণী দোঁহে কান্দে,
কলেবর ধূসরিতধূলি ॥
দশ দিবসের পথ, দশ দণ্ডে যায় রথ,
ত্বরা করে গুণের গরিমা ।
বিদ্যা কহে প্রভু ক্রোধ, ত্যজ দেখি জন্ম শোধ,
জনকের অধিকারসীমা ॥
এড়াইল দেশ নানা, দূরে স্বাধিকার থানা,
মনে মনে পরম কৌতুক ।

ত্বরাতে নাহিক কায, সারথিরে যুবরাজ,
কহে রথ রাখ একটুক॥
ধন হেতু মহাকুল, পূর্ব্বাপর শুদ্ধমুল,
কৃত্তিবাস তুল্য কীর্ত্তি কই।
দানশীল দয়াবন্ত, শিষ্ট শান্ত গুণানন্ত,
প্রসন্না কালিকা কৃপামই॥
সেই বংশসমুদ্ভব, পুরুষার্থ কত কব,
ছিলা কত কত মহাশয়।
অনচির দিনান্তর, জন্মিলেন রামেশ্বর,
দেবীপুত্র সরলহৃদয়॥
তদঙ্গজ রামরাম, মহাকবি গুণধাম,
সদা যারে সদয়া অভয়া।
তদঙ্গজ এ প্রসাদে, কহে কালিকার পদে,
কৃপাময়ি ময়ি কুরু দয়া॥

সুন্দরকে আনয়নার্থ তাঁহার পিতামাতার প্রত্যুদ্গমন।

অধিকারে উপনীত গুণসিন্ধুসুত।
শীঘ্রগতি নিজ পুরে পাঠাইলা দূত॥
দূতমুখে নরপতি শুনি শুভ ভাব।
মৃত যেন পুনরপি পায় জীবন্যাস॥
আনন্দের ওর নাহি বাহু তুলি নাচে।
অমনি উঠিয়া গেল মাহষার কাছে॥

হাসি কহে কি কর কি কর ভাগ্যবতি।
পুত্রবধূ দেখ গিয়া উঠ শীঘ্রগতি॥
রাণী বলে প্রভু তুমি কি কহিলা কথা।
সুন্দর গুণের নিধি বাছা মোর কোথা॥
আর কি এমন দিন আমার হইবে।
চাঁদমুখে মা কথাটি সুন্দর কহিবে॥
পুরবাসি সহ রাজারাণী রথে উঠে।
বাল বৃদ্ধ যুবা লোক পাছে পাছে ছুটে॥
সৈন্যকোলাহল শব্দে কর্ণে লাগে তালী।
কাড়া সঙ্গে রঙ্গে চলে লক্ষ লক্ষ ঢালী॥
প্রথমতঃ সাজিল হাবেসি ঘোড়া ঘোড়া।
লস্করের আগে যায় নাচাইয়া ঘোড়া॥
ঘন ঘন ডঙ্কা শঙ্খ রিপু চমকিত।
উড়িছে পতাকা সিতাসিত রক্ত পীত॥
কটকের পদভরে কম্পিত মেদিনী।
ফুকারে নকিব জয় করালবদনী॥
স্বগৃহে শয়নে সুখে ছিল মহাপাত্র।
উঠে ছুটে চলিল সংবাদ পাবামাত্র॥
পথ করে পরিষ্কার চিত্তে কুতূহলী।
দোসারি রোপিল চারু শ্রীরামকদলী॥
আম্রশাখাযুক্ত বারিপূর্ণ স্বর্ণঘট।
শীঘ্র করে স্থাপনা শ্রীগড় সন্নিকট॥
পিতামাতা দেখি কবি নামি ভূমিতলে।
সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে বস্ত্র দিয়া গলে॥

সন্তোষসাগরমধ্যে ভাসে রাজারাণী।
পুত্র কোলে করে দোঁহে প্রসারিয়া পাণি॥
সে সময় যত সুখ কথায় কে কবে।
সহস্র বদন হঁয় কৈতে পারে তবে॥
দ্বিগুণ উথলে প্রেম নিরখিয়া বধূ।
সঘনে চুম্বতি রাণী মুখরাকাবিধু॥
শ্রীকবিরঞ্জন কহে কালী কৃপাময়ী।
আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই॥

বিদ্যাকে দর্শনার্থ পুরবাসি-নারীগণের আগমন।

মঙ্গলাচরণে কুলাচার যত ছিল।
পুত্রবধূ নিয়া নিজ গৃহে প্রবেশিল॥
গুণসিন্ধু দয়াসিন্ধু কল্পতরুরূপ।
রত্নভাণ্ডার বিতরণ করে ভূপ॥
ভাঙ্গিল নগর কেহ ঘরে নাহি রহে।
পরস্পর সকলে সকল বার্ত্তা কহে॥
উপনীত ক্রমে ক্রমে দ্বিজপত্নীগণ।
জনে জনে দিলা রাণী রত্নসিংহাসন॥
আসন থাকুক আগে এসে শুন রাণী।
বধূ তব কেমন দেখাও দেখি আনি॥
কুতূহলী পদধূলি শিরে বান্ধে সতী।
সকলে কহেন বাছা হও পুত্রবতী॥

করে ধরে টেনো নিয়া বসায় নিকটে।
হাসি হাসি কহে ঘরভরা বউ বটে॥
কোন রামা বলে বুঝি পাঁচ মাস পেট।
মরমে লজ্জিতা ধনী মাথা করে হেঁট॥
মুখফোঁড়া মেয়ে বলে হেদে কি জঞ্জাল।
আইবড় বাপঘরে ছিল এতকাল॥
বয়োধিকা কেহ কহে ব্রাহ্মণবনিতা।
এ মেয়ে সামান্যা নহে পরম পণ্ডিতা॥
পণ ছিল শাস্ত্রে যেবা করে পরাভব।
তারে দিবে বালা মালা সেই হবে ধব॥
নিরখিয়া নববধূ দ্বিজবধূচয়।
সকলে সদনে গেলা সদয়হৃদয়॥
জগদীশ্বরীকে কৃপা কর মহামায়া।
মমানুজ বিশ্বনাথে দেহ পদছায়া॥
যে গাওয়ায় যেবা গায় তাহার মঙ্গল।
নায়ক সহিতে শিবা করহ কুশল॥
ধন্যা দারা স্বপ্নে তারা প্রত্যাদেশ তারে
আমি কি অধম এত বৈমুখ আমারে॥
জন্মে জন্মে বিকায়েছি পাদপদ্মে তব।
কহিবার কথা নহে বিশেষ কি কব॥
প্রসাদে প্রসন্না হও কালী কৃপাময়ি।
আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই॥

সুন্দরের স্বরাজ্যাভিষেক এবং বিদ্যার পুত্রোৎপত্তি।

নৃপ শুভক্ষণে, রত্নসিংহাসনে,
পুত্রে করে অভিষেক।
ধরে ছত্রদণ্ড, সুখী রাজ্যখণ্ড,
সম্মত প্রজা প্রত্যেক॥
বামেতে মহিষী, পরম রূপসী,
গৌড়াধিকারিদুহিতা।
মনে বাসি হেন, রামচন্দ্র যেন,
সঙ্গে শশিমুখী সীতা॥
কবিরাজ রাজা, পুত্র সম প্রজা,
পালয়ে পূর্ণাভিলাষ।
নৃপ জরাগ্রস্ত, দারা সহ ত্রস্ত,
কৈলা বারাণসীবাস॥
বিদ্যাবতী সতী, প্রসবে সন্ততি,
মাঘী শুক্লা ত্রয়োদশী।
অভেদ সুন্দর, রূপ মনোহর,
যেমত শরদশশী॥
নিজ দেহছবি, নিরখিয়া কবি,
তনয়তনু নেহালে।
মন্দ মন্দ হাসে, এই মনে বাসে,
যেন দীপে দীপ জ্বলে॥

করে বিতরণ, রতন বসন,
কুঞ্জর ঘোটক ধেনু।
মহা কুতূহলী, শিরে দিল তুলি,
লক্ষদ্বিজপদরেণু ॥
জাতদিনাবধি, কুলাচারবিধি,
করে কবি গুণধান।
ষষ্ঠ মাসে সুখে, অন্ন দিল সুখে,
পদ্মনাভ রাখে নাম ॥
পঞ্চম বৎসরে, কর্ণবেধ করে,
বিদ্যারম্ভ শুভ দিনে।
সপ্তদিন মাত্র, লেখে তালপত্র,
পঞ্চাশত বর্ণ চিনে ॥
বালক ত্বরায়, ব্যাকরণ সায়,
ভট্টি অভিধান গণ।
রঘুকুমারাদি, সাঙ্গ হল যদি,
অলঙ্কারে দিল মন ॥
রূপাদিতা চণ্ডী, পাঠ করে দণ্ডী,
তদনু কাব্যপ্রকাশে।
ন্যায়শাস্ত্রে ঘূণ, কত কব গুণ,
কবিচিত্তে মহোল্লাসে ॥
জ্যোতিষ পিঙ্গল, সাঙ্খ্য পাতঞ্জল,
মীমাংসা বেদান্ত তন্ত্র।
কোন ক্ষোভ নাই, জননীর ঠাঁই,
নিল একাক্ষরী মন্ত্র ॥

যেমন জনক, তেমন বালক,
উভয়ত মহাকবি।
কালীপদতলে, শ্রীপ্রসাদে বলে
ভবে ত্রাণ কর দেবি॥

সুন্দরের দক্ষিণকালিকামূর্ত্তি সংস্থাপন এবং শবসাধনোদ্যোগ।

ক্রমে ক্রমে বয়ঃক্রম ত্রয়োদশ বর্ষ।
জনকজননীচিত্তে জন্মে মহাহর্ষ॥
বিবাহ দিলেন কুলে তুল্য রাজকন্যা।
রূপবতী গুণবতী ধরাতলে ধন্যা॥
কতকাল গৌণে মনে জন্মিল ভাবনা।
পুরিমধ্যে থাকে ইষ্টদেবতা স্থাপনা॥
গাথিল দেউল উচ্চ স্পর্শে বিষ্ণুপদ।
চতুর্দ্দিকে পুষ্পোদ্যান সন্নিকটে হ্রদ॥
পাষাণে নির্ম্মাণ কৈল কালিকা দক্ষিণা।
শবারূঢ়া মুক্তকেশী বসনবিহীনা॥
মুণ্ডমালাবিভূষণা খড়্গমুণ্ডধরা।
বামে ম্যে বরাভয় ব্রহ্মময়ী পরাৎপরা॥
অসংখ্য মহিষ মেষ ছাগ নানা বলি।
কনকচম্পক দিল চরণে অঞ্জলি॥
উপহার দ্রব্যভার সীমা কব কত।
স্তূপ স্তূপ পর্ব্বত প্রমাণে শত শত॥

তথাপিও কদাচ প্রসন্ন নহে চিত্ত।
শব সাধনার্থে খেদ করে নিত্য নিত্য ॥
প্রযত্নে সঙ্গতি করে চণ্ডালের শব।
সাধকেন্দ্র সুন্দর সাহস অসম্ভব ॥
ভৌমবারযুতা কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী নিশি।
শ্মশানে চলিলা সঙ্গে মহিষী রূপসী ॥
বিস্তারিত বিবরণ বর্ণিলে সমস্ত।
গ্রন্থ যাবে গড়াগড়ি গানে হব ব্যস্ত ॥
জ্ঞাত নহি বলে কেহ না করিবা হেলা।
বিষম বিষয় কালসর্প নিয়া খেলা ॥
স্বকীয় কল্যাণ কিন্তু চিন্তা করা চাই।
ভঙ্গাতে সংক্ষেপে কিছু কিছু কয়ে যাই ॥
অকর্ত্তব্য হেতু কত ব্যতিক্রম হবে।
আগমজ্ঞ কেহ কোন দোষ নাহি লবে ॥
শ্রীকবিরঞ্জন কহে কালী কৃপাময়ী।
আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই ॥

পূর্ব্ব উক্ত স্থানে গেল কবি শীঘ্রগতি
সামান্যার্ঘ্যে সুবিধান করে মহামতি ॥
যাগভূমি প্রদক্ষিণ পাঠ করে মন্ত্র।
সুন্দর সুধীর জ্ঞাত যাবতীয় যন্ত্র ॥
গুরুদেব গণপতি বটুক যোগিনী।
পূর্ব্বদিগ ক্রমে পূজে কবিশিরোমণি ॥

বীরার্দ্দন মন্ত্র কবি লিখিল ভূতলে।
যে চাত্র বচন কহে মহা কুতূহলে॥
পুষ্পাঞ্জলিত্রয় দিয়া করে প্রণিপাত।
পূর্ব্ব উক্ত ক্রমে বলি দিল নরনাথ॥
অঘোর মন্ত্রেতে শিখা বান্ধে ততক্ষণ।
সুদর্শন অস্ত্র করে হৃদয়ে রক্ষণ॥
ভূতশুদ্ধিন্যাস সারে ত্বরায় ত্বরায়।
জয়দুর্গা মন্ত্রে দিক্ সর্ষপ ছড়ায়॥
তিলোঽসীতি মন্ত্রে তিল ফেলে সেইরূপ।
তদন্তরে শবের নিকটে গেল ভূপ॥
শবের লক্ষণ কহি শুন ধীরজন।
আছে যেপ্রকার তন্ত্রসারের বচন॥
শূলে খড়্গে বজ্রে সর্পাঘাতে কি কুমন্ত্রে।
যষ্টি বিদ্ধ জলে মৃত গ্রাহ্য উক্ত তন্ত্রে॥
কিন্তু যে সে ঘায় মরে না লবে সে শব।
বলেছেন গোবিপ্র স্ত্রীরূপা গ্রাহ্য ভব॥
সম্মুখ সংগ্রামমধ্যে নষ্ট যে শরীর।
সে শব প্রশস্ত লবে লবে যেবা ধীর॥
সর্ব্বদা না লবে ভাই শব পর্য্যুষিত।
শাস্ত্রমত কর্ম্ম করে যেজন পণ্ডিত॥
মূলমন্ত্র পাঠ করে পূজাস্থানে নিল।
উক্ত মন্ত্রে সুকৌতুকে জলবিন্দু দিল॥
পুষ্পাঞ্জলিত্রয় দিয়া পুনশ্চ প্রণাম।
বিবেশেতি মন্ত্র পাঠ করে গুণধাম॥

ক্ষালন প্রশস্ত শব সুবাসিত জলে।
নববস্ত্রে পরিষ্কার কৈল কুতূহলে॥
ধূপেন ধূপিতং কৃত্বা গ্রন্থের বচন।
সেইমত চন্দনাদি করিল লেপন॥
রক্ত আভা হয় যদি চন্দন লেপিতে।
শবে করে ভক্ষণ সাধকে আচম্বিতে॥
নিজ করে যত্নে ধরে শবকটিদেশ।
পৃষ্ঠাস্থানে নিল অগ্রাসুবুদ্ধি নরেশ॥
ততঃপরে কুশশয্যা করে গুণনিধি।
পূর্ব্বশির রাখে শব আছে যেবা বিধি॥
এলাইচ লবঙ্গ কর্পূর জায়ফল।
তাম্বূলাদি শবমুখে দিলেক সকল॥
পুনরপি সেই শব করে অধোমুখ।
তৎপৃষ্ঠে চন্দনে লিখে চিত্তে মহাসুখ॥
বাহুমূল কটিদেশ পরিমাণ তার।
চতুরস্র মধ্যে পদ্ম তাহে চতুর্দ্বার॥
দলাষ্টক সমন্বিত মধ্যে পুষ্ঠে মন্ত্র।
লিখে কবি তন্ত্রমত জ্ঞাত মন্ত্র যন্ত্র॥
নিবেদন যাবতীয় পণ্ডিত নিকটে।
ভিন্ন তন্ত্রে কিন্তু এই কথা ব্যক্ত বটে॥
উপদ্রব যদ্যপি জন্মায় যত্ন করে।
নিষ্ঠীবন দিবে শবে কটিদেশ ধরে॥
তদুপরি রক্তকম্বলাদি দিব্যাসন।
শীঘ্রগতি করে পুনরপি প্রক্ষালন॥

বজ্রকাষ্ঠ দ্বাদশ অঙ্গুলি পরিমাণ।
দশদিক্ পূর্ব্বমত রাখে স্থানেস্থান ॥
ইন্দ্রাদি দেবতা পূজে স্বামিসম্বোধনে।
বিঘ্ন নিবারণ করে মহা সাবধানে ॥
চতুঃষষ্টি ডাকিনী যোগিনীগণ যত।
সবাকার পূজা কৈল ভক্তিযুক্ত নত ॥
মূলমন্ত্রে শবানন পূজে মহাকবি।
ঘোটকারোহণ ক্রমে বৈসে যেন রবি ॥
স্বকীয় চরণতলে দিল কুশাসন।
শবকেশ ধরে করে চুটিকাবন্ধন ॥
গুরুদেব গণপতি দেবীকে প্রণাম।
ষড়ঙ্গন্যাসাদি যত কৈল প্রাণায়াম ॥
ক্ষেপ করে দশদিক্ লোষ্ট্র বিবন্ধনে।
তদন্তে সঙ্কল্প কৈল উল্লসিত মনে ॥
অর্ঘ্যাদি স্থাপন করে শবচুটিকায়।
আসন পূজিয়া পীঠ পূজা কৈল তায় ॥
তদন্তরে পূজে দেবী সুখে শক্তিরূপ।
শবমুখে কৌতুকে তর্পণ কৈল ভূপ ॥
ততঃ শব তুলিলে সম্মুখে দাঁড়াইয়া।
বজ্রসামে ভারত মন্ত্র পড়ে হৃষ্ট হৈয়া ॥
পট্টসূত্রে বান্ধে তার যুগল চরণ।
শবপদতলে যন্ত্র লিখন ত্রিকোণ ॥
শবকরযুগ্মপার্শ্ব প্রযত্নে প্রসার্য্য।
তদুপরি কুশাসন রাখে যাহে কার্য্য ॥

তদুপরি নিজ পদ নৃপতি নিধায়।
পুনঃ প্রাণায়াম করে ভক্তিযুক্ত কায় ॥
শিব শিবা গুরু ভাবে হৃদিমধ্যে দেবী।
মহাশঙ্খমালা জপ করে মহাকবি ॥
করে অসি রূপসী মহিষী প্রেমময়ী।
কিছু দূর থাকি কহে মা ভৈঃ মা ভৈঃ ॥
কহেন করুণাময়ি থাকি বিমানেতে।
দেহি মে কুঞ্জর বলি আশু ধরাপতে ॥
দৈববাণী শুনি কহে কবি শিরোমণি।
অদ্য নহে দিনান্তরে দাস্যামি জননি ॥
মহামায়া মহাতুষ্টা মহাকবি প্রতি।
বরং বৃণু বরং বৃণু সঘনে ভারতী ॥
নলিননয়নে নীর নিরখিয়া ইষ্ট।
প্রেমে পুলকিত প্রাণ পূর্ণ মনোভীষ্ট ॥
ধরে ধরাধরপুত্রীপদ কবিবর।
ধরাতলে ধরাপতি ধূলায় ধূসর ॥
সুন্দর সুস্বরে কহে সুধাধিক উক্তি।
দর্শনে তোমার মাগো চতুর্ব্বিধ মুক্তি ॥
নাহি চাহি কুঞ্জরালী বাজিরাজি রাজ্য।
জায়াপত্য দাসদাসী বাসি কিবা কার্য্য ॥
মনোমম হংস পাদপদ্মে বিহরতু।
অঙ্গীকার কৈলা মাতা তথাস্তু তথাস্তু ॥
কলিকাল বিষম শুনহ শুদ্ধমতি।
সবেমাত্র দ্বরা এক বর্ণ ভবিষ্যতি ॥

ব্রাহ্মণে করিবে বেদবহিষ্কৃত কর্ম্ম।
অধর্ম্মণ্য রাজা হবে রাজ্য শূন্যধর্ম্ম॥
অষ্ট বর্ষে রমণীর জন্মিবে অপত্য।
মিথ্যা কথা বিনে লোক নাহি কবে সত্য।
অবলা চঞ্চলা চলা মন্দ ফলা হবে।
ভ্রমে কেহ ঈশ্বরের নাম নাহি লবে॥
কলির চরিত্র সব কহিলাম এই।
শীঘ্র মৃত্যু হয় যরে পুণ্যধাম সেই॥
সাবধানে শুন পুত্র সর্ব্ব কথা কহি।
শাপভ্রষ্ট তোমা দোঁহাকার জন্ম মহী॥
বিদ্যাবতী হারাবতী তুমি মালাধর।
মম পূজা প্রকাশার্থে হইয়াছ নর॥
শাপান্ত নিতান্ত পুত্র পূর্ণ বটে কাল।
পুনরপি স্বস্থানে করহ ঠাকুরাল॥
এত কহি কৈলাসশিখরে গেলা দেবী।
মনে মনে আপনাকে শ্লাঘ্য মানে কবি॥
লভিল উত্তমা সিদ্ধি ধরণীভূষণ।
পুরমধ্যে তিন দিন রহে সঙ্গোপন॥
সেই তিন দিবসেতে আছে কত জ্বালা।
সঙ্গীত শ্রবণে সাধকেন্দ্র হয় কালা॥
নৃত্য নিরীক্ষণে নেত্র নষ্ট এ কৌতুক।
যদি কিছু বাক্য কহে তবে হয় মূক॥
দেবতা থাকেন তার দেহে এক পক্ষ।
অকর্ত্তব্য বিপ্রনিন্দা হবেক সুপক্ষ॥

এই শব সাধনে শিবত্ব পায় নর।
ঈশ্বরীকে কহিলেন আপনি ঈশ্বর ॥
শ্রীকবিরঞ্জনে মাতা হও কৃপাময়ী।
আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই ॥

পুত্র পদ্মনাভকে রাজ্য দিয়া বিদ্যা সুন্দরের স্বর্গারোহণ।

চতুর্থ দিবসে কবি সিংহাসনে ধীর।
বিরাজিত তেজোময় যেমত মিহির ॥
কুলপুরোহিত ডাকে মহাহর্ষযুক্ত।
নিজ রাজ্যে নিজ পুত্রে করে অভিষিক্ত ॥
বিরলে বালক প্রতি কহে রাজনীত।
শিশু কিন্তু সর্ব্বকার্য্যে বটহ পণ্ডিত ॥
আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম তেকারণে কহি।
এইরূপে পালন করহ সুখে মহী ॥
পরস্ত্রী জননীতুল্যা থাকে যেন মনে।
কদাচ না লোভ যেন হয় পরধনে ॥
একান্ত বিহিত নহে মান-মান-ভঙ্গ।
সর্ব্ব ধর্ম্ম নষ্ট তবে যাবে নীচসঙ্গ ॥
নিরন্তর থাকা ভাল রিপু সঙ্গে শৌর্য্য।
সম্পদে বিনয়ী হবে বিপদেতে ধৈর্য্য ॥

ব্রাহ্মণ মামকী তনু ঈশ্বরাজ্ঞা বটে।
সাবধানে রবে ধরামর সন্নিকটে॥
ভবানী শঙ্কর বিষ্ণু এক ব্রহ্ম তিন।
ভেদ করে সেই মূঢ় জন প্রজ্ঞাহীন॥
গুরুমন্ত্র ইষ্টদেব পরমায়ু ধর্ম্ম।
ব্যক্ত করা মত নহে এ সকল কর্ম্ম॥
গুরু আজ্ঞা বিনা শিক্ষাগুরু করে যে।
গুরু ত্যাগে যে পাপ সে পাপ লভে সে॥
অবচ্ছেদাবচ্ছেদে যে বায় যথা তথা।
সেই মন্ত্রে কদাচ না কবে গুহ্য কথা॥
পদ্মনাভ কহে এ কথায় কিবা লাভ।
বুঝিতে না পারি মহাশয় তব ভাব॥
পুনরপি কবিবর সবিশেষ কহে।
শুনি শিশু শোকে বুকে অশ্রুধারা বহে॥
পক্ককেশের আড়ে পিতা আছি এতকাল।
এত শীঘ্র ছাড়ি যাবা একি ঠাকুরাল॥
এককালে পিতামাতা বিয়োগ যাহার।
পৃথিবীতে জীয়া সুখ কি ছার তাহার॥
পুনঃ কহে সুন্দর নৃপতি বিচক্ষণ।
অদ্য বাব্দশতান্তে বা নিতান্ত মরণ॥
কার মাতা কার পিতা কার অধিকার।
বেদিয়ার বাজি প্রায় অনিত্য সংসার॥
মান্ধাতা প্রভৃতি যত ত্যজিয়াছে দেহ।
ভূমণ্ডলে পুত্র চিরজীবী নহে কেহ॥

কালক্রমে কহ কে কালের নহে বশ।
জ্ঞানী তুমি খেদ কর এত বড় রস ॥
কালীপদ সার কর জপ কালীনাম।
পরলোকে গমন না হবে যমধাম ॥
কতমত কহে পুরাণের কথা নানা।
বহু যত্নে করে কবি তনয়ে সান্ত্বনা ॥
পদ্মনাভ বিদ্যায় হইল যে যে কথা।
কহা নাহি যায় তাহা মর্ম্মে লাগে ব্যথা ॥
সেই দিন রহে রাজারাণী উপবাসী।
প্রাতঃস্নান করে গুণবতী গুণরাশি ॥
দেবীপুরমধ্যে চারু বিল্ববৃক্ষতলে।
যোগাসনে দোঁহে তথা বৈসে কুতূহলে ॥
হৃদাহ্লাদে দক্ষিণকালিকা করে ধ্যান।
যোগবলে এককালে দোঁহে ত্যজে প্রাণ ॥
ধরে অপরূপ পূর্ব্ব রূপকলেবর।
আছিল যেমন হারাবতী মালাধর ॥
ভক্ত সঙ্গে রঙ্গে মাতা চলিলা বিমানে।
মুহূর্ত্তেকে উপনীত শিবসন্নিধানে ॥
রত্নসিংহাসনমাঝে পার্ব্বতীশঙ্কর।
মালাধর হারাবতী ঢুলায় চামর ॥
জ্যেষ্ঠা ভগ্নী ভবানী সাক্ষাৎ লক্ষ্মী দেবী।
যার পাদপদ্ম আমি রাত্রিদিবা সেবি ॥
ভগ্নীপতি ধীর লক্ষ্মীনারায়ণ দাস।
পরম বৈষ্ণব কলিকাতায় নিবাস ॥

বিদ্যাসুন্দর।

ভাগিনেয়যুগ্ম জগন্নাথ কৃপারাম।
আমাকে একান্ত ভক্তি সর্ব্বগুণধাম॥
সর্ব্বাগ্রজ ভগ্নী বটে শ্রীমতী অম্বিকা।
তার দুঃখ দূর কর জননী কালিকা॥
গুণনিধি নিধিরাম বৈমাত্রেয় ভ্রাতা।
তারে কৃপাদৃষ্টি কর মাতা নগজাতা॥
জগদীশ্বরীকে দয়া কর মহামায়া।
মমানুজ বিশ্বনাথে দেহ পদছায়া॥
শ্রীকবিরঞ্জনে মাতা কহে কৃতাঞ্জলি।
শ্রীরামদুলালে মাগো দেহ পদধূলি॥

ইতি জাগরণ সমাপ্ত।

অষ্ট মঙ্গলা

নমো বিশ্ববিভাবিনী, দক্ষযজ্ঞবিনাশিনী,
জনমিলা পর্ব্বতেশ্বরে।
কার্ত্তিকেয় জন্ম হেতু, ভস্মরাশি মীনকেতু,
তদবধি অনঙ্গাখ্যা ধরে॥
দুরন্ত মহিষাসুর, তার দর্প কৈলা চূর,
লীলায় হইলা দশভুজা।
মহিষমর্দ্দিনী নাম, সেতুবন্ধে প্রভু রাম,
প্রকাশিলা শারদীয়া পূজা॥

শুম্ভ নিশুম্ভের গর্ব্ব, সম্মুখ সমরে খর্ব্ব,
শক্তি লভে সুরথ সমাধি ।
ব্রহ্মময়ী পরাৎপরা, জন্মজরামৃত্যুহরা,
তব তত্ব না জানেন বিধি ॥
বিধি হরি ত্রিলোচনে, মহাকালী দরশনে,
গতমাত্র প্রথমতঃ মায়া ।
শেষ জন্মে কৃপালেশ, গত যাবতীয় ক্লেশ,
দিলা পদসরসিজচ্ছায়া ॥
নৃপতি বিক্রমাদিত্য, তোমা পূজে নিত্য নিত্য,
লভিল রমণী ভানুমতী ।
তুমি আদ্যাশক্তি শিবা, মূঢ়মতি জানি কিবা,
কৃপাময়ি অগতির গতি ॥
মালাধর তারাবতী, শাপে জন্ম বসুমতি,
ব্রতকথা জগতে প্রচার ।
কালক্রমে ত্যজি প্রাণ, পুনরপি পরিত্রাণ,
কেবা বুঝে চরিত্র তোমার ॥
ধন হেতু মহাকুল, পূর্ব্বাপর শুদ্ধমূল,
কৃত্তিবাস তুল্য কীর্ত্তি কই ।
দানশীল দয়াবন্ত, শিষ্ট শান্ত গুণানন্ত
প্রসন্না কালিকা কৃপাময়ী ॥
সেই বংশে সমুদ্ভব, পুরুষার্থ কত কব,
ছিলা কত কত মহাশয় ।
অনচির দিনান্তর, জন্মিলেন রামেশ্বর,
দেবীপুত্র সরলহৃদয় ॥

তদঙ্গজ রামরাম, মহাকবি গুণধাম,
সদা যারে সদয়া অভয়া।
তদঙ্গজ এ প্রসাদে, কহে কালিকার পদে,
কৃপাময়ি ময়ি কুরু দয়া॥

সমাপ্তশ্চায়ং গ্রন্থঃ।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

কৃষ্ণকীর্ত্তন এক্ষণে সমগ্র পাওয়া যায় না। মহাত্মা ৺ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত মহাশয় ১২৬০ সালের ১লা পৌষের মাসিক প্রভাকরে যে অংশটুকু প্রকাশ করিয়াছিলেন, নিম্নে তাহাই উদ্ধৃত হইল। জনসাধারণের অনাস্থাবশত একজন প্রকৃত সহৃদয় কবির এইরূপ একটি কীর্ত্তিলোপে আমরা বস্তুতই ব্যথিত।

প্রথম বয়স রাই রসরঙ্গিনী,
ঝলমল তনুরুচি স্থির সৌদামিনী।
রাইবদন চেয়ে ললিতা বলে,
রাই আমার মোহনমোহিনী॥
রাই যে পথে প্রয়াণ করে,
মদন পলায় ডরে॥
কুটিল কটাক্ষশরে।
জিনিল কুসুমশরে॥
কিবা চাঁচর সুন্দর কেশ।
সখী বকুলে বানাইল বেশ॥

তার গন্ধে অলিকুল, হইয়া আকুল,
কেশে করিছে প্রবেশ ॥
নব ভানু ভালেতে নিবাস,
মুখপদ্ম কোরেছে প্রকাশ।
উরে কলিকা যে আছে,
কি জানি ফুটে পাছে,
সখীর হৃদয়ে তরাস ॥
ভাবে পূর্ণচন্দ্র কোলে তার,
অপরূপ শোভা হোল আর।
একি শ্রীবদন ছবি, উপরেতে চাঁদ রবি,
সদন মদন রাজার ॥
অলকা কোলে মতিহার,
কিবা বিচিত্র ভাব বিধাতার।
যেন রাহুর মুখমাঝে, বসনরাজি রাজে,
চাঁদেরে করেছে আহার ॥
আঁখি গোল অনুমানি এই,
চাঁদে হরিণশিশু আছে যেই।
তনু সুধায় লুকায়েছে, ব্যাধে বধে পাছে,
দিগ নিহারই সেই ॥
চারু অপাঙ্গ কাম কামান,
নাসাতিলক শর খরসান।
সেই শ্যামসুন্দর, মানস মৃগবর,
ভাবে বুঝি করিছে সন্ধান ॥

শ্রীশ্রীকালীকীর্ত্তনং

শ্রীশ্রীকালীকীর্ত্তনং

ভবজলধি-নিমগ্ন-রুগ্ন-জনগণ-বিমোচন-করণ-
কারণ ভুবনপালিকা কালিকার
গোষ্ঠাদিলীলা বর্ণন।

বন্দে শ্রীগুরুদেব কি চরণং।
অন্ধপুট খোলে ধ্বন্ধ সব হরণং॥
জ্ঞানাঞ্জন দেহি অন্ধ কি নয়নং।
বল্লভ নাম শুনায়ত কারণং॥
কেবল করুণাময় গুরু ভবসিন্ধুতারণং
তপনী-তনয়-ভয়-বারণ-কারণং॥
সুচারু চরণদ্বয় হৃদে করি ধারণং।
প্রসাদ কহিছে হয় মরণের মরণং।

কালীকীর্ত্তনারম্ভ

মায়ের বাল্যলীলা

গৌরচন্দ্রী ।

গিরিবর আর আমি পারিনে হে

প্রবোধ দিতে উমারে।

উমা কেঁদে করে অভিমান, নাহি করে স্তনপান,

নাহি খায় ক্ষীর ননি সরে ॥

অতি অবশেষ নিশি, গগনে উদয় শশী,

বলে উমা ধরে দে উহারে ।

আমি পারিনে হে, প্রবোধ দিতে উমারে ॥

কাঁদিয়ে ফুলালে আঁখি, মলিন ও মুখ দেখি,

মায়ে ইহা সহিতে কি পারে ।

আয় আয় মা মা বলি ধরিয়ে কর-অঙ্গুলি,

যেতে চায় না জানি কোথারে ॥

আমি কহিলাম তায়, চাঁদ কিরে ধরা যায়,

ভূষণ ফেলিয়ে মোরে মারে ।

উঠে বোসে গিরিবর, করি বহু সমাদর,

গৌরীরে লইয়া কোলে করে ॥

সানন্দে কহিছে হাসি, ধর মা এই লও শশী,
মুকুর লইয়া দিল করে।
মুকুরে হেরিয়া মুখ, উপজিল মহাসুখ,
বিনিন্দিত কোটি শশধরে॥
শ্রীরামপ্রসাদ কয়, কত পুণ্যপুঞ্জচয়,
জগৎ-জননী যাঁর ঘরে।
কহিতে কহিতে কথা, সুনিদ্রিতা জগন্মাতা,
শোয়াইল পালঙ্ক উপরে॥

প্রভাত সময় জানি, হিমগিরি রাজরাণী,
উমার মন্দিরে উপনীত।
মঙ্গল আরতি করি, চেতনা জন্মায় রাণী,
প্রেমভরে অঙ্গ পুলকিত॥
বারে বারে ডাকে রাণী,
জননী জাগৃহি জাগৃহি জাগৃহি,
আগত ভানু রজনী চলি যায়।
পুলকিত কোকবধূ শোক নিভায়॥
উঠ উঠ প্রাণ গৌরি, এই নিকটে দাঁড়ায়ে গিরি,
উঠগো এবমুচিতমধুনা তব নহি নহি নহি।
সুতমাগধবন্দী কৃতাঞ্জলি কথয়তি,
নিদ্রা জহিহি জহিহি জহিহি॥
গাত্র উত্থানং কুরু করুণাময়ি।
সকরুণদৃষ্টিং ময়ি দেহি দেহি দেহি॥

কালীকীর্ত্তন।

ভজন।

চল গো মন্দাকিনীজলে, শিবপূজা বিল্বদলে,
মাই শুন ওলো মাইকি ভাব।
তখন গৌরীর কনকমুখে মৃদু মৃদু হাস॥
মা ডাকিছে রে।
কোকিলকলরুত, শীতল মারুত,
হতরুচি সম্প্রতি ভাতি শিখী।
নায়ক মলিন, বিলোকনে কুমুদিনী,
কম্পিতবিগ্রহা নলিনমুখী॥
কলয়তি শ্রীকবিরঞ্জন দীন, দীনদয়াময়ি দুর্গে,
ত্রাহি ত্রাহি ত্রাহি।
ভীমভবার্ণবমম্বুধু তারয়, কৃপাবলোকনে
মাম্পাহি মাম্পাহি মাম্পাহি॥

মায়ের বাল্যরূপ দর্শনে গিরিরাজ ও গিরিরাণী বিমোহিত হইতেছেন।

তখন রত্নসিংহাসনে গৌরী, নিকটে মেনকা গিরি,
অনিমিষে শ্রীঅঙ্গ নেহারে।
রাণী বলে পুণ্যতরুফল সেই, মন্দিরে প্রকাশ এই,
দোঁহে ভাসে আনন্দসাগরে॥
প্রভাতে শ্রীঅঙ্গ নেহারই রাণী।
দলিত কদম্ব পুলকে তনু, সুললিত লোচন সজল;
হরল মুখে বাণী॥

কালীকীর্ত্তন।

যেরূপ অবল, সবহুঁ রমণী মুখমণ্ডল,
জয় জয় কিয়ে প্রতিবিম্ব অনুমানি।
কাঞ্চন তরুবরে চন্দ্র কি মাল, বিলম্বিত ঝলমল,
কো বিধি দেয়ল আনি॥
হিমকর বদন, রদন মুকুতাবলি
করতল কিশলয়, কমল পাণি।
রাজিত তঁহি কনকমণিভূষণ,
দিনকরধাম চরণতল খানি॥
ভব কমলজ শুক নারদ মুনিবর যো নাহি
ধ্যান অগোচর জানি।
দাস প্রসাদে বলে, সেই ব্রহ্মময়ী,
জগজন মন বিকচকর তঁহি জানি॥

মায়ের পুষ্পচয়ন ও শিবপূজা।

পূজে বাঞ্ছা বৃষকেতু, পুষ্পচয়ন হেতু,
উপনীত কুসুমকাননে গো—
নিখিল ব্রহ্মাণ্ড মাতা।
নানা ফুল তুলি, চিত্তে কুতূহলী,
গমন কুঞ্জরগমনে॥
করুণাময়ী সঙ্গে সহচরী, প্রেমানন্দে গৌরী,
স্নান মন্দাকিনীর জলে।
হরিব তোমার যে কপালে চাঁদের আলো,
সে কপালে বিভূতি কি সাজে ভাল।

কালীকীর্ত্তন।

অঙ্গে কৌশেয় বসন সাজে,
দেখ, আমার বুকে যেন শেল বাজে,
অন্তরে পূজেন শঙ্কর করবীবিল্বদলে ॥

করুণাময়ীর গালবাদ্য হন।

গালবাদ্য হন, সজললোচন,
প্রণাম যেমন বিধি।
অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি প্রসাদ শঙ্কর, বেদবিদাম্বর,
কৃপাময় গুণনিধি ॥
করুণাকর দেবদেব শঙ্কর।
ও প্রভু করুণাকটাক্ষ কর দেবদেব শঙ্কর ॥
সেই ব্রহ্মময়ীর এত ক্লেশ।
শম বিনা কে করে কটাক্ষলেশ ॥

ায়ের ব্রত অনশনে মেনকার স্নেহ প্রকাশ

ব্রত অনশন, স্বস্তিক আসন,
মানসে শঙ্কর ধ্যান।
দিনকরকরে, শ্রমবারি ঝরে,
মলিন সে চাঁদবয়ান ॥
কবি রামপ্রসাদের বাণী, কান্দে মেনকা
কি কর কি কর মা এটা।

কালীকীর্ত্তন।

এ নব বয়সে, কুমারী এদেশে,
এমন কঠোর করে কেটা।
গৌরীর আমার ননীর পুতলী তনু, উপরে প্রচণ্ড ভানু,
কিরণে উদয় নবনীত।
মরি মরি সুকুমারী, নবীন কিশোরী গৌরী,
বাছা কেন কর গো মা এমন অনীত॥
স্বর্গ যদি মনে লয়, পিতা তব হিমালয়,
হিমালয় আলয় সবার।
কিম্বা বাঞ্ছ হৃদে ঈশ, তার লাগি এত ক্লেশ,
রতনে যতন করে কার॥
কণ্ঠেতে রুদ্রাক্ষমালা, কার লাগি মা হোয়েছ ভৈরবী বালা,
তুমি যারে চিন্ত রাত্রদিবা, সেই নির্গুণের গুণ কিবা,
তার চিন্তায় পাপপুণ্য, সে কেবল মহা শূন্য,
যারে পূজ বিল্বদলে, শুনেছি গো মা সে তোমার পদতলে।
একাসনে অনাহার, আরাধনা কর কার,
এ কঠোর তপে কিবা ফল।
মরমে পরম ব্যথা, মা রাখ মায়ের কথা,
ছাড় এ কঠোর গৃহে চল॥
তনয় মৈনাক ছিল, সিন্ধুজলে সে ডুবিল,
সেই শোক যখন উঠে মনে।
প্রাণ আমার যেমন তা প্রাণ জানে॥
সে শোক ভুলেছি বাছা তোর মুখ চেয়ে।
রামপ্রসাদ বলে, তিতে রাণী আঁখির জলে,
একি কর মায়ের মাথা খেয়ে॥

মেনকা গৌরীকে গৃহে আসিতে কহিতেছেন।

দয়াময়ি আইস আইস ঘরে।
তোমার ও চাঁদ বয়ান, নিরখিয়ে প্রাণ
কেমন কেমন কেমন করে॥
দুটি আঁখির পুতলি গো আমার বাছা,
আমার হৃদয়ের সে প্রাণ।
প্রেমানন্দ সিন্ধু, তার পূর্ণ ইন্দু,
মন গজেন্দ্র আলান॥
এ মন তোমাতে রয়েছে বান্ধা,
ত্রিভুবনসারা পরা গো ধন্যা।
কি পুণ্য করেছি, উদরে ধরেছি,
ত্রিগুণধারিণী কন্যা॥
যদি কন্যা ভাবে দয়া গো, তবে বাছা,
এই কথা রাখ মার।
গিরিরাজার কুমারী, ভৈরবীর বেশ ছাড়,
ব্রহ্মচারিণীর আচার॥
কবি রামপ্রসাদ দাসে গো, ভাবে জননী,
মা কত কাচ গো কাচ।
হরি পিতা মহেশমাতা, পিতার প্রসবস্থলী মাতা,
মহেশ ঘরে আছ॥

কালীকীর্ত্তন।

ভগবতীর গৃহে গমন।

কোন্ জন বুঝে মায়া বিশ্বমোহিনীর।
জগদম্বা মন্দির চলিলেন কর ধরি জননীর॥
নিরখি জননীমুখ মৃদু মৃদু হাসে।
ধরণীধরেন্দ্র রাণী প্রেমানন্দে ভাসে॥
তুরিয়া চৈতন্যরূপা বেদের অতীতা।
যা বিদ্যা অবিদ্যা রাণী ভাবে সে দুহিতা॥
অঙ্গনে বৈঠিল রাণী ব্রহ্মময়ী কোলে।
আনন্দে আনন্দময়ী হাসি হাসি দোলে॥

নিরখি নিরখি বদন ইন্দু।
পুলকে উথলে প্রেমসিন্ধু॥
ছল ছল ছল নয়ন।
লোলচন্দ্রবদনে চুম্বন॥
মধুর মধুর বিনয় বাণী।
গদ গদ গদ কণ্ঠ রাণী॥
কোটি জনম পুণ্যজন্য।
কোলে কমললোচনা॥

দর দর দর ঝরত লোর, চর চর চর তনু বিভোর,
কবহুঁ কবহুঁ করত কোর, পোর পোর দোলনা।
রাণী বদন হেরি হেরি, হাসিত বদন বেরি বেরি,
চোরি চোরি থোরি থোরি মন্দ মন্দ বোলনা

কালীকীর্ত্তন।

ঝুনুর ঝুনুর ঘুনুর নাদ, কিঙ্কিণী রব উভয় বাদ,
পদতল স্থলকমলনিন্দি, নথ হিমকরগঞ্জনা।
কলিত ললিত মুকুতাহার, মেরুবিকচহিমকরাকার
বিবুধ তটিনী বিষদনীর, ছলে তনুরঞ্জনা॥
কষিত কনক বিমল কান্তি, মনহি তাপ করত শান্তি
তনুতিরপিত নয়নসুখ, কম্বুকণ্ঠকরভঞ্জনা।
ক্ষীণ দীন প্রসাদ দাস, সতত কাতর করুণাভাস,
বারয় রবিতনয়শঙ্কা, মদনমথন-অঙ্গনা॥

রাণী বলে ওগো জয়া, ভাল কথা মনে গো হইল।
জয়া বলে পুণ্যবতি, কি কথা তোমার মনে গো হইল॥
রাণী বলে, আমি কবো করে ভেবেছিলাম।
আরবার আমি ভুলে গেলাম॥
এখন উমার অঙ্গ চেয়ে মনে গো হইল॥
রাণী বলে, নিজ অঙ্গ প্রতিবিম্ব হেরি উমার গায়।
পুন হেরি উমার অঙ্গ আপন অঙ্গে শোভা পায়॥
একথা বুঝাব আমি কারে।
তোমরা এমন কোথাও শুনেছ গো।
আপন অঙ্গে যখন পড়ে গো আঁখি।
উমার অঙ্গ আপন অঙ্গে গো দেখি॥
কি গুণে এ গুণ জন্মিল অঙ্গে।
ওগো পাষাণ প্রকৃতি আমার নাহি কোন গুণ গো॥
কাঞ্চন দর্পণ উমার অঙ্গ বটে।
প্রতিবিম্ব দেখা যায় দাঁড়ালে নিকটে॥

সকলের প্রতিবিম্ব দর্পণেতে লয়।
দর্পণের যে গুণ গো তা জলে কেমনে রয়॥
স্ফটিকে গ্রহণ করে জবাপুষ্প আভা।
স্ফটিকের শুভ্রতা কেমনে লবে জবা॥
হাসিয়া বিজয়া বলে ভাগ্যবতি শুন।
ও তোমার অঙ্গের গুণ নয় শ্রীঅঙ্গের গুণ॥
তব অঙ্গের আভা যখন শ্রীঅঙ্গে পশিল।
শ্রীঅঙ্গের সেই গুণ যো সেই গুণে মিশাল॥
তুমি উমা ছাড়া হোয়ে একবার দেখদেখি অঙ্গ।
ওগো রাণি অমন আর কি দেখা যায় তার প্রসঙ্গ॥

ভজন।

জয় নয় অন্তরে গো রোয়ে।
আপন অঙ্গ দেখ গো চেয়ে॥
প্রাণধন উমা আমার পূর্ণ সুধাকর।
আমা সবাকার তনু নির্ম্মল সরোবর॥
এক চন্দ্র আভা শত সরোবরে লখি।
তোমা করে নয়, সকল অঙ্গময়,
বিরাজে যে যখন নিরখি॥
এক মুখে কত কব উমার রূপগুণ।
উমার রূপে নানা রূপ প্রসবে সংহারে পুন॥
দাস প্রসাদে বলে এই সার কথা বটে।
পুষ্পে যেমন গন্ধ তেমনি মা বিরাজে সর্ব্ব ঘটে।

রাণী বলে ওগো জয়া কুস্বপনে প্রাণ আমার কাঁদে
গত ঘোরতর নিশি, রাহু যেন ভূমে খসি,
গিলিতে যেয়েছে মুখচাঁদে ॥
শুনেছি পুরাণে বহু, মুখখানা বটে রাহু,
শরীরের সংজ্ঞা তার কেতু।
এ রাহুর জটা মাথে, দারুণ ত্রিশূল হাতে,
বুঝিতে নারিলাম ইহার হেতু ॥

ভজন।

রাহু গ্রাস করে যে শশীরে, সেই শশী রাহুর শিরে
কোথা গেলে গিরিবর, শিবস্বস্ত্যয়ন কর,
গঙ্গাজল বিল্বদল আনি।
সর্ব্বৌষধির জলে স্নান করাও,
জয়া বলে সর্ব্ববিঘ্ন নাশ পাই জানি ॥
শ্রীরামপ্রসাদ দাসে, এ কথা শুনিয়ে হাসে,
অন্য স্বস্ত্যয়নে কিবা কাম।
যদি দুর্গা বুঝে থাক, আমার বচন রাখ,
জপ করাও মায়ের দুর্গানাম ॥

ভজন।

শিবস্বস্ত্যয়নে কিবা কাম।
সেই শিব জপেন দুর্গানাম ॥

কালীকীর্ত্তন।

শ্রীদুর্গানামগুণগানে।
শিব না মরিল বিষপানে ॥
যার নামের ফলে চরণবলে।
শিবে মৃত্যুঞ্জয় বলে ॥
দুর্গানাম সংসারসাগরে তরি।
কাণ্ডারী তায় ত্রিপুরারি ॥
যে দুর্গা নামে বিঘ্ন হরে।
সেই দুর্গা কন্যারূপে তোমার ঘরে ॥
আমি সার কথা তোমারে কই।
ওতো তোমার কন্যা নয় ঐ ব্রহ্মময়ী ॥

হিমগিরি সুন্দরী, স্নান করাইয়া গৌরী,
পুন বসাইল সিংহাসনে ॥
তখন গদ গদ ভাব ভরে, ঝর ঝর আঁখি ঝরে
সাজাইল যেমন উঠে মনে ॥
সুচারু বকুল মালে, কবরী বান্ধিল ভালে,
হবি চন্দনের বিন্দু দিল।
উপরে সিন্দুরবিন্দু, রবিকরে যেন ইন্দু,
হেরি হেরি নিমিষ তেজিল ॥
দোঁপরি মুকুতা হার, কোন সহচরী আর,
গেঁথে দিল উমার কপালে।
অনুমানে বুঝি হেন, চাঁদ বেড়া তারা যেন,
উদয় কোরেছে মেঘের কোলে ॥

তারার কপালে তারা, তারাপতি যেন তারা ঘেরা,
তারায় তারা সাজে ভালো।
বদন সুধাংশু হেন, তাহে তারা মুক্তা ঘন,
কেশরূপ ঘন করে আলো॥
হাসিয়া বিজয়া বলে, মেঘ নয় কেশ ছলে.
রাহুর গমন হেন বাসি।
মুখ বিস্তারিয়া ধায়, দন্তশ্রেণী দেখা যায়,
মুক্তা নয় গ্রাস করে শশী॥
জয়া বলে বটে এই পুণ্যকাল, ইথে দান করা ভাল,
চিত্ত বিত্ত দান উমার পায়।
কৃপানাথ উপদেশ, প্রসাদ ভক্তের শেষ,
প্রাণদান দিয়া লৈতে চায়॥

জয়া বলে এ বদনে দিলে চাঁদের তুলনা।
ছি ছি ও কথা তুলনা॥
ছি ছি যার পায়ে চাঁদ উদয় হয়।
তার মুখে কি তুলনা সয়॥
শ্রীমুখমণ্ডল হেরি বিদগ্ধ বিধি।
নির্জ্জনে বসিয়া নির্ম্মিল কলানিধি॥
শ্রীমুখতুলনা যদি না পাইল চাঁদে।
সেই অভিমানে চাঁদ পায়ে পড়ে কাঁদে॥
একথা শুনিয়া সখী বলিছে জনেক।
সবেমাত্র এক চাঁদ এ দেখি অনেক॥

ভুবনবিখ্যাত চাঁদ সুধার আধার।
পরিপূর্ণ হৈলে দেবে করয়ে আহার॥
এই হেতু ও চাঁদের দেবপ্রিয় নাম।
বিচার করিল মনে বিন্দু গুণধাম॥
বাসনা হইল সুধাসঞ্চয়কারণে।
চাঁদ পাত্রে বদ্ধ লয়া রাখিল বদনে॥
পুরাতন পাত্র চাঁদ ভূমে আছাড়িল।
দশ খণ্ড হোয়ে তাঁর চরণে পড়িল॥
কত জনে কত কহে সার শুন কই।
এক চাঁদ দশ খণ্ড চেয়ে দেখ অই॥
চাঁদ পদ্ম দুই সৃষ্টি করিল বিধাতা।
চাঁদ আর কমলে হইল শাত্রবতা॥
হাসিয়া বিজয়া বলে একি শুনি কথা।
কেন চাঁদ কমলে হইল শাত্রবতা॥
চাঁদ বলে, ইহা সহ কি আমার শোভা যায় সুখে রে যায়।
ছিরে কমল তাই হইতে চায়॥
এত বলি মহা অহঙ্কারে চাদ উঠিল আকাশে।
অভিমানে কমল সলিলমাঝে ভাসে॥
উচ্চপদ পেয়ে চাঁদ ক্ষমা নাহি করে।
বিস্তারিয়া নিজ কর পদ্মশোভা হরে॥
বিধাতা জানিল চাঁদ তেজ করে বড়।
করিল প্রবল শত্রু রাহু আর কুহু॥
নিরখি যুগল শত্রু ছাড়িয়া আকাশ।
ভয় পেয়ে অভয় পদে করিল প্রকাশ॥

অভয় পদ ভজনের দেখহ প্রভাব।
শক্রভাব দূরে গেল দোঁহে মৈত্রভাব ॥
দুই সৃষ্টি করি বিধি না পাইল সুখ।
করিল তৃতীয় সৃষ্টি এই উমার মুখ ॥
রাহু কুহু গরাসিল বদন প্রকাশি।
উভয়তঃ সিত পক্ষ নিত্য পূর্ণমাসী ॥
বাহিরের অন্ধকার গগন চাঁদে হরে।
মনের আঁধার শ্রীবদনে আলো করে ॥

ভগবতীর নৃত্য।

রাণী বলে, আমি সাধে সাজাইলাম, বেশ বানাইলাম,
উমা একবার নাচ গো।
একবার নেচেছো ভবে, তেমনি কোরে আবার নাচিতে হবে.
নূপুর দিয়াছি পায়, সুমধুর ধ্বনি তায় গো ॥
শুনেছি নিগূঢ় বাণী, চারি বেদ নূপুরের ধ্বনি,
ওগো আমার উমা নাচে ভাল।
মা নেচে সফল কর, মায়ের ইহ পরকাল ॥
বাজে ডম্ফ জগঝম্প মৃদঙ্গ রসাল।
বিজয়ার করে করতাল শোভে ভাল ॥
চৌদিগে বেড়িল নব নব বধূজাল।
পূর্ণচন্দ্র বেড়া যেন স্বর্ণপদ্মমাল ॥
প্রসাদ বলে ভাগ্যবতীর প্রসন্ন কপাল।
কন্যা সেই যার পদ হৃদে ধরে কাল।

কুমারী দশমবর্ষা স্বর্ণকান্তিচ্ছটা।
শশহীন শশাঙ্ক সুপূর্ণ মুখঘটা ॥
ভুবনে ভূষিত রূপ এটা মাত্র ছল।
ভুজঙ্গ ভূষণে রূপ করে টলমল ॥
রূপ চোয়ায়ে লাবণ্য গলে।
বাঞ্ছা কি ভূষণ ছলে ॥
প্রভাতে নূতন গান শুন স্মেরযুতা।
উষাকালে উক্তি উল্লসিত শৈলসুতা ॥
শ্রীরাজকিশোরে মাতা তুষ্টা সুতজ্ঞানে।
প্রসিদ্ধ প্রকাশ গান পুরাণ প্রমাণে ॥
অরসিক অভক্ত অধম লোকে হাসে।
করুণাময়ীর দাস প্রেমানন্দে ভাসে ॥
শ্রীরাজকিশোরাদেশে শ্রীকবিরঞ্জন।
রচে গান মহা অন্ধের ঔষধ অঞ্জন ॥

জয়া বলে, আমি সাধে সাজাইলাম, বেশ বানাইলাম,
জগদম্বা চল পুষ্পকাননে।
চল চল পুষ্পবনে, জয়া দাসী যাবে সনে ॥
জগদম্বে বিলম্বেও চলিত চিত্তপদ চলনা।
লোহিতচরণতলারুণপরাভব,
নখরুচি হিমকরসম্পদদলনা ॥
নীলাঞ্চল নিচোল বিলোল পবনে ঘন,
সুমধুর নূপুর কিঙ্কিনী কলনা।

সকল সময়ে মম হৃদয়সরোরুহে,
বিহরসি হরশিরসি শশি ললনা॥
কল্পতরুতলে, শ্রীরাজকিশোর ভাবে,
বাঞ্ছা ফল ফলনা।
ভাগ্যহীন শ্রীকবিরঞ্জন কাতর,
দীন দয়াময়ী সতত ছল ছলনা॥

ভগবতীর উদ্যানে ভ্রমণ ও মহাদেবের বিচ্ছেদজন্য খেদ উক্তি।

রুয়া বিজয়া সঙ্গে নগেন্দ্রজাতা।
পুষ্প কাননে ক্রীড়তি বিশ্বমাতা॥
মত্ত কোকিল কূজিত পঞ্চস্বরে।
গুণগুণ গঞ্জিত মন্দ ভ্রমরে॥
তরুপল্লবশোভিত ফুল্ল ফুলে।
মাতা বৈঠল চারু কদম্বমূলে॥
মুখমণ্ডলমে শ্রমবারি ঝরে।
পরিপূর্ণ সুধাংশু পীযুষ ক্ষরে॥
চারু সৌরভ গন্ধ সুধীর সমীর।
প্রভু বিচ্ছেদ খেদ সুবাক্য গভীর॥
পুলকে তনু পূরিত প্রেমভরে।
শিবশঙ্করী শঙ্করগান করে॥
করুণাময় হে শিব শঙ্কর হে।
শিব শম্ভু স্বয়ম্ভু দিগম্বর হে॥

কালীকীর্ত্তন।

ভব ঈশ মহেশ শশাঙ্কধর।
ত্রিপুরাসুরগর্ব্ববিনাশকর॥
জয় বেদবিদাম্বর ভূতপতে।
জয় বিশ্ববিনাশক বিশ্বগতে॥
ত্রিগুণাত্মক নির্গুণ কল্পতরু।
পরমাত্মা পরাৎপর বিশ্বগুরু॥
কমনীয় কলেবর পঞ্চমুখে।
মম চারু নামাবলি গান সুখে॥
সুরশৈবলিনীজলে পূত জটা।
জটালম্বিত চারু সুধাংশুছটা॥
জটা ব্রহ্মকটাহ তব ভেদ করে।
করে শৃঙ্গবিষাণ শশী শিখরে॥
প্রসীদ প্রসীদ প্রসীদ প্রভু হে।
লোকনাথ হে নাথ প্রভু হে॥
ভবভাবিনী ভাবিত ভীমভাবে।
ভবভঞ্জন ভাব প্রসাদ ভাবে॥

পুষ্পকাননে শিবপার্ব্বতীর মিলন ও কথোপকথন।

প্রেয়সীর বেণুগানে, সদাশিবের উচাটন করে প্রাণে,
লোলচিত্ত উঠে চমকিয়া।
ধ্যান করে প্রাণেশ্বরি, গমন শিখরিপুরী,
নন্দী আন বৃষভে সাজাইয়া॥

কদম্বকুসুম অঙ্গ, পুলকে পূর্ণিত তনু,
ঈশান বিষাণ পুরে নাচে।
উভয়তঃ মত্ত গূঢ়, বৃষারূঢ় চন্দ্রচূড়,
ভৈরব বেতাল চলে পাছে॥

ধূয়া।

তাল ভৈরব বেতাল রে।
নাচিছে কাল, বাজিছে গাল,
বেতালে ধরিছে তাল।
কেহ নাচিছে গাইছে তুলিছে হাত।
বলিছে জয় জয় কাশীনাথ॥
প্রেয়সীর প্রেমরসে, গদ গদ তনু বশে,
খসিছে কটির বাঘাম্বর।
শিরে সুরতরঙ্গিণী, কুল কুল উঠে ধ্বনি,
সঘনে গরজে বিষধর॥
ভণে রামপ্রসাদ ভাল সুখদ বসন্তকাল॥

হরগৌরীর সাক্ষাৎ।

উপনীত মন্দাকিনীতীরে।
নিরখি সুন্দরীমুখ, মরমে পরম সুখ,
লোচন তিতিল প্রেম নীরে।
নন্দি একি রূপ মাধুরী, আহা মরি আহা মরি,
গঠিল যে সে কেমন বিধি।

চঞ্চল মনোমীন, হৃদিসরোবর ত্যজি,
প্রবেশিল লাবণ্যজলধি।
আহা আহা মরি মরি, কিবা রূপ মাধুরী,
হাসি হাসি সুধারাশি ক্ষরে।
অপাঙ্গ লোচনে, মোহিনী কি গুণে,
চৈতন্য নিগূঢ় হরে॥
কেরে কুঞ্জরগামিনী, তনু সোদামিনী,
প্রথম বয়স রঙ্গিনী।
যৌবন সম্পদ, ভাবে গদগদ,
সমান সঙ্গে সঙ্গিনী॥
কেরে নির্ম্মলবর্ণাভা, ভুজগ মণি ভূষণ শোভা হবে,
ভূষণে কিবা কায।
পূর্ণচন্দ্র কোলে, খদ্যোত যেমন জ্বলে,
নাহি বাগে লাজ॥
ভণে রামপ্রসাদ কবি, নিরখি সুন্দরীছবি,
মোহিত দেব মহেশ।
ভুলে কাম রিপু, জরজর বপু,
সে রূপের কি কব বিশেষ॥

যদি বল অনূঢ়া কালের একি কথা।
শিবশিবা ভিন্ন ভাব কে শুনেছ কোথা॥
উভয়তঃ সুগন্ধান সঙ্কেত সম্বাদ।
উভয়তঃ চিত্তমধ্যে জন্মে মহাহ্লাদ॥

আজ্ঞা কর কাল কত কাল হেথা রব।
কালক্রমে কল্যাণি কৈলাসপুরে লব।
রমণীর শিরোমণি পরম রতন।
রতনভূষণে কার নাহি বা যতন॥
নিজ হংসে হংসী সদা মানসগামিনী।
চৈতন্যরূপিণী নিত্য স্বামির স্বামিনী॥
নখজ্যোতি পরংব্রহ্ম শুনেছ কি সেটা।
নিখিলব্রহ্মাণ্ডকর্ত্রী কর্ত্তা তব কেটা॥
আমার এই ভগ্ন অঙ্গ ভুজঙ্গ ভূষণ।
তোমার বিহীনে নাহি অন্য প্রয়োজন॥
পুরুষ বিহীনে হয় বিধবা প্রকৃতি।
প্রকৃতি বিহীনে আমার বিধবা আকৃতি॥
অনুচ্চার্য্যানাদিরূপা গুণাতীত গুণ।
নির্গুণে সগুণ কর প্রসব ত্রিগুণ॥
নিজে আত্মতত্ত্ব বিদ্যাতত্ত্ব শিবতত্ত্ব।
তব দত্ত তত্ত্বজ্ঞানে ঈশের ঈশত্ব॥
তুমি মন বুদ্ধি আত্মা পঞ্চভূত কায়া।
ঘটে ঘটে আছ যেমন জলে সূর্য্যছায়া॥
বেদে বলে তত্ত্বী যোগী তত্ত্ব কোরে ফিরে।
সেই বস্তু এই তুমি মন্দাকিনীতীরে॥
দাক্ষায়ণী দেহ ত্যাগে দক্ষে অপমান।
শিখরিকে দয়া করি তব অধিষ্ঠান॥
মর্ম্ম কোয়ে স্বস্থানে প্রস্থান শূলপাণি।
জননী চলিল যথা গিরিরাজরাণী॥

বাল্যলীলা এই মার জনকভবনে।
গোষ্ঠলীলা অতঃপর একাম্রকাননে॥

গোষ্ঠলীলারম্ভঃ।

শঙ্করী কহেন প্রভু শঙ্করের কাছে।
শঙ্করী সমান স্থান আর নাকি আছে॥
শঙ্করীর কথায় হাসেন পঞ্চানন।
শঙ্করী সমান স্থান একাম্রকানন॥

মায়ের গোষ্ঠে গমন।

ভজন।

আজ্ঞা কর ত্রিনয়নে।
যাব হে একাম্রবনে॥

কাশী হৈতে হৈল কাশীনাথের আদেশ।
একাম্রকাননে মাতা করিল প্রবেশ॥
চরাইতে ধেনু বেণু দান দিল ভব।
অধরে সংযোগ করি ঊর্দ্ধমুখে রব॥
সুরভির পরিবার সংস্রেক ধেনু।
পাতাল হইতে উঠে শুনে মার রেণু॥

ধূয়া।

জগদম্বারে যব পূরে বেণু, যব পূরে বেণু,
ধায় বৎস ধেনু, উঠে পদরেণু।
রেণু ঢাকে ভানু, ভাবে ভোর তনু॥

গতি মত্ত মাতঙ্গ, দোলায়ত অঙ্গ।
কি প্রেম তরঙ্গ, সো মাকি রঙ্গ,
নেহারে পতঙ্গ॥
হত কোকিল মান, সুমাধুরী তান,
স্বরে হরে জ্ঞান।
যোগী ত্যজে ধ্যান, ঝুরে মনপ্রাণ॥
ক্ষণে মন্দ ভাষে, ক্ষণে মন্দ হাসে,
চপলা প্রকাশে।
রামপ্রসাদ দাসে, প্রেমানন্দে ভাষে॥

গিরিশগৃহিণী গৌরী গোপবধূবেশ।
কষিতকাঞ্চনকান্তি প্রথম বয়েস॥
বিচিত্র বসন মণিকাঞ্চন ভূষণ।
ত্রিভুবন দীপ্তি করে অঙ্গের কিরণ॥
স্বয়ম্ভু যুগল হর সুরনদী কুলে।
স্বয়ম্ভু পূজেন নিত্য করপদ্ম ফুলে॥
নাভিপদ্মভেদি ভ্রমে বেণী ক্রমে ক্রমে।
লোমাবলী ছলে চলে করিকুম্ভ ভ্রমে॥
ঈশ্বর মোহন ইন্দু নয়ন তরল।
বিধি কি কজ্জল ছলে মাখিল গরল॥
নিখিলব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরার কি কাণ্ড।
ফেরে করে লয়ে ছাঁদ ডোর দুগ্ধভাণ্ড॥
ভালেতে তিলক শোভে সুচারু বয়ান।
ভণে রামপ্রসাদ দাস মার এই এক ধ্যান

ভজন।

এমন রূপ যে একবার ভাবে।
ভাবিলে সাযুজ্য পাবে॥
একাম্রকাননে জগতজননী ফিরে।
ঘন ঘন হুই হুই রব করে সঙ্গিনীরে॥
গব নিন্দি গজপতি গমন ধীরে ধীরে।
নীলাম্বরাঞ্চল, পবনে চঞ্চল,
আকুল কুন্তল ব্যাপিল শিরে॥
মহাচিত্ত অরুন্তুদ, কোপে বিধুন্তুদ
গরাসে যেমন পূর্ণ শশীরে॥
বিবুধ বধূ, যোগায় মধু,
তনু সুশীতল ধীর সমীরে।
ঘন ঝরে শ্রমজল, গলিত কজ্জল,
যেমন কালসাপিনী ধায় নাভি বিবরে॥

ধূয়া।

মা ডাকিছে রে, আয় সুরভি
নব নব তৃণ, তটিনী জল, সতিল দূরে ধায়ত
কাছে মার রে সুরভি॥
উমার মধুর বেণু শুনিয়া শ্রবণে।
সারি সারি নিকটে দাঁড়াল ধেনুগণে॥
ঊর্দ্ধমুখে বিধুমুখী নিরখিয়া থাকে।
দুনয়নে প্রেমধারা হাম্বা রবে ডাকে॥

লোমাঞ্চ সকল তনু দুগ্ধ স্রবে বাঁটে।
সুরভির নব বৎস উমার অঙ্গ চাটে॥
সুরভির নব বৎস শোভা উরুপরে।
মন্দাকিনীধারা যেন সুমেরুশিখরে॥
ঘন ঘন পুষ্পবৃষ্টি জগদম্বাশিরে।
সঙ্গের সঙ্গিনী নাচে ভাসে প্রেমনীরে॥
কৌতুকে আকাশপথে হরিহরধাতা।
গোচারণে গমন করিলা বিশ্বমাতা॥
ভুবনমোহন মার গোচারণলীলা।
মহামুনি বেদব্যাস পুরাণে বর্ণিলা॥
একবার ভুলায়েছ ব্রজাঙ্গনা বাজাইয়া বেণু।
এবে নিজে ব্রজাঙ্গনা বনে রাখো ধেনু॥
আগে ব্রজপুরে যশোদারে করেছিলে ধন্যা।
এবার হোয়েছ কোন গোপালের কন্যা॥

আগো! তোমার গুণ কে জানে।

মৎস্যকূর্ম্মবরাহাদি দশ অবতার।
নানা রূপে নানা লীলা সকলি তোমার॥
প্রকৃতি পুরুষ তুমি, তুমি সূক্ষ্মস্থূলা।
কে জানে তোমার মূল তুমি বিশ্বমূলা॥
তারা তুমি জ্যেষ্ঠা মূলা অচরমে সতী।
তব তত্ত্বমূলে নাই শ্রুতিপথে শ্রুতি॥
বাচাতীত গুণ তব বাক্যে কত কব।
শক্তিযুক্ত শিব সদা শক্তিলোপে শব॥

অনন্তরূপিণী চারি বেদে নাহি সীমা।
স্বামী মৃত্যুঞ্জয় তব তাড়ঙ্ক মহিমা॥
ইন্দ্রিয়াণামধিষ্ঠাত্রী চিন্ময়রূপিণী।
আধার কমলে থাক কুলকুণ্ডলিনী॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বটে নাশ করে কাল।
সেইকালে গ্রাস করে বদন করাল॥
এই হেতু কালীনাম ধর নারায়ণি।
তথাচ তোমাযে বলে কালের কামিনী॥
ব্রহ্মরন্ধ্রে গুরু ধ্যান করে সব জীব।
কালীমূর্ত্তি ধ্যানে মহাযোগী সদাশিব॥
পঞ্চাশৎ বর্ণ বটে বেদাগম সার।
কিন্তু যোগীর কঠিন ভাবা রূপ নিরাকার॥
আকার তোমার নাই অক্ষর আকার।
গুণ ভেদে গুণময়ী হোয়েছ সাকার॥
বেদবাক্য নিরাকার ভজনে কৈবল্য।
সে কথা না ভাল শুনি বুদ্ধির তারল্য॥
প্রসাদ বলে কালরূপে সদা মন ধায়।
যেমন রুচি তেমনি কর নির্ব্বাণ কে চায়॥

পশুবংশ কান্তি কান্তি নেত্রে একবার।
নিরখ পতিতজনে ক্ষতি কি তোমার॥
তৃণে শৈলে কূপে গঙ্গাজলে চন্দ্রকর।
সমান নিপাত বিশ্বব্যক্ত শশধর॥

দুর্গানাম দুর্ল্লভ লবার প্রাক্কালে।
জপিলে জঞ্জাল যায় নাহি লয় কালে॥
কি জানি করুণাময়ী কারে হৈলে বাম।
সম্পদ রক্ষার হেতু জপে দুর্গানাম।
দুর্গানাম মোক্ষধাম চিত্তে রাখে যেই।
সে তরে সংসার ঘোরে সর্ব্ব পূজ্য সেই॥
ব্রহ্মা যদি চারি মুখে কোটি বর্ষ কয়।
তথাচ মহিমা গুণ সীমা নাহি হয়॥
মহাব্যাধি ঘোর দুর্গে দুর্গা যদি বলে।
কষ্ট নষ্ট চিরায়ু অচিন্ত্য ফল ফলে॥
দুঃস্বপ্নে গ্রহণে দুর্গা স্মরণে পলায়।
পুনরাগমন ভয় পরবর্গে গায়॥
শ্রীদুর্গা দুর্ল্লভ নাম নিস্তারের তরি।
কেবল করুণাময়ী শ্রীনাথ কাণ্ডারি॥
তথাচ পামর জীব মোহকূপে মজে।
ইচ্ছা সুখে বিষপান তাপ এথে ভজে॥
বদনকমল বাক্য সুধারস ভর।
সুবোধ কুবোধ বেদে গম্য নহে নর॥
তব গুণ বর্ণনে অক্ষরে ক্ষরে মধু।
সুধারস মাধুরী কি স্মরহরবধূ॥
শ্রীরাজকিশোরে তুষ্টা রাজরাজেশ্বরী।
কালিকা বিজয়ী হরি চিত্ত মোহ হরি॥
আসনে আনন্দময়ী অধিষ্ঠান সুখে।
তব কৃপালেশে বাণী নিবসতি মুখে॥

চঞ্চলা অচলা গেহে তব পূর্ণ দয়া।
অকাল মরণ হরা অচল তনয়া॥
প্রসাদে প্রসন্না ভব ভবনিতম্বিনী।
চিত্তাকাশে প্রকাশ নবীন কাদম্বিনী॥

ভগবতীর রাসলীলা।

জগদম্বা কুঞ্জবনে মোহিনী গোপিনী
ঝলমল তনুরুচি স্থির সৌদামিনী॥
শ্রমবারি বিন্দু বিন্দু ঝরে মুখচাঁদে।
সশঙ্ক শশাঙ্ক কেশরাহুভ্রমে কাঁদে॥
সিন্দূর অরুণ আভা বিধুম মানসী।
উভয় গ্রহণে যেন পূর্ণিমার নিশি॥
বিনতানন্দনচঞ্চু সুনাসিকা ভান।
ভুরু ভুজঙ্গম শ্রুতি বিবরে পয়ান॥
ও রূপ লাবণ্য জলনিধি স্থির জলে।
নয়ন সফরী মীন খেলে কুতূহলে॥
কনক মুকুরে কি মাণিক্য রাগ প্রভা।
তার মাঝে মুক্তাবলী ওষ্ঠ দন্ত শোভা॥
শ্রীগণ্ডে কুণ্ডল প্রতিবিম্ব শ্রীবদন।
চারুচক্র রথে চড়ি এসেছে মদন॥
নাসাগ্রে তিলক চারু ধরে অতলজা।
মীন নিকেতনে কি উড়িছে মীন ধ্বজা॥
করিকর ভুজঙ্গ মৃণাল হেমলতা।
কোন্ তুচ্ছ কমনীয় বাহুর তুল্যতা॥

ভুজদণ্ড উপমাব একমাত্র স্থান।
সুর তরুবর শাখা এই সে প্রমাণ॥
হরি গঙ্গা প্রবাহ যমুনা লোম শ্রেণী।
নাভিকুণ্ডে গুপ্তা সরস্বতী অনুমানি॥
মহাতীর্থ বেণী তীরে স্বয়ম্ভু যুগল।
স্নান করো মন রে অনন্ত জন্ম ফল॥
উত্তরবাহিনী গঙ্গা মুক্তাহার বটে।
সুচারু ত্রিবণী বিরাজিত তার তটে॥
কবি করে বিবেচনা যে ঘটে সে জ্ঞান।
মণিকর্ণিকার ঘাটে সুচারু সোপান॥
রসময় বিধাতার কিবা কব কাণ্ড।
রূপসিন্ধু মন্থিবার মধ্যদেশ দণ্ড॥
কাঞ্চিদাম রজ্জু তায় বুঝহ প্রবীণ।
ঘর্ষণে ঘর্ষণে কটি ক্ষীণতর ক্ষীণ॥
মধ্যদেশ ক্ষীণ যদি সন্দেহ কি তার।
সহজে জঘনে ধরে গুরুতর ভার॥
ভব স্থানে মনোভব পরাভব হোয়ে।
তুণবান দ্বিগুণ এসেছে বুঝি লোয়ে॥
জঙ্ঘা তুণ পদাঙ্গুলি নখ ফলি শরে।
রতিকান্ত নিতান্ত জিতিবে বুঝি হরে॥

সম্পূর্ণ।

পদাবলী।

পদাবলী

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

আমায় দেও মা তবিলদারী।
আমি নিমকহারাম নই শঙ্করি॥
পদ-রত্নভাণ্ডার সবাই লুটে, ইহা আমি সইতে নারি।
ভাঁড়ার জিম্মা যার কাছে মা, সে যে ভোলা ত্রিপুরারি॥
শিব আশুতোষ স্বভাবদাতা, তবু জিম্মা রাখ তাঁরি॥
অর্দ্ধ অঙ্গ জায়গির, তবু শিবের মাইনে ভারি।
আমি বিনা মাইনের চাকর, কেবল চরণধূলার অধিকারী॥
যদি তোমার বাপের ধারা ধর, তবে বটে আমি হারি;
যদি আমার বাপের ধারা ধর, তবে তো মা পেতে পারি॥
প্রসাদ বলে অমন পদের বালাই লয়ে আমি মরি।
ও পদের মত পদ পাইতো, সে পদ লয়ে বিপদ সারি॥১॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

মা আমায় ঘুরাবে কত।
কলুর চোকঢাকা বলদের মত॥
ভবের গাছে বেঁধে দিয়ে মা(১) পাক দিতেছ অবিরত।
তুমি কি দোষে করিলে আমায় ছটা কলুর অনুগত॥

---

(১) অপরবিধ পাঠ;—বাঁধিয়ে ভবেরই গাছে মা।

মা শব্দ মমতাযুত, কাঁদ্‌লে কোলে করে সুত।
দেখি ব্রহ্মাণ্ডেরই এই রীতি মা, আমি কি ছাড়া জগত।
দুর্গা দুর্গা দুর্গা বলে, তরে গেল পাপী কত।
একবার খুলে দে মা চোখের ঠুলি, হেরি মা তোর অভয় পদ ॥(১)
কুপুত্র অনেক হয় মা, কুমাতা নয় কখনতো।
রামপ্রসাদের এই আশা মা, অন্তে থাকি পদানত ॥২॥

—০—

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

মন তুমি কৃষিকায জাননা। (২)
এমন মানবজমিন রৈলো পতিত, আবাদ করলে ফোল্‌তো সোনা॥
কালী নামে দেওরে বেড়া, ফসলে তছরূপ হবে না।
সে যে মুক্তকেশীর (মন রে আমার) শক্ত বেড়া, তার কাছেতে যম ঘেঁসে না॥
অদ্য অব্দশতান্তে বা, বাজাপ্ত হবে জাননা। আছে একতারে মন (মন রে আমার) এইবেলা তুই, (৩) চুটিয়ে ফসল, কেটে নেনা॥
গুরুদত্ত বীজ রোপণ করে, (৪) ভক্তিবারি তায় সেঁচনা।
ওরে একা যদি (মন রে আমার) না পারিস্ মন, রামপ্রসাদকে সঙ্গে নেনা (৫) ॥৩॥

---

(১) অপরবিধ পাঠ;—হেরি শ্রীপদ মনের মত।
(২) „ „ মন তোমায় কৃষি কায এসেনা!
(৩) „ „ এখন আপন ভেবে যতন করে।
(৪) „ „ গুরু রোপণ করেছেন বীজ।
(৫) „ „ ডেকে নেনা।

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

বল মা আমি দাঁড়াই কোথা।

আমার কেউ নাই শঙ্করী হেথা॥

মা সোহাগে বাপের আদর, এ দৃষ্টান্ত যথা তথা;

যে বাপ বিমাতারে শিরে ধরে, এমন বাপের ভরসা বৃথা॥

তুমি না করিলে কৃপা, যাব কি বিমাতা যথা। যদি বিমাতা

আমায় করেন কোলে, দেখা নাই আর হেথা সেথা॥

প্রসাদ বলে এই কথা, বেদাগমে আছে গাঁথা।

ওমা যেজন তোমার নাম করে, তার হাড়ের মালা ঝুলি কাঁথা॥৪

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

ডুব দে মন কালী বলে।

হৃদি রত্নাকরের অগাধ জলে॥

রত্নাকর নয় শূন্য কখন, দুচার ডুবে ধন না পেলে।

তুমি দম সামর্থ্যে এক ডুবে যাও, কুলকুণ্ডলিনীর কুলে॥

জ্ঞান সমুদ্রের মাঝে রে মন, শক্তিরূপা মুক্তা ফলে।

তুমি ভক্তি করে কুড়িয়ে পাবে, শিবযুক্তি মতন চাইলে॥

কামাদি ছয় কুম্ভীর আছে, আহার লোভে সদাই চলে।

তুমি বিবেক হল্‌দি গায় মেখে যাও, ছোঁবেনা তার গন্ধ পেলে

রতন মাণিক্য কত, পড়ে আছে সেই জলে।

রামপ্রসাদ বলে ঝম্প দিলে, মিল্‌বে রতন ফলে ফলে॥৫॥

রাগিণী জংলা—তাল একতালা।

আর কায কি আমার কাশী।
ওরে কালীর পদ কোকনদ, তীর্থ রাশি রাশি॥
হৃৎকমলে ধ্যান কালে, আনন্দসাগরে ভাসি।
কালী নামে পাপ কোথা, মাথা নাই তার মাথা ব্যথা।
ওরে অনল দাহন যথা, করে তুলারাশি॥
গয়ায় করে পিণ্ড দান, পিতৃঋণে পায় ত্রাণ।
ওরে যে করে কালীর ধ্যান, তার গয়া শুনে হাসি॥
কাশীতে মোলেই মুক্তি, এ বটে শিবের উক্তি।
ওরে সকলের মূল ভক্তি, মুক্তি তার দাসী॥
নির্ব্বাণে কি আছে ফল, জলেতে মিশায় জল।
ওরে চিনি হওয়া ভাল নয়, চিনি খেতে ভালবাসি॥
কৌতুকে প্রসাদ বলে, করুণানিধির বলে।
ওরে চতুর্ব্বর্গ করতলে, ভাবিলে রে এলোকেশী॥৬॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

মন কেনরে ভাবিস এত।
যেমন মাতৃহীন বালকের মত॥
ভবে এসে ভাবছো ব'সে, কালের ভয়ে হয়ে ভীত।
ওরে কালের কাল মহাকাল, সে কাল মায়ের পদানত॥
ফণী হয়ে ভেকে ভয়, এ যে বড় অদ্ভুত।
ওরে তুই করিস কি কালের ভয়, হয়ে ব্রহ্মময়ীর সুত॥

একি ভ্রান্ত নিতান্ত তুই, হলিরে পাগলের মত।
ও মন মা আছেন যার ব্রহ্মময়ী, কার ভয়ে সে হয় রে ভীত
মিছে কেন ভাব দুঃখে, দুর্গা বল অবিরত।
যেমন জাগরণে ভয়ং নাস্তি, হবে রে তোর তেম্নি মত॥
দ্বিজ রামপ্রসাদে বলে, মন কর রে মনের মত।
ও মন গুরুদত্ত তত্ত্ব কর কি করিবে রবিসুত॥৭॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

ম'লেম ভূতের বেগার খেটে।
আমার কিছু সম্বল নাইকো গেঁটে॥
নিজে হই সরকারী মুটে, মিছে মরি বেগার খেটে।
আমি দিন মজুরী নিত্য করি, মা পঞ্চভূতে খায় গো বেঁটে
পঞ্চভূত ছয়টা রিপু, দশেন্দ্রিয় মহা লেঠে। তারা কারো
কথা কেউ শুনে না, দিন তো আমার গেল ঘেটে॥
যেমন অন্ধজনে হারা দণ্ড, পুন পেলে ধরে এঁটে।
আমি তেম্নি ধারা ধর্ত্তে চাই মা, কর্ম্মদোষে যায় গো ছুটে॥
প্রসাদ বলে ব্রহ্মময়ী, কর্ম্মডুরি দেনা কেটে। প্রাণ যাবার
বেলা এই করো মা, যেন ব্রহ্মরন্ধ্র যায় গো ফেটে॥৮॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

এবার আমি বুঝ্‌বো হরে।
মায়ের ধর্‌বো চরণ লব জোরে॥

ভোলানাথের ভুল ধরেছি, বল্‌বো এবার যারে তারে।
সে যে পিতা হয়ে মায়ের চরণ, হৃদে ধরে কোন বিচারে?
পিতা পুত্রে এক ক্ষেত্রে, দেখা মাত্রে বল্‌বো তারে। ভোলা
মায়ের চরণ করে হরণ, মিছে মরণ দেখায় কারে॥
মায়ের ধন সন্তানে পায়, সে ধন নিলে কোন বিচারে।
ভোলা আপন ভাল চায় যদি সে, চরণ ছেড়ে দিক আমারে॥
শিবের দোষ বলি যদি, বাজে আপন গার উপরে। রাম
প্রসাদ বলে ভয় করিনে, মার অভয় চরণের জোরে॥৯॥

রাগিণী জংলা—তাল একতালা।

ভাবনা কালী ভাবনা কিবা।
ওরে মোহ ময়ী রাত্রি গতা, সংপ্রতি প্রকাশে দিবা॥
অরুণ উদয় কাল, ঘুচিল তিমির জাল।
ওরে কমলে কমল ভাল, প্রকাশ করেছে শিবা॥
বেদে দিলে চক্ষে ধূলা, ষড় দশনের সেই অন্ধগুলা।
ওরে না চিনিল জ্যেষ্ঠা মূলা, খেলা ধূলা কে ভাঙ্গিবা॥
যেখানে আনন্দ হাট, গুরু শিষ্য নাস্তি পাঠ।
ওরে যার নেটো তারি নাট, তত্ত্বে তত্ত্ব কে পাইবা॥
যে রসিক ভক্ত শূর, সেই প্রবেশে সেই পুর। রামপ্রসাদ
বলে ভাঙ্‌লো ভুর, আগুন বেঁধে কে রাখিবা॥১০॥

পদাবলী।

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

বল মা আমি দাঁড়াই কোথা।
আমার কেহ নাই শঙ্করী হেথা॥
নমস্তং কর্ম্মেভ্যো বলে, চলে যাব যথা তথা।
আমি সাধু সঙ্গে নানারঙ্গে, দূর করিব মনের ব্যথা॥
তুমি গো পাষাণের সুতা, আমার যেম্নি পিতা তেম্নি মাতা
রামপ্রসাদ বলে হৃদিহলে, গুরুতর রাখ গাঁথা॥১॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

আমি কায হারালাম কালের বশে॥
গেল দিন মিছে রঙ্গ রসে।
যখন ধন উপার্জ্জন, করেছিলাম দেশ বিদেশে।
তখন ভাই বন্ধু দারা সুত; সবাই ছিল আমার বশে॥
এখন ধন উপার্জ্জন, না হইল দশার শেষে।
সেই ভাই বন্ধু দারা সুত, নির্ধন বলে সবাই রোষে॥
যমদূত আসি, শিয়রেতে বসি, ধরবে যখন অগ্রকেশে।
তখন সাজিয়ে মাচা, কলসী কাচা, বিদায় দিবে দণ্ডী বেশে॥
হরি হরি বলি শ্মশানেতে ফেলি, যে যার যাবে আপন বাসে।
রামপ্রসাদ ম'লো, কান্না গেল, অন্ন খাবে অনায়াসে॥২॥

রাগিণী পিলু বাহার—তাল যৎ।

ভবের আশা খেলবো পাশা, বড়ই আশা মনে ছিল।
মিছে আশা ভাঙ্গা দশা প্রথমে পঞ্জুড়ী পড়লো॥
পবার আঠার ষোল, যুগে যুগে এলেম ভাল।
শেষে কচে বার পেয়ে মাগো পঞ্জা ছক্কায় বদ্ধ হলো॥
ছদুই আট, ছচার দশ কেহ নয় মা আমার বশ।
আমার খেলাতে না হলো যশ, এবার বাজী ভোর হ'ল॥১৩॥

রাগিণী ললিত বিভাস—তাল একতালা।

কেবল আশার আশা, ভবে আসা, আসা মাত্র হলো।
যেমন চিত্রের পদ্মেতে পড়ে, ভ্রমর ভুলে র'লো॥
মা নিম খাওয়ালে, চিনি বলে, কথায় করে ছলো।
ওমা মিঠার লোভে, তিত মুখে সারা দিনটা গেলো॥
মা খেলবে বলে, ফাঁকি দিয়ে নাবালে ভূতলো।
এবার যে খেলা খেলালে মাগো, আশা না পূরিল॥
রামপ্রসাদ বলে ভবের খেলায়, যা হবার তাই হলো।
এখন সন্ধ্যা বেলায়, কোলের ছেলে, ঘরে নিয়ে চলো॥১৪॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

মন করোনা সুখের আশা।
যদি অভয় পদে লবে বাসা॥
হোয়ে ধর্ম্ম তনয় ত্যজে আলয়, বনে গমন হেরে পাশা।
হোয়ে দেবের দেব সদ্বিবেচক তৈইতো শিবের দৈন্য দশা॥

সে যে দুঃখী দাসে দয়া বাসে, মন সুখের আশে বড় কসা ॥
হরিষে বিষাদ আছে মন, করোনা একথায় গোসা।
ওরে সুখেই দুখ দুখেই সুখ ডাকের কথা আছে ভাষা ॥
মন ভেবেছ কপট ভক্তি, করে লুকাইবে আশা।
নবে কড়ার কড়া তস্য কড়া এড়াবে না রতিমাসা ॥
প্রসাদের মন হও যদি মন, কর্ম্মে কেন হওরে চাসা।
ওরে মনের মতন কর যতন, রতন পাবে অতি খাসা ॥ ১৮ ॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

অভয় পদ সব লুটালে।
কিছু রাখ্‌লিনে মা তনয় বলে ॥
দাতার কন্যা দাতা ছিলে মা, শিখেছিলে মা মায়ের স্থলে।
তোমার পিতা মাতা যেম্নি দাতা, তেম্নি দাতা কি আমায় হ'লে ॥
ভাঁড়ার জিম্মা যাঁর কাছে মা, সে জন তোমার পদতলে।
ঐ যে ভাং খেয়ে শিব সদাই মত্ত, কেবল তুষ্ট বিল্বদলে ॥
জন্ম জন্ম জন্মান্তরে মা, কতই দুঃখ দিয়েছিলে।
রামপ্রসাদ বলে এবার মোলে ডাকবো সর্ব্বনাশী বলে ॥ ১৯ ॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

এবার বাজি ভোর হলো।
ও মন কি খেলা খেলাবে বল ॥
শতরঞ্চ প্রধান পঞ্চ পঞ্চে আমায় দাগা দিল।
এবার বড়ের ঘর করে ভর মন্ত্রীটী বিপাকে মলো ॥

দুটা অশ্ব দুটা গজ ঘরে বসে কাল কাটালো।
তারা চলতে পারে সকল ঘরে তবে কেন অচল হলো ॥
দুখান তরী নিমক ভরি বাদাম তুলি না চলিল।
ওরে এমন সুবাতাস পেয়ে ঘাটের তরী ঘাটে রৈলো ॥
শ্রীরামপ্রসাদ বলে মোর কপালে এই কি ছিল।
ওরে অতঃপরে কোণার পাশে পীলের কিস্তি মাত হ'ল ॥১৩

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

এবার কালী তোমায় খাব।
(খাব খাব গো দীন দয়াময়ী)
তারা গণ্ডযোগে জন্ম আমার ॥
গণ্ডযোগে জন্ম হ'লে, সে হয় যে মা খেকো ছেলে।
এবার তুমি খাও কি আমি খাই মা, দুটোর একটা করে যাব
ডাকিনী যোগিনী দুটা, তরকারি বানায়ে খাব।
তোমার মুণ্ডমালা কেড়ে নিয়ে, অম্বলে সম্ভার চড়াব ॥
হাতে কালী মুখে কালী, সর্ব্বাঙ্গে কালী মাখিব।
যখন আসবে শমন বাঁধবে কসে, সেই কালী তার মুখে দিব ॥
খাব খাব বলি মাগো, উদরস্থ না করিব।
এই হৃদিপদ্মে বসাইয়ে, মনোমানসে পূজিব ॥
যদি বল কালী খেলে কালের হাতে ঠেকা যাব।
আমার ভয় কি তাতে কালী বলে কালেরে কলা দেখাব ॥
কালীর বেটা শ্রীরামপ্রসাদ, ভালমতে তাই জানাব।
তাতে মন্ত্রের সাধন শরীর পতন, যা হবার তাই ঘটাইব ॥১৪॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

মা গো তারা ও শঙ্করী।

কোন অবিচারে আমার উপর, কল্লে দুঃখের ডিক্রীজারি॥
এক আসামী ছয়টা প্যাদা, বল্ মা কিসে সামাই করি।
আমার ইচ্ছা করে, ঐ ছটারে, বিষ খাইয়ে প্রাণে মারি॥
প্যাদার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, তার নামেতে নিলামজারি।
ঐ যে পান বেচে খায় কৃষ্ণ পান্তি, তারে দিলি জমিদারী॥
হুজুরে দরখাস্ত দিতে, কোথা পাব টাকা কড়ি।
আমায় ফিকিরে ফকির বানায়ে, বসে আছ রাজকুমারী॥
হুজুরে উকীল যে জনা, ডিসমিসে তার আশয় ভারি।
করে আসল সন্ধি, সওয়াল বন্দী, যেরূপে মা আমি হারি॥
পলাইতে স্থান নাই মা, বল কিবা উপায় করি।
ছিল স্থানের মধ্যে অভয় চরণ তাও নিয়াছেন ত্রিপুরারি॥১৯॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

নিতুই তোয় বুঝাবে কেটা।
বুঝে বুঝলি না রে মনরে ঠেটা॥

কোথা রবে ঘর বাড়ী, তোর কোথা রবে দালান কোঠা।
যখন আসবে শমন, বাঁধবে কসে, মন, কোথা রবে খুড়া জেঠা॥
মরণ সময় দিবে তোমায় ভাঙ্গা কলসি ছেঁড়া চ্যাটা।
ওরে সেখানেতে তোর নামেতে আছে রে যে জাব্দা আঁটা॥
যত ধন জন সব অকারণ, সঙ্গেতে না যাবে কেটা।
রামপ্রসাদ বলে দুর্গা বলে, ছাড়বে সংসারের লেঠা॥২০॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

আমি এত দোষী কিসে।
ঐ যে প্রতিদিন হয় দিন যাওয়া ভার, সারাদিন মা কাঁদি বসে।
মনে করি গৃহ ছাড়ি, থাক্‌বো না আর এমন দেশে।
তাতে কুলালচক্র ভ্রমাইল, চিন্তারাম চাপরাশী এসে॥
মনে করি গৃহ ছাড়ি, নাম সাধনা করি বসে।
কিন্তু এমন কল করেছ কালী, বেঁধে রাখে মায়াপাশে॥
কালীর পদে মনের [illegible], দীন [illegible]প্রসাদে ভাসে। আমার
সেই যে কা[illegible] মনের কালী, হলেম কালী তার বিষয় বশে॥২১॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

মন রে আমার এই মিনতি।
তুমি পড়া পাখী হও করি স্তুতি॥
অধু তবু গিরিসুতা, পড়্‌লে শুন্‌লে দুধি ভাতি।
ওরে জান না কি ডাকের কথা না পড়িলে ঠেঙ্গার গুঁতি॥
কালী কালী কালী পড় মন, কালীপদে রাখ প্রীতি।
ওরে পড় বাবা আত্মারাম, আত্মজনার কর গতি॥
উড়ে উড়ে; বেড়ে বেড়ে, বেড়িয়ে কেন বেড়াও ক্ষিতি।
ওরে গাছের ফলে কদিন চলে, কররে চার ফলে স্থিতি॥
প্রসাদ বলে ফলা গাছে, ফল পাবি মন, শোন্ যুক্তি। ওরে
বসে মূলে, কালী বলে, গাছ নাড়া দেও নিতি নিতি॥২২॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

মন কেন মায়ের চরণ ছাড়া।
ও মন ভাব শক্তি, পাবে মুক্তি, বাঁধ দিয়া ভক্তি দড়া ॥
নয়ন থাকতে না দেখলে মন, কেমন তোমার কপাল পোড়া।
মা ভক্তে ছলিতে, তনয়া রূপেতে, বাঁধেন আসি ঘরের বেড়া ॥
মায়ে যত ভালবাসে, বুঝা যাবে মৃত্যু শেষে।
মোলে দণ্ডদুচার কান্নাকাটী, শেষে দিবে গোবর ছড়া।
ভাই বন্ধু দারাসুত, কেবল মাত্র মায়ার গোড়া।
মোলে সঙ্গে দিবে মেটে কলসী, কড়ি দিবে অষ্টকড়া ॥
অঙ্গেতে যত আভরণ, সকলই করিবে হরণ।
দোসর বস্ত্র গায় দিবে, চারকোণা মাঝখানে ফাড়া ॥
যেই ধ্যানে এক মনে, সেই পাবে কালীকাতারা ॥
বের হয়ে দেখ কন্যারূপে, রামপ্রসাদের বাঁধছে বেড়া ॥২৩॥ *

---

* এইরূপ কিম্বদন্তী আছে যে, কাশীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী অন্নপূর্ণা রামপ্রসাদের গীত শ্রবণে নিতান্ত ইচ্ছা হইলে, তিনি কুমারহট্টস্থ তদীয় বাসভবনে আসিয়া উপস্থিত হন। রামপ্রসাদ তৎকালে গীত গাহিতে গাহিতে একটী ঘরের বেড়া বাঁধিতেছিলেন, তদীয় কন্যা পরমেশ্বরী তাঁহার বেড়া বাঁধিবার সাহায্যস্বরূপ দড়ি গলাইয়া দিতেছিল। তাঁহার কন্যা কোন কার্য্যব্যপদেশে স্থানান্তরে গমন করিলে, স্বয়ং ভগবতী তদীয় কন্যারূপপরিগ্রহ পূর্ব্বক পূর্ব্বরূপ দড়ি প্রদানের কার্য্য করিয়াছিলেন।

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

মা আমার অন্তরে আছ।
তোমায় কে বলে অন্তরে শ্যামা॥
তুমি পাষাণ মেয়ে, বিষম মায়া, কত কাচ কাচাও মা কাচ।
উপাসনা ভেদে তুমি প্রধান মূর্ত্তি ধর পাঁচ। যে জন
পাঁচেরে এক কোরে ভাবে, তার হাতে মা কোথা বাঁচ॥
বুঝে ভার দেয় যে জন, তার ভার নিতে হাঁচ।
যেজন কাঞ্চনের মূল্য জানে, সেকি ভুলে পেয়ে কাঁচ॥
প্রসাদ বলে আমার হৃদয়, অমল কমল সাঁচ।
তুমি সেই সাঁচে নির্ম্মিতা হোয়ে, মনোময়ী হয়ে নাচ॥২৪॥

রাগিণী গারাভৈরবী—তাল আড়া।

হৃদ্‌কমলমঞ্চে দোলে করালবদনী।
মনপবনে দুলাইছে দিবসরজনী॥
ইড়া পিঙ্গলা নামা, সুষুম্না মনোরমা,
তার মধ্যে গাঁথা শ্যামা, ব্রহ্মসনাতনী॥
আবির রুধির তায়, কি শোভা হয়েছে গায়,
কাম আদি মোহ যায়, হেরিলে অমনি।
যে দেখেছে মায়ের দোল, সে ছেড়েছে মায়ের কোল,
রামপ্রসাদের এই বোল, ঢোলমারা বাণী॥২৫॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

এবার আমি সার ভেবেছি।
এক ভাবীর কাছে ভাব শিখেছি ॥
যে দেশে রজনী নাই মা, সেই দেশের এক লোক পেয়েছি।
আমার কিবা দিবা কিবা সন্ধ্যা, সন্ধ্যাকে বন্ধ্যা করেছি ॥
ঘুম ছুটেছে আর কি ঘুমাই যুগে যুগে জেগে আছি।
এবার যার ঘুম তারে দিয়ে, ঘুমেরে ঘুম পাড়ায়েছি ॥
সোহাগা-গন্ধক মিশায়ে, সোণাতে রং ধরায়েছি ॥
মণিমন্দির মেজে দিব, মনে এই আশা করেছি ॥
প্রসাদ বলে ভক্তি মুক্তি উভয়কে মাথে ধরেছি।
এবার শ্যামার নাম ব্রহ্ম জেনে ধর্ম্ম কর্ম্ম সব ছেড়েছি ॥২৬॥

রাগিণী মূলতান—তাল একতালা।

কাল মেঘ উদয় হলো অন্তর অম্বরে।
নৃত্যতি মানস শিখী কৌতুকে বিহরে ॥
মা শব্দে ঘন ঘন গর্জ্জে ধারাধরে।
তাহে প্রেমানন্দ মন্দ হাসি, তড়িৎ শোভা করে ॥
নিরবধি অবিশ্রান্ত নেত্রে বারি ঝরে।
তাহে প্রাণ চাতকের তৃষা ভয় ঘুচিল সত্বরে ॥
ইহজন্ম, পরজন্ম, বহুজন্ম পরে।
রামপ্রসাদ বলে আর জন্ম, হবে না জঠরে ॥২৭॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

কালীপদ মরকত আলানে, মন কুঞ্জরেরে বাঁধ এঁটে।
কালীনাম তীক্ষ্ণ খড়্গো কর্ম্মপাশ ফেল কেটে॥
নিতান্ত বিষয়াসক্ত মাথায় কর বেসার বেটে।
ওরে একে পঞ্চভূতের ভার, আবার ভূতের বেগার মর খেটে॥
সতত ত্রিতাপের তাপে, হৃদিভূমি গেল ফেটে।
নব-কাদম্বিনীর বিড়ম্বনা, পবমায়ু যায় ঘেটে॥
নানা তীর্থ পর্য্যটনে শ্রমমাত্র পথ হেঁটে।
পাবে ঘরে বসে চারি ফল বুঝনা রে দুঃখ চেটে॥
রামপ্রসাদ কয় কিসে কি হয়, মিছে মোলেম শাস্ত্র ঘেঁটে।
এখন ব্রহ্মময়ীর নাম কোরে ব্রহ্মরন্ধ্র যাক ফেটে॥২৮।

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

কে জানে কালী কেমন।
ষড়দর্শনে না পায় দরশন॥
কালী পদ্মবনে হংস সনে, হংসীরূপে করে রমণ।
তাঁকে মূলাধারে সহস্রারে, সদা যোগী করে মনন॥
আত্মারামের আত্মা কালী, প্রমাণ প্রয়োগ লক্ষ এমন।
তারা ঘটে ঘটে বিরাজ করেন ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন॥
মায়ের উদর ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড, প্রকাণ্ড তা জান কেমন।
মহাকাল জেনেছেন কালীর মর্ম্ম,(১) অন্য কেবা জানে তেমন।

(১) অপরবিধ পাঠ;—সে যে কালীর মর্ম্ম কালে জানে, দ্বিতীয় কে আছে এমন।

প্রসাদ ভাষে লোকে হাসে, সন্তরণে সিন্ধু গমন। আমার
প্রাণ বুঝেছে মন বুঝেনা, ধর্ব্বে শশী হয়ে বামন ॥২৯॥

রাগিণী গারাভৈরবী—তাল ঠুংরী।

অপার সংসার, নাহি পারাপার।
ভরসা শ্রীপদ, সঙ্গের সম্পদ, বিপদে তারিণি, কর গো নিস্তার।
যে দেখি তরঙ্গ অগাধ বারি, ভয়ে কাঁপে অঙ্গ ডুবে বা মরি।
তার কৃপা করি, কিঙ্কর তোমারি, দিয়ে চরণ তরী, রাখ এইবার॥
বহিছে তুফান নাহিক বিরাম, থর থর অঙ্গ কাঁপে অবিরাম।
পূরাও মনস্কাম, জপি তারানাম, তারা তব নাম সংসারের সার॥
কাল গেল কালী হলনা সাধন, প্রসাদ বলে গেল বিফলে জীবন।
এ ভব-বন্ধন, কর বিমোচন, মা বিনে তারিণী কারে দিব ভার॥৩০॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

আর বাণিজ্যে কি বাসনা।
ওগো আমার মন বলনা॥
ওরে ঋণী আছেন ব্রহ্মময়ী, সুখে সাধ সেই লহনা।
ব্যজনে পবন বাস, চালনেতে সুপ্রকাশ।
মনরে ওরে শরীরস্থা ব্রহ্মময়ী, নিদ্রিতা জন্মাও চেতনা॥
কাণে যদি ঢোকে জল, বার করে যে জানে কল,
মনরে ওরে সে জলে মিশায়ে জল, ঐহিকের এরূপ ভাবনা॥
ঘরে আছে মহারত্ন, ভ্রান্তিক্রমে কাচে যত্ন,
মনরে ওরে শ্রীনাথ দত্ত, কর তত্ত্ব, কলের কপাট খোলনা॥

অপূর্ব্ব জন্মিল নাতি, বুড়া দাদা দিদিঘাতী,
মনরে ওরে জনম মরণাশৌচ, সন্ধ্যাপূজা বিড়ম্বনা ॥
প্রসাদ বলে বারে বারে, না চিনিলে আপনারে,
মনরে ওরে সিন্দূর বিধবার ভালে, মরি কিবা বিবেচনা ॥৩১

রাগিণী মূলতান—তাল একতালা।

মন কালী কালী বল।
বিপদনাশিনী কালীর নাম জপনা, ওরে ও মন কেন ভুল ॥
কিঞ্চিৎ করোনা ভয়, দেখে অগাধ সলিল।
ওরে অনায়াসে ভবনদীর কালী কুলাইবেন কুল ॥
যা হবার তা হলো ভাল, কাল গেল মন কালী বল,
এবার কালের চক্ষে দিয়ে ধূলো, ভব পারাবারে চল ॥
শ্রীরামপ্রসাদে বলে, কেন মন ভুল।
ওরে কালীনাম অন্তরে জপ, বেলা অবসান হ'ল ॥৩২॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

আমি কি দুখেরে ডরাই।
ভবে দেও দুঃখ মা আর কত তাই ॥
আগে পাছে দুখ চলে মা যদি কোনখানেতে যাই।
তখন দুখের বোঝা মাথায় নিয়ে দুখ দিয়ে মা বাজার মিলাই।
বিষের কৃমি বিষে থাকি মা, বিষ খেয়ে প্রাণ রাখি সদাই।
আমি এমন বিষের কৃমি মাগো, বিষের বোঝা নিয়ে বেড়াই ॥
প্রসাদ বলে ব্রহ্মময়ী বোঝা নাবাও ক্ষণেক জিরাই।
দেখ সুখ পেয়ে লোক গর্ব্ব করে আমি করি দুঃখের বড়াই ॥৩৩॥

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়খেমটা।

আমার কপাল গো তারা।
ভাল নয় মা ভাল নয় মা, ভাল নয় মা কোনকালে॥
শিশুকালে পিতা ম'লো, মাগো রাজ্য নিল পরে।
আমি অতি অল্পমতি, ভাসালে সায়রের জলে॥
স্রোতের সেহালার মত, মাগো ফিরিতেছি ভেসে।
সবে বলে ধর ধর, কেও নাবেনা অগাধ জলে॥
বনের পুষ্প বেলের পাতা, মাগো আর দিব আনাগ মাথা।
রক্তচন্দন রক্তজবা, দিব মায়ের চরণতলে॥
শ্রীরামপ্রসাদের বাণী, শোন গো মা নারায়ণী,
তনু অন্তকালে আমায় টেনে ফেল গঙ্গাজলে॥১৩৭

রাগিণী মোহিনী বাহার—তাল আড়খেমটা।

ওমা হর গো তারা, মনের দুঃখ।
আর তো দুঃখ সহেনা॥
যে দুঃখ গর্ভ যাতনে মাগো, জন্মিলে থাকেনা মনে।
মায়ামোহে পড়ে ভ্রমে, জন্মি বলে ওনা ওনা॥
জন্ম মৃত্যু যে যন্ত্রণা, মাগো যে জন্মে নাই সে জানেনা।
তুই কি জানবি সে যন্ত্রণা, জন্মিলে না মরিলে না।
রামপ্রসাদে এই ভণে, দ্বন্দ্ব হবে মায়ের সনে,
শুধু রব মার চরণে, আর ত ভবে জন্মিবনা॥১৩৮

রাগিণী পিলু বাহার—তাল যৎ।

ওরে সুরাপান করিনে আমি, সুধা খাই জয় কালী বলে।
মনমাতালে মাতাল করে, যত মদমাতালে মাতাল বলে॥
গুরুদত্ত গুড় লয়ে, প্রবৃত্তি মসলা দিয়ে মা।
আমার জ্ঞানশুঁড়ীতে চুয়ায় ভাঁটী, পান করে মোর মনমাতালে।
মূলমন্ত্র যন্ত্র ভরা, শোধন করি বলে তারা মা।
রামপ্রসাদ বলে এমন সুরা, খেলে চতুর্ব্বর্গ মেলে॥৩৮॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

কায কি রে মন যেয়ে কাশী।
কালীর চরণে কৈবল্য রাশি॥
সার্দ্ধ ত্রিশকোটী তীর্থ মায়ের ও চরণবাসী।
যদি সন্ধ্যা জান, শাস্ত্র মান, কায কি হয়ে কাশীবাসী॥
হৃদ্‌কমলে ভাব বসে, চতুর্ভুজা মুক্তকেশী।
রামপ্রসাদ এই ঘরে বসি, পাবে কাশী দিবানিশি॥৩৯॥

-o—

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

ভাল নাই মোর কোন কালে।
ভালই যদি থাকবে আমার মন কেন কুপথে চলে॥
ওদে গো মা দশভূজা, আমার ভবে তনু হইল বোঝা।
আমি না করিলাম তোমার পূজা, জবা বিল্ব গঙ্গাজলে॥
এই ভবসংসারে আসি, না করিলাম গয়াকাশী।
যখন শমনে ধরিবে আসি, ডাক্‌ব কালী কালী বলে॥
দ্বিজরামপ্রসাদ বলে, তৃণ হয়ে ভাসি জলে।
আমি ডাকি ধর ধর বলে, কে ধরে তুলিবে কূলে॥৪০॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

মন কি কর তত্ত্ব তাঁরে।
ওরে উন্মত্ত, আঁধার ঘরে॥
সে যে ভাবের বিষয় ভাব ব্যতীত, অভাবে কি ধর্ত্তে পারে॥
মন অগ্রে শশী বশীভূত, কর তোমার শক্তি সারে।
ওরে কোঠার ভিতর চোর কুঠারী, ভোর হলে সে লুকাবে রে।
ষড়দর্শনে দর্শন পেলেম না, আগম নিগম তন্ত্রঘোরে॥
সে যে ভক্তি রসের রসিক, সদানন্দে বিরাজ করে পুরে॥
সে ভাব লোভে পরম যোগী, যোগ করে যুগযুগান্তরে।
হলে ভাবের উদয় লয় সে যেমন, লোহাকে চুম্বকে ধরে॥
প্রসাদ বলে মাতৃভাবে আমি তত্ত্ব করি যাঁরে।
সেটা চাতরে কি ভাঙ্‌বো হাঁড়ি বুঝবে মন ঠারেঠোরে॥৪১॥

রাগিণী জংলা—তাল একতালা।

মায়া রে পরম কৌতুক।
মায়াবদ্ধজনে ধাবতি, অবদ্ধজনে লুটে সুখ॥
আমি এই আমার এই, এভাব ভাবে মূর্খ সেই।
মনরে ওরে, মিছামিছি সার ভেবে, সাহসে বাঁধিছ বুক॥
আমি কেবা আমার কেবা, আমি ভিন্ন আছে কেবা।
মনরে ওরে, কে করে কাহার সেবা, মিছা ভাব দুখ সুখ॥
দীপ জ্বেলে আঁধার ঘরে, দ্রব্য যদি পায় করে,
মনরে ওরে, তখনি নির্ব্বাণ করে, না রাখে রে একটুক॥
প্রোজ্জ অট্টালিকায় থাক, আপনি আপন দেখ।
রামপ্রসাদ বলে মশারি তুলিয়া দেখ রে মুখ॥৪২॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

এই সংসার ধোঁকার টাটি।
ও ভাই আনন্দবাজারে লুটি।
ওরে ক্ষিতি জল বহ্নি বায়ু, শূন্যে পাঁচে পরিপাটি।
প্রথমে প্রকৃতিস্থূলা, অহঙ্কারে লক্ষকোটী।
যেমন শরার জলে সূর্য্য ছায়া, অভাবেতে স্বভাব যেটি॥
গর্ভে যখন যোগী তখন, ভূমে পড়ে খেলাম মাটি।
ওরে ধাত্রীতে কেটেছে নাড়ি, মায়ার বেড়ি কিসে কাটি॥
রমণী বচনে সুধা, সুধা নয় সে বিষের বাটি।
আগে ইচ্ছাসুখে পান করে, বিষের জ্বালায় ছটফটি॥
আনন্দে রামপ্রসাদ বলে, আদিপুরুষের আদি মেয়েটি।
তুমি যা ইচ্ছা তাই কর মা, তুমি পাষাণের বেটি॥৪৩

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

মন তুই কাঙ্গালী কিসে।
ও তুই জানিসনা রে সর্ব্বনেশে॥
অনিত্য ধনের আশে, ভ্রমিতেছ দেশে দেশে।
ও তোর ঘরে চিন্তামণি নিধি, দেখিসনা রে বসে বসে॥
মনের মত মন যদি হও, রাখ রে যোগেতে মিশে।
যখন অজপা পূর্ণিত হবে, ধরবে না আর কাল বিষে॥
গুরুদত্ত রত্ন তোড়া, বাঁধবে যতনে কসে।
দীন রামপ্রসাদের এই মিনতি, অভয়চরণ পাবার আশে॥৪৪॥

রাগিণী বসন্তবাহার—তাল একতালা।

কালী কালী বল রসনা।

কর পদধ্যান, নামামৃত পান, যদি হতে ত্রাণ, থাকে বাসনা॥
ভাই বন্ধু সুত দারা পরিজন, সঙ্গের দোসর নহে কোনজন।
দুরন্ত শমন বাঁধবে যখন, বিনে ঐ চরণ কেহ কার না॥
দুর্গানাম মুখে বল একবার, সঙ্গের সম্বল দুর্গানাম আমার।
অনিত্য সংসার, নাহি পারাপার, সকলি অসার, ভেবে দেখনা
গেল গেল কাল বিফলে গেল, দেখনা কালান্ত নিকটে এল।
প্রসাদ বলে ভাল, কালী কালী বল, দূর হবে কাল যমযন্ত্রণা॥ ৪

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

আমি তাই অভিমান করি।
আমায় করেছ গো মা সংসারী।
অর্থ বিনা ব্যর্থ যে এই সংসার সবারি।
ওমা তুমিও কোন্দল কোরেছ, বলিয়ে শিব ভিখারী॥
জ্ঞানধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ বটে, দান ধর্ম্মোপরি।
ওমা বিনা দানে মথুরাপাবে, যাননি সেই ব্রজেশ্বরী॥
নাতোয়ানী কাচ কাচ মা, অঙ্গে ভস্ম ভূষণ পরি।
ওমা কোথায় লুকাবে বল, তোমার কুবের ভাণ্ডারী॥
প্রসাদে প্রসাদ দিতে মা, এত কেন হোলে ভারি।
যদি রাখ পদে, থেকে পদে, পদে পদে বিপদ সারি॥৪৬॥

রাগিণী বসন্তবাহার—তাল আড়া।

ত্যজ মন কুজন ভুজঙ্গ সঙ্গ।
কাল মত্ত মাতঙ্গেরে না কর আতঙ্গ॥
অনিত্য বিষয় ত্যজ, নিত্য নিত্যময়ে ভজ।
মকরন্দ রসে মজ, ওরে মনোভৃঙ্গ॥
স্বপ্নে রাজ্য লভ্য যেমন, নিদ্রাভঙ্গে ভাব কেমন।
বিষয় জানিবে তেমন হ'লে নিদ্রাভঙ্গ॥
অন্ধস্কন্ধে অন্ধ চড়ে, উপয়েতে কূপে পড়ে।
কর্ম্মীকে কি কর্ম্মে ছাড়ে, তার কি প্রসঙ্গ॥
এই যে তোমার ঘরে, ছয় চোরে চুরি করে।
তুমি যাও পরের ঘরে, এত বড় রঙ্গ॥
প্রসাদ বলে কাব্য এটা, তোমাতে জন্মিল যেটা।
অঙ্গহীন হয়ে সেটা, দগ্ধ করে অঙ্গ॥৪৭॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

এবার কালী কুলাইব।
কালী কোলে কালী বুঝে লব॥
এ নিত্যকালী কি অস্থিরা, কেমন করে তায় রাখিব।
আমার মনোযন্ত্রে বাদ্য করি, হৃদিপদ্মে নাচাইব॥
কালীপদের পদ্ধতি যা, মন তোরে তা জানাইব।
আছে আর যে ছটা বড় ঠ্যাটা, সে কটাকে কেটে দিব॥
কালী ভেবে কালী হোয়ে, কালী বলে কাল কাটাব।
আমি কালাকালে কালের মুখে, কালী দিয়ে চলে যাব॥

প্রসাদ বলে আর কেন মা, আর কত গো প্রকাশিব।
আমার কিল খেয়ে কিল চুরি তবু কালী কালী বুলি না ছাড়িব॥৪৮

রাগিণী জংলা—তাল একতালা।

একবার ডাকরে কালীতারা বোলে, জোর করে রসনে
ও তোর ভয় কিরে শমনে॥
কায কি তীর্থ গঙ্গাকাশী, যার হৃদে জাগে এলোকেশী।
তার কায কি ধর্ম্মকর্ম্ম, ও তাঁর মর্ম্ম কেবা জানে॥
ভজনের ছিল আশা, সুক্ষ্ম মোক্ষ পূর্ণ আশা।
রামপ্রসাদের এই দশা, দ্বিভাবে ভেবে মনে॥৪৯॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

মন খেলাও রে দাণ্ডাগুলি।
আমি তোমা বিনা নাহি খেলি॥
এড়ি বেড়ি তেড়ি চাইল, চাঁম্পাকলি ধূলাধূলি।
আমি কালীর্ নামে মারব বাঁড়ি, ভাঙব যমের মাথার খুলি॥
ছয়জনের মন্ত্রণা নিলি, তাইতে পাগল ভুলে গেলি।
রামপ্রসাদের খেলা ভাঙলি, গলে দিলে কাঁথা ঝুলি॥৫০॥

রাগিণী সোহিনীবাহার—তাল একতালা।

তুমি এ ভাল করেছ মা, আমারে বিষয় দিলেনা।
এমন ঐহিক সম্পদ কিছু আমারে দিলেনা॥
কিছু দিলেনা পেলেনা, দিবেনা পাবেনা, তায় বা কি ক্ষতি মোর

হোক দিলে দিলে বাজী, তাতেও আছি রাজি,
এবার এ বাজী ভোর গো ॥
এমা দিতিস দিতাম, নিতাম খেতাম, মজুরি করিয়ে তোর।
এবার মজুরি হলোনা, মজুরা চাব কি,
কি জোরে করিব জোর গো ॥
আছ তুমি কোথা, আমি কোথা, মিছামিছি করি শোর।
শুধু শোর করা সারা, তোর যে কুধারা, মোর যে বিপদ ঘোর গো
এমা ঘোর মহানিশি, মনোযোগে জাগে, কি কাব তোব কঠোর।
আমার একুল ওকুল দুকুল গেল, সুধা না পেলে চকোর গো ॥
এমা আমি টানি কোলে, মন টানে পিছে, দারুণ করম ডোর।
রামপ্রসাদ কহিছে পড়ে দুটানায়, মরে মন ভুঁড়া চোর গো ॥৫১॥

রাগিণী সোহিনী—তাল একতালা।

আয় দেখি মন চুরি করি, তোমায় আমায় একত্র রে।
শিবের সর্ব্বস্ব ধন মায়ের চরণ, যদি আন্তে পারি হরে ॥
জাগা ঘরে চুরি করা, ইথে যদি পড়ি ধরা।
তবে মানবদেহের দফা সারা, বেঁধে নিবে কৈলাসপুরে ॥
গুরুবাক্য দৃঢ় করে, যদি যাইতে পারি ঘরে।
ভক্তিবান হরকে মেরে, শিবত্ব পদ লব কেড়ে ॥৫২॥

প্রসাদী স্থর—তাল একতালা।

কালীর নাম বড় মিঠা।
সদা গান কর পান কর এটা ॥

ওরে ধিক্‌রে রসনা তবু ইচ্ছা করে পায়স পিঠা ॥
নিরাকার সাকার ককার, সব্বাকার ভিটা।
ওরে ভোগ মোক্ষ ধাম নাম, ইহার পর আর আছে কেটা ॥
কালী যার হৃদে জাগে, হৃদয়ে তার জাহ্নবীটা।
সে যে কাল হলে মহাকাল হয়, কালে দিয়ে হাততালীটা ॥
জ্ঞানাগ্নি অন্তরে জেলে ধর্ম্মাধর্ম্ম কর ঘিটা।
তুমি মন কর বিল্বদল, শ্রুব কর বত্ন যেটা ॥
প্রসাদ বলে হৃদিভূমির, বিরোধ মেনে গেল মিটা।
আমার এ তনু দক্ষিণাকালীর, দেবত্তোরের দাগা চিঠা ॥৫৩॥

রাগিণী জংলা—তাল একতালা।

ওরে মন চড়কি ভ্রমণ কর, এ ঘোর সংসারে।
মহা যোগেন্দ্র কৌতুকে হাসে, না চিন তাঁহারে ॥
যুগল স্বয়ম্ভু শম্ভু, যুবতীর উরে।
মনরে ওরে কর পঞ্চ বিল্বদলে, পূজিছ তাঁহারে ॥
ঘরেতে যুবতীর বাক, গাজনে বাজিছে ঢাক,
মনরে ওরে বৃন্দাবলী খ্যামটা ঢালী বাজায় নানা সুরে ॥
কাম উচ্চ ভারায় চড়ে, ভাংলো পাঁজর পাটে পড়ে।
মনরে ওরে যাতনা করেছ তুচ্ছ, ধন্যরে তোমারে ॥
দীর্ঘ আশা চড়কগাছ, বেছে নিলে বাছের বাছ।
মনরে ওরে মায়া ডোরে বঁড়শী গাঁথা, স্নেহ বল যারে ॥
প্রসাদ বলে বার বার, অসারে জন্মিবে সার।
মনরে ওরে শিঙ্গে ফুকে শিঙ্গে পাবি, ডাকো কেলে মারে ॥৫৪॥

রাগিণী জংলা—তাল একতালা।

তারা নামে সকলি ঘুচায়।
কেবল রহেমাত্র ঝুলিকাঁথা, সেটাও নিত্য নয়॥
যেমন স্বর্ণকারে স্বর্ণ হরে, স্বর্ণ খাদে উড়ায়।
ওমা তোর নামেতে তেমনি ধারা, তেমনিতো দেখায়॥
যেমন গৃহস্থলে দুর্গা বলে, পেয়ে নাশ ভয়।
এমা তুমিতো অন্তরে জাগ, মনন বুঝতে হয়॥
যার পিতামাতা ভস্ম মাখে, তরুতলে রয়।
ওমা তার তনয়ের ভিটেয় টিঁকা, এ বড় সংশয়॥
প্রমাদে ধরেছে তারা, প্রসাদ পাওয়া দায়।
ওরে ভাই বন্ধু থেকোনা রামপ্রসাদের আশায়॥৫৫॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

কেন গঙ্গাবাসী হব।
ঘরে বসে মায়ের নাম গাইব॥
আপন রাজ্য ছেড়ে কেন পরের রাজ্যে বাস করিব।
কালীর চরণতলে কতশত, গয়াগঙ্গা দেখতে পাব॥
শ্রীরামপ্রসাদে বলে, কালীর পদে শরণ লব।
আমি এমন মায়ের ছেলে নই যে, বিমাতাকে মা বলিব॥৫৬॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

কালী সব ঘুচালে লেটা।
আগম নিগম শিবের বচন, মানবি কি না মানবি সেটা॥
শ্মশান পেলে ভালবাস মা, তুচ্ছ কর মণিকোটা।
মাগো আপনি যেমন ঠাকুর তেমন, ঘুচলনা আর সিদ্ধি ঘোটা॥
যেজন তোমার ভক্ত হয় মা, ভিন্ন হয় তার রূপের ছটা।
তার কটীতে কৌপীন মেলে না, গায়ছাই আর মাথায় জটা॥
ভূতলে আনিয়ে মাগো, করলে আমায় লোহাপিটা।
আমি তবু কালী বলে ডাকি, সাবাস আমার বুকের পাটা॥
ঢাকলা জুড়ে নাম রটেছে, শ্রীরামপ্রসাদ কালীর বেটা।
এযে মায়েপোয়ে এমন ব্যবহার, ইহার মর্ম্ম বুঝবে কেটা॥ ৮৩॥

রাগিণী গৌরীগান্ধার—তাল একতালা।

মা মা বলে আর ডাকবনা।
ওমা দিয়েছ দিতেছ কতই যন্ত্রণা॥
ছিলেম গৃহবাসী, করিলি সন্ন্যাসী, আর কি ক্ষমতা
রাখিস এলোকেশী, দ্বারে দ্বারে যাব, ভিক্ষা মাগি খাব,
মা বলে আর কোলে যাবনা।
ডাকি বারেবারে মা মা বলিয়ে, মা কি রয়েছ চক্ষু কর্ণ খেয়ে,
মা বিদ্যমানে, এদুখ সন্তানে, মা মোলে কি আর ছেলে বাঁচেনা
ভণে রামপ্রসাদ মায়ের কি এ সত্ত্ব, মা হয়ে হলি মা সন্তানের শত্রু
দিবানিশি ভাবি, আর কি করিবি,
দিবি দিবি পুন জঠোরযন্ত্রণা॥৫৮॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

সামাল্ সামাল্ ডুবলো তরী।
আমার মনরে ভোলা, গেল বেলা, ভজলে না হরসুন্দরী॥
প্রবঞ্চনার বিকিকিনি, করে ভরা কৈলে ভারী।
সারাদিন কাটালে ঘাটে বসে, সন্ধ্যাবেলা ধরলে পাড়ী॥
একে তোর জীর্ণ তরী, কলুষেতে হলো ভারি।
যদি পার হবি মন ভবার্ণবে, শ্রীনাথে কর কাণ্ডারী॥
তরঙ্গ দেখিয়া ভারী, পলাইল ছয়টা দাঁড়ী।
এখন গুরু ব্রহ্ম সার কর মন, যিনি হন ভবকাণ্ডারী॥৬৬॥

—০—

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

মন করোনা দ্বেষাদ্বেষি।
যদি হবিরে বৈকুণ্ঠবাসী॥
আমি বেদাগম পুরাণে, করিলাম কত খোঁজতল্লাসি।
ঐ যে কালী, কৃষ্ণ, শিব, রাম, সকল আমার এলোকেশী॥
শিবরূপে ধর শিঙ্গা, কৃষ্ণরূপে বাজাও বাঁশী।
ওমা রামরূপে ধর ধনু, কালীরূপে করে অসি॥
দিগম্বরী দিগম্বর, পীতাম্বর চিরবিলাসী।
শ্মশানবাসিনী বাসী, অযোধ্যা গোকুল নিবাসী॥
যোগিনী ভৈরবী সঙ্গে, শিশু সঙ্গে এক বয়সী।
যেমন অনুজ ধানুকী সঙ্গে, জানকী পরম রূপসী॥
প্রসাদ বলে ব্রহ্ম নিরূপণের কথা দেঁতোর হাসি।
আমার ব্রহ্মময়ী সকল ঘটে, পদে গঙ্গা গয়া কাশী॥৬৭॥

রাগিণী জংলা—তাল একতালা।

মোরে তরা বলে কেন না ডাকিলাম।
আমার এ তনুতরণী ভবসাগরে ডুবাইলাম ॥
এ ভবতরঙ্গে তরী বাণিজ্যে আনিলাম।
ত্যজিয়া অমূল্য নিধি পাপে পুরাইলাম ॥
বিষম তরঙ্গমাঝে চেয়ে না দেখিলাম।
মনডোরে ও চরণ হেলে না বাঁধিলাম ॥
প্রসাদ বলে মাগো, আমি কি কায করিলাম।
তুফানে ডুবিল তরা আপনি মজিলাম ॥৬০॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

অসকালে যাব কোথা।
আমি ঘুরে এলাম যথা তথা ॥
দিবা হলো অবসান, তাই দেখে কাঁপিছে প্রাণ,
তুমি নিরাশ্রয়ের আশ্রয় হয়ে স্থান দাও গো জগন্মাতা ॥
শুনেছি শ্রীনাথের কথা, তুমি চতুর্বর্গ দাতা।
রামপ্রসাদ বলে চরণতলে, রাখবে রাখ এই কথা ॥[illegible]॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

পতিতপাবনী তারা।
ওমা কেবল তোমার নাম সারা ॥
তরাসে আকাশে বাস, বুঝেছি মা কাযের ধারা।
বশিষ্ঠ চিনিয়াছিল, হাড় ভেঙ্গে শাপ দিল।
তদবধি হইয়াছ ফণী যেন মণিহারা ॥

ঠেকেছিলে মুনির ঠাঁই, কার্য্যকারণ তোমার নাই।
ওয়ায় সয় তয় রয়, সেইরূপ বর্ণপারা॥
দশের পথ বটে সোজা, দশের লাঠী একের বোঝা।
লেগেছে দশের ভাব, মনে শুধু চক্ষু ঠারা॥
পাগল বেটার কথায় মজে, এতকাল মলেম ভজে।
দিয়াছি গোলামি খৎ, এমন কি আর আছে চারা॥
আমি দিলাম নাকে খৎ, তুমি দেও মা ফারখৎ।
কালায় কালায় দাওয়া ঝুটা, সাক্ষী তোমার ব্যাটা বারা॥
বসতি ষোড়শদলে, ব্যক্ত হবে ভূমণ্ডলে,
প্রসাদ বলে কুতুহলে, তারায় লুকায় তারা॥৬৩॥

রাগিণী সোহিণী—তাল একতালা।

দেখি মা কেমন করে, আমারে ছাড়ায়ে যাবা।
ছেলের হাতে কলা নয় মা, ফাঁকি দিয়ে কেড়ে খাবা॥
এমন ছাপান ছাপাইব, মাগো খোজে খোজে নাহি পাবা।
বৎস পাশে গাভী যেমন, তেমনি পাছে পাছে ধাবা॥
প্রসাদ বলে ফাঁকিজুঁকি, মাগো দিতে পার পেলে হাবা।
আমায় যদি না তরাও মা, শিব হবে তোমার বাবা॥৬৪॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

মা হওয়া কি মুখের কথা।
(কেবল প্রসব করে হয়না মাতা)।
যদি না বুঝে সন্তানের ব্যথা॥

দশমাস দশদিন, যাতনা পেয়েছেন মাতা।
এখন ক্ষুধার বেলা সুধালেনা, এল পুত্র গেল কোথা ॥
সন্তানে কুকর্ম্ম করে, ব'লে সারে পিতামাতা।
দেখে কালপ্রচণ্ড করে দণ্ড, তাতে তোমার হয়না ব্যথা ॥
দ্বিজরামপ্রসাদে বলে, এ চরিত্র শিখলে কোথা।
যদি ধর আপন পিতৃধারা, নাম ধরো না জগন্মাতা ॥৬৫॥

রাগিণী জংলা—তাল একতালা।

মা আমি পাপের আসামী।
এই লোকসানি মহাল লয়ে বেড়াই আমি ॥
পতিতের মধ্যে লেখা, যার এই জমী ॥
তাই বারে বারে নালিস করি, দিতে হবে কমী ॥
আমি মোলে এ মহলে, আর নাই হামি।
এখন ভাল না রাখতো, থাকুক রামরামি ॥
গঙ্গা যদি গর্ভে টেনে, লইল এই ভূমি।
কেবল কথা রবে কোথা রব কোথা রবে তুমি ॥৬৬॥

রাগিণী লগ্নী—তাল আড়খেমটা।

মা বসন পর।
বসন পর, বসন পর, মাগো বসন পর তুমি।
চন্দনে চর্চ্চিত জবা, পদে দিব আমি গো ॥
কালীঘাটে কালী তুমি, মাগো কৈলাসে ভবানী।
বৃন্দাবনে রাধাপ্যারী, গোকুলে গোপিনী গো ॥

পাতালেতে ছিলে মাগো, হয়ে ভদ্রকালী।
কত দেবতা করেছে পূজা, দিয়ে নরবলি গো॥
কার বাড়ী গিয়াছিলে, মাগো কে করেছে সেবা।
শিরে দেখি রক্তচন্দন, পদে রক্তজবা গো॥
ডানিহস্তে বরাভয়, মাগো বামহস্তে অসি।
কাটিয়া অসুরের মুণ্ড করেছ রাশি রাশি গো॥
অসিতে রুধিরধারা, মাগো গলে মুণ্ডমালা।
হেটমুখে চেয়ে দেখ, পদতলে ভোলা গো॥
মাথায় সোণার মুকুট, মাগো ঠেকেছে গগনে।
মা হয়ে বালকের পাশে, উলঙ্গ কেমনে গো॥
আপনি পাগল পতি পাগল, মাগো আরো পাগল আছে।
দ্বিজরামপ্রসাদ হয়েছে পাগল, চরণ পাবার আশে গো॥৬৭॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

আমার সনদ দেখে যারে।
আমি কালীর সুত, যমের দূত, বল্‌গে যা তোর যম রাজারে॥
সনদ দিলেন গণপতি, পার্ব্বতীর অনুমতি।
আমার হাজির জামিন ষড়ানন, সাক্ষী আছে নন্দীবরে॥
সনদ আমার উরস্ পাটে, যেম্নি সনদ তেম্নি টাটে।
তাতে স্ব অক্ষরে দস্তখৎ, করেছেন দীগম্বরে॥৬৮॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

আমি ক্ষেমার খাসতালুকের প্রজা।
সে যে ক্ষেমঙ্করী আমার রাজা॥
চেননা আমারে শমন, চিনলে পরে হবে সোজা।
আমি শ্যামা মার দরবারে থাকি, অভয় পদের বইরে বোঝা॥
ক্ষেমার খাসে আছি বসে, নাই মহালে শুকা হাজা।
দেখ বালী চাপা সিকস্ত নদী, তাতেও মহাল আছে তাজা॥
প্রসাদ বলে শমন তুমি, বয়ে বেড়াও ভূতের বোঝা।
ওরে যে পদে ও পদ পেয়েছ, জাননা সেই পদের মজা॥৬৯॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

তারা আমি নই আটাসে ছেলে।
আমি ভয় করিনে চোক রাঙ্গালে॥
সম্পদ আমার ও রাঙ্গাপদ, শিব ধরে যা হৃদকমলে।
ওমা আমার বিষয় চাইতে গেলে, বিড়ম্বনা কতই ছলে॥
শিবের দলিল সৈ মোহরে, রেখেছি হৃদয়ে তুলে।
এবার করব নালিশ নাথের আগে ডিক্রী লব এক সওয়ালে॥
জানাইব কেমন ছেলে, মোকদ্দমায় দাঁড়াইলে।
যখন গুরুদত্ত দস্তাবেজ, গুজরাইব মিছিলকালে॥
মায়েপোয়ে মোকদ্দমা, ধুম হবে রামপ্রসাদ বলে।
আমি ক্ষান্ত হব যখন আমায় শান্ত করে লবে কোলে॥৭০॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

যারে শমন যারে ফিরি।
ও তোর যমের বাপের কি ধার ধারি॥
পাপপুণ্যের বিচারকারী, তোর যম হয় কালেক্টরি।
আমার পুণ্যের দফা সঙ্গে শূন্য, পাপ নিয়ে যা নিলাম করি॥
শমন দমন শ্রীনাথ চরণ, সর্ব্বদাই হৃদে ধরি।
আমার কিসের শঙ্কা মেরে ডঙ্কা, চলে যাব কৈলাসপুরী॥
রামপ্রসাদের মা শঙ্করী, দেখ্‌না চেয়ে ভয়ঙ্করী।
আমার পিতা বটেন শূলপাণি, ব্রহ্মা বিষ্ণু দ্বারের দ্বারী॥১১॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

দূর হয়ে যা যমের ভটা।
ওরে আমি ব্রহ্মময়ীর বেটা॥
বলগে যা তোর যমরাজারে, আমার মতন নিছে কটা।
আমি যমের যম হ'তে পারি, ভাবলে ব্রহ্মময়ীর ছটা॥
প্রসাদ বলে কালের ভটা, মুখ সামলায়ে বলিস্ বেটা।
কালীর নামের জোরে বেঁধে তোরে, সাজা দিলে রাখবে কেটা॥১২॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

ওরে শমন কি ভয় দেখাও মিছে।
তুমি যে পদে ও পদ পেয়েছ, সে মোরে অভয় দিয়াছে॥
ইজারার পাট্টা পেয়ে, এত কি গৌরব বেড়েছে।
ওরে স্বয়ং থাকতে কুশের পুতুল, কে কোথা দাহন করেছে॥

হিসাব বাকি থাকে যদি, দিবনারে তোদের কাছে।
ওরে রাজা থাকতে কোটালের দোহাই, কোন্ দেশেতে কে দিয়াছে
শিবরাজ্যে বসতি করি, শিব আমায় পাট্টা দিয়াছে।
রামপ্রসাদ বলে সেই পাট্টাতে, ব্রহ্মময়ী সাক্ষী আছে ॥৭৩॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

ওরে, মন কি ব্যাপারে এলি।
ও তুই না চিনিয়ে কাযের গোড়া, লাভে মূলে হারাইলি ॥
গুরুদত্ত রত্নভরে, কেন ব্যাপার না করিলি।
ও তুই কুসঙ্গেতে থেকে রত, মধ্যে তরী ডুবাইলি ॥
শ্রীরামপ্রসাদে বলে, সে অর্থ কেন না আনিলি।
ও তোর ব্যাপারেতে লাভ হবে কি, মহাজনকে মজাইলি ॥৭

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

অভয় পদে প্রাণ সঁপেছি।
আমি আর কি যমের ভয় রেখেছি ॥
কালীনাম কল্পতরু, হৃদয়ে রোপণ করেছি।
আমি দেহ বেচে ভবের হাটে, দুর্গানাম কিনে এনেছি ॥
দেহের মধ্যে সুজন যেজন, তাঁর ঘরেতে ঘর করেছি।
এবার শমন এলে, হৃদয় খুলে, দেখাব ভেবে রেখেছি ॥
সারাৎসার তারানাম, আপন শিখাগ্রে বেঁধেছি।
রামপ্রসাদ বলে দুর্গা বলে, যাত্রা করে বসে আছি ॥৭৫॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

ইথে কি আর আপদ আছে।
এই যে তারার জমী আমার দেহ ॥
যাতে দেবের দেব সুকৃষাণ হয়ে মহামন্ত্রে বীজ বুনেছে ॥
ধৈর্য্য খোঁটা, ধর্ম্ম বেড়া, এদেহের চৌদিক ঘেরেছে।
এখন কাল চোরে কি কর্ত্তে পারে, মহাকাল রক্ষক রয়েছে ॥
দেখে শুনে ছয়টা বলদ, ঘর হোতে বাহির হয়েছে।
কালীনাম অস্ত্রের তীক্ষ্ণধারে, পাপ তৃণ সব কেটেছে ॥
প্রেমভক্তি সুবৃষ্টি তায়, অহর্নিশি বর্ষিতেছে।
কালী কল্পতরুবরে রে ভাই, চতুর্ব্বর্গ ফল ধরেছে ॥৭১॥

রাগিণী পিলু বাহার—তাল যৎ।

ওরে মন বলি, ভজ কালী, ইচ্ছা হয় যেই আচারে।
মুখে গুরুদত্ত মন্ত্র কর, দিবানিশি জপ করে।
শয়নে প্রণাম জ্ঞান, নিদ্রায় কর মাকে ধ্যান,
ওরে নগর ফির মনে কর, প্রদক্ষিণ শ্যামা মারে ॥
যত শোন কর্ণ পটে, সকলি মায়ের মন্ত্র বটে,
কালী পঞ্চাশৎ বর্ণময়ী, বর্ণে বর্ণে নাম ধরে ॥
কৌতুকে রামপ্রসাদ রটে, ব্রহ্মময়ী সর্ব্ব ঘটে,
ওরে আহার কর মনে কর, আহুতি দেই শ্যামা মারে ॥৭২

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

মাগো আমার কপাল দূষী।
দূষী বটে গো আনন্দময়ী ॥
আমি ঐহিক সুখে মত্ত হয়ে, যেতে নারলাম বারাণসী।
নৈলে অন্নপূর্ণা মা থাকিতে, মোর ভাগ্যেতে একাদশী ॥
অন্ন ত্রাসে প্রাণে মরি, নানাবিধ কৃষি করি,
আমার কৃষি সকল নিল জলে, কেবলমাত্র লাঙ্গল চষি।
না করিলাম ধর্ম্মকর্ম্ম, পাপ করেছি রাশি রাশি।
আমি বাবার পথে কাঁটা দিয়ে, পথ ভুলে রয়েছি বসি ॥
জননী ভারতভূমে মা, কি কর্ম্ম করিলাম আসি।
আমার একুল ওকুল দুকুল গেল, অকুলপাথারে ভাসি ॥
শ্রীরামপ্রসাদ বলে, ভাবতে নারি দিবানিশি।
ওমা যখন শমন জোর করিবে, দুর্গানামে দিব ফাঁসি ॥
পরের হরণ পরগমন, মনে তখন হাসিখুসি।
সাঙ্গাই যখন করে রোদন, প্রসাদ নয়ন জলে ভাসি ॥১৮॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

বড়াই কর কিসে গো মা।
জানি তোমার আদি মূল, বড়াই কর কিসে ॥
আপনি ক্ষেপা, পতি ক্ষেপা, ক্ষেপা সহবাসে।
তোমার আদি মূল সকলই জানি, দাতা কোন্ পুরুষে ॥
মাগীমিন্সে ঝগড়া করে, রৈতে নার বাসে।
মাগো তোমার ভাতার ভিক্ষা করে, ফিরে দেশে দেশে ॥

প্রসাদ বলে মন্দ বলি, তোমার বাপের দোষে।
মাগো আমার বাপের নাম লইলে বিরাজ কৈলাসে ॥৭৯॥

———০———

রাগিণী সিন্ধু—তাল ঠুংরী।

এমন দিন কি হবে তারা।
যবে তারা তারা তারা বলে, তারা বেয়ে পড়্‌বে ধারা ॥
হৃদিপদ্ম উঠ্‌বে ফুটে, মনের আঁধার যাবে ছুটে,
তখন ধরাতলে পড়্‌বো লুটে, তারা বলে হব সারা ॥
ত্যজিব সব ভেদাভেদ, ঘুচে যাবে মনের খেদ,
ওরে শত শত সত্য বেদ, তারা আমার নিরাকারা ॥
শ্রীরামপ্রসাদে রটে, মা বিরাজে সর্ব্ব ঘটে,
ওরে আঁখি অন্ধ দেখ মাকে, তিমিরে তিমির ভরা ॥৮০॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

আর ভুলালে ভুল্‌বনাগো।
আমি অভয় পদ সার করেছি, ভয়ে হেলব দুল্‌বনাগো ॥
বিষয়ে আশক্ত হয়ে, বিষের কূপে উল্‌বনাগো।
সুখদুঃখ ভেবে সমান, মনের আগুন তুল্‌বনাগো ॥
ধন লোভে মত্ত হয়ে, দ্বারে দ্বারে বুল্‌বনাগো।
আশা বায়ুগ্রস্ত হয়ে মনের কথা খুল্‌বনাগো ॥
মায়াপাশে বদ্ধ হয়ে, প্রেমের গাছে ঝুল্‌বনাগো।
রামপ্রসাদ বলে দুধ খেয়েছি, ঘোলে মিশে ঘুল্‌বনাগো ॥৮১॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

আছি তেঁই তরুতলে বসে।
মনের আনন্দে হরিষে॥
আগে ভাঙবো গাছের পল্লতা, ডাঁটি ফল ধরিব শেষে।
রাগ দ্বেষ লোভ আদি, রেখে দূরদেশে।
রব রসাভাসে হা প্রত্যাশে, ফলিতার্থ রসে॥
ফলের ফলে সুফল লয়ে, যাইব নিবাসে।
আমার বিফলকে ফল দিয়ে, ফলাফল ভাসাও নৈরাশে॥
মন কর কি লওরে সুধা দুজনাতে মিশে।
খাবে একই নিঃশ্বাসে যেন সূর্য্যসম শোষে॥
রামপ্রসাদ বলে আমার কোষ্ঠ শুদ্ধি তারারেশে।
মাগী জানেনা যে মন কপাটে খিল দিয়েছি কোসে॥৮২॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

ছি মন তুই বিষয় লোভা।
কিছু জাননা, মাননা, শুননা কথা॥
অশুচি শুচিকে লোয়ে দিব্য ঘরে কর শোভা।
যদি দুই সতীনে পীরিত হয় তবে শ্যামা মারে পাবা॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম দুটো অজা, তুচ্ছ খোঁটায় বেঁধে থোবা।
ওরে জ্ঞান খড়্গে বলিদান, করিলে কৈবল্য পাবা॥
কল্যাণকারিণী বিদ্যা, তার ব্যাটার মত লবা।
ওরে মায়াসূত্র ভেদসূত্র তারে দূরে হাঁকারে দেবা॥
আত্মারামের অন্নভোগ, দুটা সেই মাকে দিবা।
রামপ্রসাদ দাসে, কয় শেষে, ব্রহ্মরসে মিশাইবা॥৮৩॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

মনরে শ্যামা মাকে ডাক।
ভক্তি মুক্তি করতলে দেখ॥
পরিহরি ধনমদ, ভজ পদ কোকনদ,
কালেরে নৈরাশ কর, কথা শুন কথা রাখ॥
কালীকৃপাময়ী নাম, পূর্ণ হবে মনস্কাম,
অষ্ট যামের অর্দ্ধ যাম, আনন্দেতে সুখে থাক॥
রামপ্রসাদ দাস কয়, রিপু ছয় কর জয়,
মার ডঙ্কা ত্যজ শঙ্কা, দূর ছাই করে হাঁক॥৮৪॥

রাগিণী পিলু বাহার—তাল যৎ।

কালীনাম জপ কর।
কারে শঙ্কা মার ডঙ্কা, যাবে কালীর কাছে।
কালীভক্ত জীবন্মুক্ত, যে ভাবে যে আছে॥
শ্রীনাথ করুণাসিন্ধু, অকিঞ্চন দীনবন্ধু,
দেখালেন কালী পাদপদ্ম কল্পগাছে।
গৃহে মুক্তি মূর্ত্তিমতী, রসনাগ্রে সরস্বতী,
শিবশিবা রাত্রিদিবা, রক্ষা হেতু পাছে।
যোগী ইচ্ছা করে যোগ, গৃহীর বাসনা ভোগ,
মার ইচ্ছা যোগ ভোগ, ভক্তজনে আছে॥
আনন্দে প্রসাদ কয়, কালী কিঙ্করের জয়,
অণিমাদি আজ্ঞাকারী, পড়ে থাক নাচে॥৮৫॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

মন ভেবেছ তীর্থে যাবে।
কালী পাদপদ্ম সুধা ত্যজি কূপে পড়ে আপন খাবে ॥
ভবজরা পাপ রোগ, নীলাচলে নানা ভোগ,
ওরে জ্বরে কাশী সর্ব্বনাশী ত্রিবেণী স্নানে রোগ বাড়াবে ॥
কালীনাম মহৌষধী, ভক্তিভাবে পান বিধি,
ওরে গান কর পান কর আত্মারামের আত্ম হবে ॥
মৃত্যুঞ্জয় উপযুক্ত, সেবায় হবে আশু মুক্ত,
ওরে সকলি সম্ভবে তাঁতে পরমাত্মায় মিশাইবে ॥
প্রসাদ বলে মন ভায়া ছাড়ি কল্পতরু ছায়া।
ওরে কাঁটা বৃক্ষের তলে গিয়ে মৃত্যুভয়টা কি এড়াবে ॥৮৬॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

ছিছি মনভ্রমরা দিলি বাজী।
কালী পাদপদ্ম সুধা ত্যজে বিষয় বিষে হলি রাজি ॥
দশের মধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠ লোকে তোমায় কয় রাজাজি।
সদা নীচ সঙ্গে থাক তুমি রাজা বট রীতি পাজি ॥
অহঙ্কারমদে মত্ত বেড়াও যেন কাজির তাজী।
তুমি ঠেকবে যখন শিখ্‌বে তখন ক্রমে কালে পাপোষ বাজি ॥
বাল্য জরা বৃদ্ধ দশা ক্রমে ক্রমে হয় গতাজি।
পড়ে চেরের কোটায় মন টুটায় যে ভজে সে মদ্দগাজি ॥
কুতূহলে প্রসাদ বলে জরা এলে আস্‌বে হাজী।
যখন দণ্ডপাণি লবে টানি কি করিবে ও বাবাজি ॥৮৭॥

রাগিণী পিলু বাহার—তাল যৎ।

এ শরীরে কায কি রে ভাই দক্ষিণে প্রেমে না গলে।
ওরে এ রসনায় ধিক্ ধিক্ কালীনাম নাহি বলে॥
কালীরূপ যে না হেরে, পাপ চক্ষু বলি তারে,
ওরে সেই সে দুরন্ত মন না ডুবে চরণতলে॥
সে কর্ণে পড়ুক বাজ, থেকে তার কিবা কায,
ওরে সুধাময় নাম শুনে চক্ষু না ভাসালে জলে॥
যে করে উদর ভরে, সে করে কি সাধ করে,
ওরে না পুরে অঞ্জলি চন্দন জবা বিল্বদলে॥
সে চরণে কায কিবা, মিছা শ্রম রাত্রিদিবা,
ওরে কালীমূর্ত্তি যথা তথা ইচ্ছাসুখে নাহি চলে॥
ইন্দ্রিয় অবশ যার দেবতা কি বশ তার,
রামপ্রসাদ বলে বাবুই গাছে আম্র কি কখন ফলে॥৮৮॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

মনরে ভালবাস তাঁরে।
যেজন ভবসিন্ধু পারে তারে॥
এই কর ধার্য্য কিবা কার্য্য অসার পসারে॥
ধনে জনে আশা বৃথা, বিস্মৃত সে পূর্ব্ব কথা,
তুমি ছিলে কোথা এলে কোথা যাবে কোথাকারে।
সংসার কেবল কাচ, কুহকে নাচায় নাচ,
মায়াবিনী কোলে আছ পড়ে কারাগারে॥

অহঙ্কার দ্বেষ রাগ, প্রতিকূলে অনুরাগ,
দেহরাজ্য দিলে ভাগ বল কি বিচারে ॥
যা করেছ চারা কিবা, প্রায় অবসান দিবা,
মণিদ্বীপে ভাব শিবা সদাশিবাগারে।
প্রসাদ বলে দুর্গানাম, সুধাময় মোক্ষধাম,
জপ কর অবিরাম সুধাও রসনারে ॥৮৯॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

তারা আর কি ক্ষতি হবে।
হেদে গো জননি শিবে ॥
তুমি লবে লবে বড়ই লবে, প্রাণকে আমার লবে,
থাকে থাক যায় যায় এ প্রাণ যায় যাবে।
যদি অভয় পদে মন থাকে তো কায কি আমার ভবে ॥
বাড়ায়ে তরঙ্গ রঙ্গ আর কি দেখাও শিবে।
একি পেয়েছ আনাড়ি দাঁড়ি তুফানে ডরাবে ॥
আপনি যদি আপন তরী ডুবাই ভবার্ণবে।
আমি ডুব দিয়ে জল খাব তবু অভয় পদে ডুবে ॥
গিয়েছি না যেতে আছি আর কি পাবে ভবে।
আছি কাঠের মুরাদ খাড়ামাত্র গণনাতে সবে ॥
প্রসাদ বলে আমি গেলে তুমি তো সে হবে।
তখন আমি ভাল কি তুমি ভাল তুমিই বিচারিবে ॥৯০॥

রাগিণী জংলা—তাল একতালা।

আমি অই খেদে খেদ করি।
ঐ যে তুমি মা থাকিতে আমার জাগা ঘরে হয় চুরি॥
মনে করি তোমার নাম করি, আবার সময়ে পাসরি।
আমি বুঝেছি পেয়েছি আশয় জেনেছি তোমার চাতুরি॥
কিছু দিলেনা পেলেনা, নিলেনা খেলেনা, সে দোষ কি আমারি।
যদি দিতে পেতে, নিতে খেতে, দিতাম খাওয়াইতাম তোমারি॥
যশঃ অপযশঃ সুরস কুরস সকল রস তোমারি।
ওগো রসে থেকে রস ভঙ্গ কেন কর রসেশ্বরী॥
প্রসাদ বলে মন দিয়াছ মনেরি আঁখঠারি।
ওমা তোমার সৃষ্টি দৃষ্টি পোড়া মিষ্টি বলে ঘুরে মরি॥৯১॥

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল একতালা।

দিবানিশি ভাবরে মন অন্তরে করালবদনা।
নীলকাদম্বিনী রূপ মায়ের এলোকেশী দিগ্বসনা।
মূলাধারে সহস্রারে বিহরে সে মন জাননা।
সদা পদ্মবনে হংসীরূপে আনন্দরসে মগনা॥
আনন্দে আনন্দময়ী হৃদয়ে কর স্থাপনা।
জ্ঞানাগ্নি জ্বালিয়া কেন ব্রহ্মময়ী রূপ দেখনা॥
প্রসাদ বলে ভক্তের আশা পুরাইতে অধিক বাসনা।
সাকারে সাযুজ্য হবে নির্ব্বাণে কি গুণ বলনা॥৯২॥

রাগিণী জংলা—তাল একতালা।

সে কি এম্নি মেয়ের মেয়ে।
যাঁর নাম জপিয়া মহেশ বাঁচেন হলাহল খেয়ে॥
সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় করে কটাক্ষে হেরিয়ে।
সে যে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড রাখে উদরে পুরিয়ে॥
যে চরণে শরণ লয়ে দেবতা বাঁচে দায়ে।
দেবের দেব মহাদেব যাঁর চরণে লোটায়ে॥
প্রসাদ বলে রণে চলে রণময়ী হয়ে।
শুম্ভ নিশুম্ভকে বধে হুঙ্কার ছাড়িয়ে॥৯৩॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

মুক্ত কর মা মুক্তকেশী।
ভবে যন্ত্রণা পাই দিবানিশি॥
কালের হাতে সঁপে দিয়ে মা ভুলেছ কি রাজমহিষী।
তারা কতদিনে কাটবে আমার এ দুরন্ত কালের ফাঁসি॥
প্রসাদ বলে কি ফল হবে হই যদি গে কাশীবাসী। ঐ যে বিমাতাকে মাথায় ধরে পিতা হলেন শ্মশানবাসী॥৯৪॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

তাই কালোরূপ ভালবাসি।
শ্যামা জগমনোমোহিনী মা এলোকেশী॥
কালোর গুণ না ভাল জানে শুক শম্ভু দেবঋষি।
যিনি দেবের দেব মহাদেব কালোরূপ তার হৃদয়বাসী॥

রাখাল বালক ব্রজের জীবন ব্রজাঙ্গনার মন উদাসী।
হলেন বনমালী কৃষ্ণকালী বাঁশী ত্যজে করে অসি॥
যতগুলি সঙ্গী মায়ের তারা সকল এক বয়সী।
ঐ যে তার মধ্যে কোলে মা মোর বিরাজে পূর্ণিমার শশী॥
প্রসাদ ভণে অভেদ জ্ঞানে কালোরূপে মেশামিশি।
ওরে একে পাঁচ পাঁচেই এক মন করো না দ্বেষাদ্বেষি॥৯৫॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

মন গরিবের কি দোষ আছে।
তুমি বাজিকরের মেয়ে শ্যামা যেমি নাচাও তেমি নাচে॥
তুমি কর্ম্ম ধর্ম্মাধর্ম্ম, মর্ম্মকথা বুঝা গেছে।
ওমা তুমি ক্ষিতি তুমি জল ফল ফলাচ্ছ ফলা গাছে॥
তুমি শক্তি তুমি ভক্তি, তুমিই মুক্তি শিব বলেছে।
ওমা তুমি দুঃখ তুমি সুখ চণ্ডীতে তা লেখা আছে॥
প্রসাদ বলে কর্ম্মসূত্র সে সুতার কাট্‌না কেটেছে।
ঐ মায়া সূত্রে বেঁধে জীব ক্ষেপা ক্ষেপি খেল খেলিছে॥৯৬॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

আর তোরে না ডাকব কালী।
তুই মেয়ে হয়ে অসি ধরে লেংটা হয়ে রণ করিলি॥
দিয়াছিলি একটা বৃত্তি তাওতো দিয়ে হরে নিলি।
ঐ যে ছিল একটা অবোধ ছেলে, মা হয়ে তার মাথা খেলি
দীন রামপ্রসাদ বলে মা এবার কালী কি করিলি।
ঐ যে ভাঙ্গা নায়ে দিয়ে ভরা, লাভে মূলে ডুবাইলি॥৯৭॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

এলোকেশী দিগ্বসনা।
কালী পুরাও মোর মনবাসনা॥
যে বাসনা মনে রাখি, তার লেশ মা নাহি দেখি,
আমার হবে কি না হবে দয়া বলে দেমা ঠিকঠিকানা॥
যে বাসনা মনে আছে, বলেছি মা তোমার কাছে,
এমা তুমি বিনে ত্রিভুবনে এ বাসনা কেউ জানেনা॥১৪৮॥

রাগিণী পিলু বাহার—তাল যৎ।

মা বলে ডাকিসনা রে মন মাকে কোথা পাবে ভাই।
থাকলে এসে দিত দেখা সর্ব্বনাশী বেঁচে নাই॥
গিয়ে বিমাতার তীরে, কুশ পুত্তল দাহন করে,
ওরে অশৌচান্ত পিণ্ড দিয়ে, কালাশৌচে কাশী যাই॥১৯॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

হয়েছি জোর করিয়াদী।
এবার বুঝে বিচার কর শ্যামা॥
ঐ যে মন করিছে জমিনদারী নেচে উঠে ছটা বাদী॥
অবিদ্যা বিমাতার ব্যাটা তারা ছটা কাম আদি।
যদি তুমি আমি এক হইতো পুরে হতে দূর করে দি॥
বিমাতা মরেন শোকে ছটায় যদি আমল না দি।
সুখে নিত্যানন্দ পুরে থাকি, পার হয়ে যাই আশানদী॥

ভজ্‌রে ভজবিজ কব মা হাজির ফরিয়াদী দাদী।
এই সোপার্জ্জিত ভজনের ধন সাধারণ নয় যে তা দি॥
মাতা আদ্যা মহাবিদ্যা, অদ্বিতীয় বাপ অনাদি।
এমা তোমার পুত্র সতিন সুতে, জোর করে কার কাছে কাঁদি॥
প্রসাদ ভণে ভরসা মনে বাপতো নহেন মিথ্যাবাদী। ঠেকে
বারে বারে খুব চেতেছি আর কি এবার ফাঁদে পা দি॥১০০॥

রাগিণী ঝংলা—তাল একতালা।

ও জননি অপরা জন্মহরা জননী;
অপারে ভবসংসারে এক তরণী॥
অজ্ঞানেতে অন্ধ জীব, ভেদ ভাবে শিবাশিব,
উভয়ে অভেদ পরমাত্মা স্বরূপিণী॥
মায়াতীত নিজে মায়া, উপাসনা হেতু কায়া
দীন দয়াময়ী বাঞ্ছাধিক ফলদায়িনী॥
আনন্দ কাননে ধাম, কত কি তারিণী নাম,
যদি জপে দেহ অন্তে শিব বলে মানি।
কহিছে প্রসাদ দীন, বিষম সুক্রিয়া হীন,
নিজ গুণে তারয়, ত্রিলোকতারিণী॥১০১॥

———০———

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

পতিতপাবনী পরা পরামৃত ফলদায়িনী।
স্বয়ম্ভু শিরসি সদা সুখদায়িনী।
সুদীনে চরণ ছায়া, বিতর শঙ্কর জায়া,
কৃপাং কুরু স্বগুণে মা, নিস্তারকারিণী॥

কৃত পাপহীন পুণ্য,* বিষয় ভজনাশূন্য,
তারারূপে তারয় মাং, নিখিল জননী।
ত্রাণ হেতু ভবার্ণব, চরণ তরণী তব,
প্রসাদে প্রসন্না ভব, ভবগেহিনী ॥১০২॥

রাগিণী বেহাগ—তাল একতালা।

ও কেরে মনমোহিনী।
ঐ মনোমোহিনী ॥
টল টল টল তড়িৎ পুঞ্জ, মণিমরকত কান্তি ছটা,
একি চিত্ত ছলনা দৈত্য দলনা ললনা নলিনী বিড়ম্বিনী ॥
সপ্ত পেতি সপ্ত হেতি, সপ্তবিংশ প্রিয় নয়নী।
শশী খণ্ড শিরসি, মহেশ উরসি, হরের রূপসী একাকিনী ॥
ললাট ফলকে, অলকা ঝলকে, নাসানলকে বেসরে মণি।
মরি হেরি একি রূপ, দেখ দেখ ভূপ, সুধারস কূপ, বদনখানি ॥
শ্মশানে বাস, অট্টহাস, কেশপাশ কাদম্বিনী।
বামা সমরে বরদা, অসুর দরদা, নিকটে প্রমোদা, প্রমাদ গণি।
কহিছে প্রসাদ, না কর বিবাদ, পড়িল প্রমাদ, স্বরূপে মানি।
না হব জয়ী রে, ব্রহ্মময়ী রে, করুণাময়ী রে, বল জননী ॥১০৩॥

রাগিণী বিভাস—তাল তিওট।

এলো চিকুর ভার, এ বামা, মার মার মার রবে ধায়।
রূপে আলো করে ক্ষিতি, গজপতি রূপবতী গতি,
রতিপতি মতি মোহে রে ॥

---

* অপরবিধ পাঠ ;—পাপ কৃত ক্ষণি পুণ্য।

অশিহশ কুলে কালী, কুলনাশ করে কালী,
নিশুম্ভ নিপাতী কালী, সব সেরে যায়।
সকল সেরে যায়, একি ঠেকিলাম দায়, এ জন্মের মত বিদায়॥
কালী বলে এতকাল, এড়ালাম যে জঞ্জাল, সেই কাল চরণে লুটায়
টেনে ফেল রম্ভাফল, গঙ্গাজল বিল্বদল,
শিব পূজার এ ফল, অশিব ঘটায়॥
অশিব ঘটায়, এই [illegible] ঘটায়, কি করব রটায়।
ভব দৈবরূপ শব, মুখেমা[illegible] নাহি রব, কার ভরসায় রব হায়॥
চিনিলাম ব্রহ্মময়ী, হই বা না জয়ী,
নিতান্ত করুণাময়ী, স্থান দিবে পায়।
স্থান দিবে পায়, নিতান্ত মন তায়, এজন্ম কর্ম্ম সায়॥
প্রসাদ বলে ভাল বটে, এ বুদ্ধি ঘটেছে ঘটে,
এ শঙ্কটে প্রাণে বাঁচা দায়।
মরণে কি আছে ভয়, জন্মের দক্ষিণা হয়,
দক্ষিণান্তে মন লয় কর দৈত্যরায়॥
ওহে দৈত্যরায়, ভজ এই দক্ষিণায়, আর কি কাম আমার॥১০৩।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল রূপক।

মা কত নাচ গো রণে।
নিরুপম বেশ বিগলিত কেশ, বিবসনা হরহৃদে কত নাচ গো রণে।
সদ্য হত দিতি তনয় মস্তকহার লম্বিত সুজঘনে।
কত রাজিত কটীতটে, নরকরনিকর, কুণপ শিশু শ্রবণে॥
অধর সুললিত, বিম্ব বিনিন্দিত, কুন্দ বিকসিত, সুদশনে।

শ্রীমুখমণ্ডল, কমল নিরমল, সাট্টহাস সঘনে ॥
সজল জলধর, কান্তি সুন্দর, রুধির কিবা শোভা ও বরণে ;
প্রসাদ প্রবদতি,* মন মানস নৃত্যতি, রূপ কি ধরে নয়নে ॥১০৫॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল রূপক।

এলো চিকুর নিকর, নরকর কটীতটে, হরে বিহরে রূপসী।
সুধাংশু তপন, দহন নয়ন, বয়ানবরে বসি শশী ॥
শব শিশু ঈষু, শ্রুতিতলে, বামকরে মুণ্ড অসি।
বামেতর কর, যাচে অভয় বর, বরাঙ্গনা রূপ মসি ॥
সদা মদালসে, কলেবর খসে, হাসে প্রকাশে সুধারাশি।
সমস্তা স্ববাসা, মাভৈঃ মাভৈঃ ভাষা, সুরেশানুকূলা ষোড়শী ॥
প্রসাদে প্রসন্না ভব ভবপ্রিয়া, ভবার্ণব ভয় বাসি।
জন্মের যন্ত্রণা হরণে মন্ত্রণা, চরণে গয়াগঙ্গা কাশী ॥১০৬॥

রাগিণী বিভাস—তাল তিওট।

নবনীল নীরদ তনুরুচি কে, ঐ মনোমোহিনী রে ॥
তিমির শশধর, বাল দিনকর, সমান চরণে প্রকাশ।
কোটিচন্দ্র ঝলকত, শ্রীমুখমণ্ডল, নিন্দি সুধামৃত ভাষ ॥
অবতংশ সে শ্রবণে, কিশোর বিধি হরি গলিত কুন্তল পাশ।
গলে সুন্দর বরণ সুহার লম্বিত সতত জঘনে নিবাস ॥
বামার বাম করপর, খড়্গ নরশির, সব্যে পূর্ণাভিলাষ।
শশী সকল ভালে, বিরাজে মহাকালে, ঘোর ঘন ঘন হাস ॥

* অপরবিধ পাঠ ;—শ্রীরামপ্রসাদ ভণে।

ভণে শ্রীকবিরঞ্জনে, বাঞ্ছা করেছি মনে,
করুণাবলোকনে, কলুষ চয় কর নাশ।
তব নাম বদনে, যে প্রকাশে সে জনে,
প্রভবে এ কথা আভাষ ॥১০৭॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল ধিমাতেতালা।

হুহুঙ্কারে সংগ্রামে ও কে বিরাজে বামা।
কামরিপু মোহিনী ও কে বিরাজে বামা ॥
তপন দহন শশী, ত্রিনয়নী ও রূপসী, কুবলয় দল তনুশ্যামা।
বিবসনা এ তরুণী, কেশ পড়িছে ধরণী, সমরনিপুণা গুণধামা।
কহিছে প্রসাদ সার, তারিণী সম্মুখে যার,
যমজয়ী বাজাইয়া দামা ॥১০৮॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল ধিমাতেতালা।

বামা ও কে এলোকেশে।
সঙ্গিনী রঙ্গিনী, ভৈরবী যোগিনী, রণে প্রবেশে অতি দ্বেষে ॥
কি সুখে হাসিছে, লাজ না বাসিছে, নাচিছে মহেশ উরসে।
ঘোর সমরে মগনা, হয়েছে নগনা, পিবতি সুধা কি আবেশে ॥
চলিয়া ঢলিয়া যাইছে চলিয়া, ধর রে বলিয়া ঘন হাসে।
কাহার নারী রে, চিনিতে নারি রে, মোহিত করেছে ছিন্নবেশে ॥
স্মারে আর ভজরে, ও পদে মজরে,
রূপে আলো করিছে দিগদশে।
কি করি রণে রে, হয়েছে মনে রে,
প্রসাদ ভণে রে চল কৈলাসে ॥১০৯॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল ধিমাতেতালা।

ওকে ইন্দীবর নিন্দি কান্তি বিগলিত বেশ।
বসনহীনা কে সমরে
মদনমথন উরসী রূপসী, হাসি হাসি বামা বিহরে।
প্রলয় কালীন জলদ গর্জ্জে, তিষ্ঠ তিষ্ঠ সতত তর্জ্জে,
জনমনোহরা শমন সোদরা গর্ব্ব খর্ব্ব করে॥
শাস্ত্রে শাস্ত্রে প্রথম দীক্ষা, প্রথম বয়স বিপুল শিক্ষা,
ক্রুদ্ধ নয়নে, নিরখে যেজনে, গমন শমন নগরে।
কলয়তি প্রসাদ হে জগদম্বে, সমরে নিপাত রিপু কদম্বে,
সম্বর বেশ, কুরুরূপালেশ, রক্ষ বিবুধ নিকরে॥১১০॥

—o—

রাগিণী খাম্বাজ—তাল ধিমাতেতালা।

চল চল জলদবরণে এ কার রমণী রে।
নখরাজী উজ্জ্বল, চন্দ্র নিরমল, সতত ঝলকে কিরণ।
নিরখ হে ভূপ, ঈশ শবরূপ, উরসি রাজে চরণ॥
একি চতুরানন হরি, কলয়তি শঙ্করী, সম্বরণ কর রণ॥
মগনা রণমদে, সচলা ধরাপদে, চরণে অচল চালন।
ফণীরাজ কম্পিত, সতত ত্রাসিত, প্রলয়ের এই কি কারণ॥
প্রসাদ দাসে ভাষে, ত্রাহি নিজ দাসে, চিত্তমে মত্ত বারণ।
সদা বিষয়াসব পানে,ভ্রমিছে বিজ্ঞানে,কদাচ না মানে বারণ॥১১১॥

রাগিণী বিভাস—তাল ধিমাতেতালা।

অকলঙ্ক শশীমুখী, সুধাপানে সদা সুখী,
তনু তনু নিরখি অতনু চমকে।
না ভাব বিরূপ ভূপ, যাঁরে ভাব ব্রহ্মরূপ,
পদতলে শবরূপ, বামা রণে কে॥
শিশু শশধর ধরা, গুণধরা, সুহাস মধুরাধরা,
প্রাণ ধরা ভার ধরা আলো করেছে।
চিত্তে বিবেচনা কর, নিশাকর দিবাকর,
বৈশ্বানর নেত্রবর কর ঝলকে॥
রামা অগ্রগণ্যা, বটে ধন্যা কার কন্যা,
কিবা অন্বেষণে রণে এসেছে।
সঙ্গে কি বিকৃতিগুলা, নখ কুলা দন্ত মূলা,
এলো চুলা গায় ধূলা ভয় করে হে॥
কবি রামপ্রসাদ ভাষে, রক্ষা কর নিজ দাসে,
যেজন একান্ত ত্রাসে, মা বলেছে।
তার অপরাধ ক্ষমা, যদি না করিবে শ্যামা,
তবে গো তোমায় উমা, মা বলিবে কে॥১১২॥

রাগিণী বিভাস—তাল ধিমাতেতালা।

মরি ও রমণী কি রণ করে।
রমণী সমর করে, ধরা কাঁপে পদভরে,
রথরথী সারথী তুরঙ্গ গরাসে।
কলেবর মহাকাল, মহাকালে শোভে ভাল,
দিনকর কর ঢাকে চিকুর পাশে॥

আতঙ্কে মাতঙ্গ ধায়, পতঙ্গে পতঙ্গ প্রায়,
মনে বাসি শশী খসি, পড়ে তরাসে।
নিরুপমা রূপছটা, ভেদ করে ব্রহ্মকটা,
প্রবল দনুজঘটা, গেলে গরাসে॥
ভৈরবী বাজায় গাল, যোগিনী ধরিছে তাল,
মরি কিবা সুরসাল, গান বিভাসে।
নিকটে বিবুধ বধূ, যতনে যোগায় মধু,
দোলায়ে বদন বিধু, মৃদু মৃদু হাসে॥
সবাকার বাশা আসা, ঘুচায়েছে আসা বাসা,
জীবনে নিরাশা, ফিরে না যায় বাসে।
ভণে রামপ্রসাদ সার, নাম লয়ে শ্যামা মার,
আনন্দে বাজায়ে দামা চল কৈলাসে॥১১৩॥

—০—

রাগিণী মল্লার—তাল খয়রা।

এলোকেশে কে শবে এলোরে বামা।
নখরনিকর হিমকরবর রঞ্জিত ঘন তনু মুখ হিমধামা॥
নব নব রঙ্গিনী, নব রসরঙ্গিনী, হাসত ভাষত নাচত বামা।
কুলবালা বাহুবলে, প্রবল দনুজদলে, ধরাতলে হতরিপু সমা।
ভৈরব ভূত প্রমথগণ, ঘন রবে রণজয়ী শ্যামা।
করে করে ধরে তাল, বব বম বাজে গাল,
ধাঁ ধাঁ ধাঁ গুড়্ গুড়্ বাজিছে দামামা॥
ভবভয় ভঞ্জন, হেতু কবিরঞ্জন, মুঞ্চতি করম সুনামা।
তব গুণ শ্রবণে, সতত মম মনে,
ঘোর ভবে পুনরপি গমন বিরামা॥১১৪॥

রাগিণী মল্লার—তাল খয়রা।

মোহিনী আশা বাসা ঘোর তমনাশা বামা কে।
ঘোর ঘটা কান্তি ছটা ব্রহ্ম কটা ঠেকেছে॥
রূপসী শিরসী শশী, হরোরসী এলোকেশী,
মুখ ঝালা সুধা ঢালা কুলবালা নাচিছে॥
দ্রুত চলে আস্য টলে, বাহুবলে দৈত্যদলে,
ডাকে শিবা কব কিবা দিবানিশি করেছে।
ক্ষীণ দীন ভাগ্যহীন, দুষ্টচিত্ত সুকঠিন,
রামপ্রসাদে কালীর বাদে কি প্রমাদে ঠেকেছে॥১১৫॥

—o—

রাগিণী মল্লার—তাল খয়রা।

সদাশিব শবে আরোহিণী কামিনী।
শোভিত শোণিতধারা মেঘে সৌদামিনী॥
একি দেখি অসম্ভব. আসন করেছে শব,
মূর্ত্তিমতী মনোভব, ভবভামিনী।
রবি শশী বহ্নি আঁখি, ভালে শশী শশিমুখী,
পদনখে শশী রাশি গজগামিনী।
শ্রীকবিরঞ্জন ভণে, কাদম্বিনী রূপ মনে,
ভাবয়ে ভকতজনে, দিবস রজনী॥১১৬॥

—o—

রাগিণী বিভাস—তাল তিওট।

শ্যামা বামা কে বিরাজে ভবে।
বিপরীত ক্রীড়া ব্রীড়াগতাসবে॥

গদ গদ রসে ভাসে, বদন ঢুলায়ে হাসে,
অতনু সতনু জনু অনুভবে।
রবিসুতা মন্দাকিনী, মধ্যে সরস্বতী মানি,
ত্রিবেণী সঙ্গমে মহাপুণ্য লভে॥
অরুণ শশাঙ্ক মিলে, ইন্দীবর চাঁদ গিলে,
অনলে অনল মিলে অনল নিভে।
কলয়তি প্রসাদ কবি, ব্রহ্ম ব্রহ্মময়ী ছবি,
নিরখিলে পাপ তাপ কোথায় রবে॥১১৭॥

—o—

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল আড়া।

শ্যামা বামা কে?
তনু দলিতাঞ্জন, শরদ সুধাকরমণ্ডলবদনী রে॥
কুন্তল বিগলিত, শোণিত শোভিত,
তড়িত জড়িত নবঘন ঝলকে॥
বিপরীত একি কায, লাজ ছেড়েছে দূরে,
ঐ রথরথী গজবাজী বয়ানে পূরে॥
নম দল প্রবল, সকল হত বল চঞ্চল বিকল হৃদয় চমকে॥
প্রচণ্ড প্রতাপ রাশি মৃত্যুরূপিণী,
ঐ কামরিপু পদে এ কেমন কামিনী।
লঙ্ঘে গগন ধরণীধর সাগর, ঐ যুবতি চকিতে নয়ন পলকে॥
ভীম ভবার্ণব তারণ হেতু, ঐ যুগল চরণ তব করিয়াছি সেতু।
কলয়তি কবি রামপ্রসাদ কবিরঞ্জন,
কুরু কৃপালেশ, জননী কালীকে॥১১৮॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল তিওট।

চিকণ কালরূপা সুন্দরী ত্রিপুরারি হৃদে বিহরে।
অরুণ কমলদল, বিমল চরণতল, হিমকর নিকর রাজিত নখরে ॥
বামা অট্ট অট্ট হাসে, তিমির কলাপ নাশে,
ভাষে সুধা অমিত ক্ষরে।
ভ্রমে কোকনদ দল, মধুকর চঞ্চল,
লঘুগতি পতিত যুবতী অধরে ॥
সহজে নবীনা ক্ষীণা, মোহিনী বসনহীনা,
কি কঠিনা দয়া না করে।
চঞ্চলাপাঙ্গ প্রাণহর, বরসিত শরখর, কত কত শত শত রে ॥
কহে রামপ্রসাদ কবি, অসিত মায়ের ছবি, ভাবি তাবি নয়ন ঝরে
ও পদ পঙ্কজ পল্লবে বিহরতু, মামক মানস হাস ধরে ॥১১৯॥

রাগিণী ললিত—তাল তিওট।

শঙ্কর পদতলে, মগনা রিপুদলে, বিগলিত কুন্তলজাল।
বিমল বিধুবর, শ্রীমুখ সুন্দর, তনুরুচি বিজিত তরুণ তমাল ॥
যোগিনীগণ সকল ভৈরব সমর করে করে ধরে তাল।
ক্রুদ্ধা মানস, উর্দ্ধে শোণিত পিবতি নয়ন বিশাল ॥
নিগম সারিগম গণ গণ গণ মবরব যন্ত্র মণ্ডল ভাল।
তা তা থেই থেই দ্রিমকি দ্রিমকি ধা ধা ডম্ফ বাদ্য রসাল ॥
প্রসাদ কলয়তি হে শ্যামা সুন্দরি, রক্ষ মম পরকাল।
দীনহীন প্রতি, কুরু কৃপালেশ বারয় কাল করাল ॥১২০॥

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল আড়া।

সমর করে ও কে রমণী।
কুলবালা ত্রিভুবন মোহিনী॥
ললাট নয়ন বৈশ্বানর, বাম বিধু বামেতর তরণি।
মরকত মুকুর বিমল মুখমণ্ডল নূতন জলধর বরণী॥
শব শিব হৃদয় মন্দাকিনী রাজত ঢল ঢল উজ্জ্বল ধরণী।
তদুপরি যুগপদ, রাজিত কোকনদ,
সুচারু নখর নিকর, সুধা ধামিনী॥
কলয়তি কবিরঞ্জন করুণাময়ী করুণাংকুরু হরমোহিনী।
গিরিবর কন্যে, নিখিল শরণ্যে, মম জীবনধন জননী॥১২॥

রাগিণী বেহাগ—তাল তিওট।

শ্যামা বামা গুণধামা কামান্তক উরসী।
বিহরে বামা স্মরহরে॥
সুরী কি অসুরী কি নাগী কি পন্নগী কি মানুষী।
নাসে মুকুতাফল বিলোর, পূর্ণচন্দ্র কোলে চকোর,
সতত দোলত থোর থোর, মন্দ মন্দ হাসি।
একি করে করী করে, ধরে রণে পশি,
তনুক্ষীণা সুনবীনা বস্ত্রহীনা ষোড়শী,
নীলকমল দল জিতাস্য, তড়িত জড়িত মধুর হাস্য,
লজ্জিতা কুচ অপ্রকাশ্য, ভালে শিশু শশী।
কত ছলা কত কলা এ প্রবলা চিত্তে বাসি,
রামা নব্যা ভব্যা অব্যাহত গামিনী রূপসী॥

দিতি সুতচয় সমর প্রচণ্ড সলিলে প্রবেশি।
এটা কেটা চিন্ত যেটা, হবে সেটা, দুঃখরাশি
মম সর্ব্ব গর্ব্ব খর্ব্ব করে একি সর্ব্বনাশী॥
কলয়তি রামপ্রসাদ দাস, ঘোর তিমির পুঞ্জ নাশ,
হৃদয়কমলে সতত বাস শ্যামা দীর্ঘকেশী।
ইহকালে পরকালে, জন্মীকালে তুচ্ছবাসি,
কথা নিতান্ত, কৃতান্ত শান্ত, শ্রীকান্ত প্রবেশি॥১২২॥

—o—

রাগিণী ললিত—তাল তিওট।

ও কার রমণী সমরে নাচিছে।
দিগম্বরী দিগম্বরোপরি শোভিছে॥
তনু নব ধারাধর, রুধিরধারা নিকর,
কালিন্দীর জলে কি কিংশুক ভাসিছে॥
বদন বিমল শশী, কত সুধা ক্ষরে হাসি,
কালরূপে তম রাশি রাশি নাশিছে।
কহে কবি রামপ্রসাদে, কালীকা কমল পদে,
মুক্তিপদ হেতু যোগী হৃদে ভাবিছে॥১২৩॥

রাগিণী ললিত—তাল তিওট।

কুলবালা উলঙ্গ, ত্রিভঙ্গ কি রঙ্গ, তরুণ বয়েস।
দনুজদলনী, ললনা সমরে শবে বিগলিত কেশ॥
ঘন ঘোর নিনাদিনী, সমর বিবাদিনী, মদনোন্মাদিনী বেশ
ভূত পিশাচ প্রমথ সঙ্গে, ভৈরবগণ নাচত রঙ্গে,
রঙ্গিনীবর সঙ্গিনী, নগনা সমান বেশ॥

গজ রথরথী করত গ্রাস, সুরাসুর নর হৃদয় ত্রাস,
দ্রুত চলত ঢলত রসে গর গর, নরকর কটীদেশ।
কহিছে প্রসাদ ভুবনপালিকে, করুণাংকুরু জননী কালিকে,
ভব পারাবার তরাবার ভার, হরবধূ হর ক্লেশ ॥১২৪॥

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল একতালা।

কে মোহিনী ভালে ভাল শশী পরম রূপসী
বিহরে সমরে বামা, বিগলিত কেশী।
তনু অনু অমানিশা, দিগম্বরী বালা কৃশা,
সব্যে বরাভয়, বাম করে মুণ্ড অসি।
মরি কিবা অপরূপ, নিরখ দনুজ ভূপ,
সুরী কি অসুরী কি পন্নগী কি মানুষী।
জয়ী হব যার বলে, সেই প্রভু শব ছলে,
পদে মহাকাল, কালরূপ হেন বাসি॥
নানারূপ মায়া ধরে, কটাক্ষে মানস হরে,
ক্ষণে বপু বিরাট বিকট মুখে হাসি।
ক্ষণে ধরাতলে ছুটে, ক্ষণেকে আকাশে উঠে,
গিলে রথরথী গজবাজী রাশি রাশি॥
ভণে দাসপ্রসাদ সার, না জান মহিমা যার,
চৈতন্যরূপিনী নিত্য ব্রহ্ম মহিষী।
যেই শ্যাম সেই শ্যামা, অকার আকারে বামা,
আকার করিয়া লোপ, অসি ভাব বাঁশী ॥১২৫॥

রাগিণী ললিত—তাল রূপক।

নলিনী নবীনা মনোমোহিনী।
বিগলিত চিকুরঘটা, গমনে বরটা, বিবসনা সবাসনা মদালসা।
ষোড়শী ষোড়শকলা, কুশলা সরলা, ললাটে বালার্ক বিধু,
শ্রুতিতলে ব্রহ্মা বিধু, মনোজ্ঞা মধুরমুখী, মধুর লালসা॥
সোমমৌলি প্রিয়া নাম, রবিজ মঙ্গল ধাম,
ভজে বুধ বৃহস্পতি, হীন কর্ম্মনাশা।
হরিণাক্ষী হরিমধ্যা, হরিহর ব্রহ্মারাধ্যা,
হরি পরিবার সেই, যে ভজে দিগ্বাসা॥১২৬॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

এবার আমি করব কৃষি।
ওগো এ ভবসংসারে আসি॥
তুমি কৃপাবিন্দু পাত করিয়ে, বসে দেও রাজমহিষী॥
দেহ জমীন জঙ্গল বেশী, সাধ্য কি মা সকল চষি,
মাগো যৎকিঞ্চিৎ আবাদ হইলে, আনন্দসাগরে ভাসি॥
হৃদয় মধ্যেতে আছে, পাপরূপী তৃণরাশি।
তুমি তীক্ষ্ণ কাটারীতে মুক্ত, কর গো মা মুক্তকেশী॥
কাম আদি ছয়টা বলদ, বহিতে পারে অহর্নিশি।
আমি গুরুদত্ত বীজ বুনিয়ে, শস্য পাব রাশি রাশি॥
প্রসাদ বলে চাষে বাসে, মিছে মন অভিলাষী।
আমার মনের বাসনা তোমার, ও রাঙ্গা চরণে মিশি॥১২৭॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

তারা তরী লেগেছে ঘাটে।
যদি পারে যাবি মন আয়রে ছুটে ॥
তারা নামে পাল খাটায়ে, ত্বরায় তরী চল বেয়ে,
যদি পারে যাবি, দুখ মিঠাবি, মনের গিরা দেরে কেটে ॥
বাজারে বাজার কর মন, মিছে কেন বেড়াও ছুটে।
ভবের বেলা গেল, সন্ধ্যা হল কি করবে আর ভবের হাটে ॥
শ্রীরামপ্রসাদে বলে, বাঁধ রে বুক এঁটে সেঁটে।
ওরে এবার আমি ছুটিয়াছি, ভবের মায়া বেড়ী কেটে ॥১২৮।

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

আয় মন বেড়াতে যাবি।
কালী কল্পতরুতলে গিয়া, চারি ফল কুড়ায়ে খাবি ॥
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জায়া, তার নিবৃত্তিরে সঙ্গে লবি।
ওরে বিবেক নামে জ্যেষ্ঠ পুত্র, তত্ত্ব কথা তায় সুধাবি ॥
অশুচি শুচিকে লয়ে, দিব্য ঘরে কবে শুবি।
যখন দুই সতীনে প্রীতি হবে, তখন শ্যামা মাকে পাবি ॥
অহঙ্কার অবিদ্যা তোর, পিতামাতায় তাড়ায়ে দিবি।
যদি মোহ গর্ত্তে টেনে লয়, ধৈর্য্য খোঁটা ধরে রবি ॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম দুটো অজা, তুচ্ছ হেড়ে বেঁধে থুবি।
যদি না মানে নিষেধ তবে জ্ঞান খড়্গো বলি দিবি ॥
প্রথম ভার্য্যার সন্তানেরে, দূরে রইতে বুঝাইবি।
যদি না মানে প্রবোধ জ্ঞানসিন্ধুমাঝে ডুবাইবি ॥

প্রসাদ বলে এমন হলে, কালের কাছে জবাব দিবি।
ওরে বাপু বাছা বাপের ঠাকুর মনের মতন মন হবি ॥১২৯।

রাগিণী ঝংলা—তাল একতালা।

জয় কালী জয় কালী বলে জেগে থাকরে মন।
তুমি ঘুম যেয়োনা রে ভোলা মন ঘুমেতে হারারে ধন ॥
নব দ্বার ঘরে, সুখে শয্যা করে, হইবে যখন অচেতন।
তখন আসিবে নিন্দ, চোরে দিবে সিঁধ, হরে লবে সব রতন ॥১৩০।

রাগিণী ঝংলা—তাল একতালা।

মা তোমারে বারে বারে, জানাব আর দুঃখ কত।
ভাসিতেছি দুঃখনীরে, স্রোতের সেহলার মত ॥
দ্বিজ রামপ্রসাদে বলে, মা বুঝি নিদয়া হলে,
দাঁড়াও একবার দ্বিজ মন্দিরে, দেখে যাই জনমের মত ॥১৩১॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

মন তোমার এই ভ্রম গেলনা।
কালী কেমন তাই চেয়ে দেখলেনা ॥
ওরে ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্ত্তি জেনেও কি তা জাননা ॥
জগৎকে সাজাচ্ছেন যে মা, দিয়ে কত রত্ন সোণা।
ওরে কোন্‌লাজে সাজাতে চাস্ তাঁয়. দিয়ে ছার ডাকের গহনা ॥
জগৎকে খাওয়াচ্ছেন যে মা, সুমধুর খাদ্য নানা।

ওরে কোন্‌লাজে খাওয়াইতে চাস্‌ তায়,
আলো চাল আর বুট ভিজনা ॥
জগৎকে পালিছেন যে মা, সাদরে তাও কি জাননা। ওরে
কেমনে দিতে চাস বলি, মেষ মহিষ আর ছাগলছানা ॥১৩২

রাগিণী টুরি জায়েনপুরা—তাল একতালা।

সময় তো থাকবে না গো মা, কেবল কথা রবে।
কথা রবে, কথা রবে, মাগো জগতে কলঙ্ক রবে ॥
ভাল কিবা মন্দ কালী, অবশ্য এক দাড়া হবে।
সাগরে যার বিছানা মা, শিশিরে তার কি করিবে ॥
দুঃখে দুঃখে জর জর, আর কত মা দুঃখ দিবে।
কেবল ঐ দুর্গানাম, শ্যামা নামে কলঙ্ক রটাবে ॥১৩৩॥

রাগিণী টুরি জায়েনপুরী—তাল একতালা।

আমায় ছুয়োনা রে শমন আমার জাত গিয়েছে।
যে দিন কৃপাময়ী আমায় কৃপা করেছে ॥
শোন্‌রে শমন বলি আমার জাত কিসে গিয়াছে (ওরে শমনরে)
আমি ছিলেম গৃহবাসী কেলে সর্ব্বনাশী আমায় সন্ন্যাসী করেছে।
মন রসনা এই দুজনা, কালীর নামে দল বেঁধেছে (ওরে শমনরে)।
ইহা করে শ্রবণ রিপু ছয়জন ডিঙ্গা ছাড়িয়াছে ॥১৩৪॥

রাগিণী সোহিনী বাহার—তাল একতালা।

আয় দেখি মন তুমি আমি দুজনে বিরলেতে বসিয়ে।
যুক্তি করি মন্ত্রে প্রাণে, পিঙ্গর গড়ব গুরুচরণে,
পদে লুকাই সুধা খাব যমেরি বাপের কি ধার ধারি রে।
মন বলে করিবে চুরি ইশ্বর সন্ধান বুঝিনে রে॥
গুরু দিয়েছেন যে ধন অভয়চরণ কেমনে খরচ করিরে।
শ্রীরামপ্রসাদের আশা কাঁটা কেটে খোলাসা করিরে
মধুপুরী যাব মধু খাব শ্রীগুরুর নাম হৃদে ধরে॥১৩৫॥

রাগিণী জংলা—তাল একতালা।

আমার অন্তরে আনন্দময়ী।
সদা করিতেছেন কেলী॥
আমি যেভাবে সেভাবে থাকি, নামটী কভূ নাহি ভুলি।
আবার দু আঁখি মুদিলে দেখি, অন্তরেতে মুণ্ডমালী॥
বিষয় বুদ্ধি হইল হত, আমায় পাগল বোল বলে সকলি।
আমায় যা বলে তাই বলুক তারা, অন্তে যেন পাই পাগলী॥
শ্রীরামপ্রসাদে বলে, মা বিরাজে শতদলে,
আমি শরণ নিলাম চরণতলে, অন্তে না ফেলিও ঠেলি॥১৩৬॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

আমায় কি ধন দিবি তোর কি ধন আছে।
তোমার কৃপাদৃষ্টি পাদপদ্ম, বাঁধা আছে শিবের কাছে॥

এ ঘাটে তরণী নাইকো কিসে পার হব মা ভবে।
মা তোর দুর্গানামে কলঙ্ক রবে মা নইলে খালাস কর তবে॥
ডাকি পুনঃ পুনঃ শুনিয়া না শুন পিতৃ ধর্ম্ম রাখলে ভবে।
অতি প্রাতঃকালে জয় দুর্গা বলে স্মরণ নিবার কায কি তবে॥
শ্রীরামপ্রসাদ বলে মা মোর ক্ষতি কিছু না হবে। মা তোর
কাশী মোক্ষধাম অন্নপূর্ণা নাম জগজ্জনে নাম নাহি লবে॥১৩৯॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

মায়ের এম্নি বিচার বটে।
যেজন দিবানিশি দুর্গা বলে, তারি কপালে বিপদ ঘটে॥
হজুরেতে আরজি দিয়ে মা, দাঁড়াইয়ে আছি করপুটে।
কবে আদালত শুনানি হবে মা, নিস্তার পাব এ শঙ্কটে॥
সওয়াল জবাব করব কি মা, বুদ্ধি নাইকো আমার ঘটে।
ওমা ভরসা কেবল শিব বাক্য ঐক্য বেদাগমে রটে॥
প্রসাদ বলে শমন ভয়ে মা ইচ্ছে হয় পালাই ছুটে।
যেন অন্তিমকালে দুর্গা বলে প্রাণ ত্যজি জাহ্নবীর তটে॥১৪০॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা

কায কি মা সামান্য ধনে।
ওকে কাঁদছে গো তোর ধন বিহনে॥
সামান্য ধন দিবে তারা, পড়ে রবে ঘরের কোণে।
যদি দেও মা আমায় অভয় চরণ, রাখি হৃদিপদ্মাসনে॥

ও চরণ উদ্ধারের মা, আর কি কোন উপায় আছে।
এখন প্রাণপণে খালাস কর, টাটে বা ডুবায় পাছে ॥
যদি বল অমূল্য পদ, মূল্য আবার কি তার আছে।
ঐ যে প্রাণ দিয়ে শব হয়ে, শিব বাঁধা রাখিয়াছে ॥
বাপের ধনে বেটার সত্ব, কাহার বা কোথা ঘুচেছে।
রামপ্রসাদ বলে, কুপুত্র বলে, আমায় নিরংশী করেছে ॥১৩৭॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

মন জাননা শেষে ঘটবে কি লেঠা।
যখন ঊর্দ্ধ বায়ু রুদ্ধ করে পথে তোমার দিবে কাঁটা ॥
আমি দিন থাকিতে উপায় বলি দিনের সুদিন যেটা।
ওরে শ্যামা মায়ের শ্রীচরণে, মনে মনে হওরে আঁটা ॥
পিঞ্জরে পুষেছ পাখী, আটক করে কেটা।
ওরে জাননা যে তার ভিতরে, দুয়ার আছে নটা ॥
পেয়েছ কুসঙ্গী সঙ্গী, ধিঙ্গি ধিঙ্গি ছটা।
তারা যা বলিছে তাই করিছ, এমনি বুকের পাটা ॥
প্রসাদ বলে মন জানতো মনে মনে যেটা।
আমি চাতরে কি ভেঙ্গে হাড়ি, বুঝাইব সেটা ॥১৩৮॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

দীন দয়াময়ী কি হবে শিবে।
বড় নিশ্চিন্ত রয়েছ তোমার পতিত তনয় ডুবলো ভবে ॥

এ ঘাটে তরণী নাইকো কিসে পার হব মা ভবে।
মা তোর দুর্গানামে কলঙ্ক রবে মা নইলে খালাস কর তবে॥
ডাকি পুনঃ পুনঃ শুনিয়া না শুন পিতৃ ধর্ম্ম রাখলে ভবে।
অতি প্রাতঃকালে জয় দুর্গা বলে স্মরণ নিবার কায কি তবে॥
শ্রীরামপ্রসাদ বলে মা মোর ক্ষতি কিছু না হবে। মা তোর
কাশী মোক্ষধাম অন্নপূর্ণা নাম জগজ্জনে নাম নাহি লবে॥১৩৯॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

মায়ের এম্নি বিচার বটে।
যেজন দিবানিশি দুর্গা বলে, তারি কপালে বিপদ্ ঘটে॥
হজুরেতে আরজি দিয়ে মা, দাঁড়াইয়ে আছি করপুটে।
কবে আদালত শুনানি হবে মা, নিস্তার পাব এ শঙ্কটে॥
সওয়াল জবাব করব কি মা, বুদ্ধি নাইকো আমার ঘটে।
ওমা ভরসা কেবল শিব বাক্য ঐক্য বেদাগমে রটে॥
প্রসাদ বলে শমন ভয়ে মা ইচ্ছে হয় পালাই ছুটে।
যেন অন্তিমকালে দুর্গা বলে প্রাণ ত্যজি জাহ্নবীর তটে॥১৪০॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা

কায কি মা সামান্য ধনে।
ওকে কাঁদছে গো তোর ধন বিহনে॥
সামান্য ধন দিবে তারা, পড়ে রবে ঘরের কোণে।
যদি দেও মা আমায় অভয় চরণ, রাখি হৃদিপদ্মাসনে॥

গুরু আমায় কৃপা করে মা, যে ধন দিলে কাণে কাণে।
এমন গুরু আরাধিত মন্ত্র তাও হারালেম সাধন বিনে॥
প্রসাদ বলে কৃপা যদি মা, হবে তোমার নিজ গুণে। [আমি]
অন্তিমকালে জয় দুর্গা বলে স্থান পাই যেন ঐ চরণে॥১৪১॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

মন তুমি দেখরে ভেবে।
ওরে আজি অব্দ শতান্তে বা অবশ্য মরিতে হবে॥
ভবঘোরে হয়ে রে মন ভাবলিনে ভবানী ভবে।
সদা ভাব সেই ভবানী পদ যদি ভব পারে যাবে॥১৪২॥

রাগিণী ইমন—তাল একতালা।

কায কি আমার কাশী।
যাঁর কৃতকাশী তত্ত্বরসি বিগলিতকেশী॥
যেই জগদম্বার কুণ্ডল পঁড়েছিল খসি।
সেই হতে মণিকর্ণি বলে তারে ঘোষি॥
অসি বরুণার মধ্যে তীর্থ বারাণসী।
মায়ের করুণা বরুণাধারা অসীধারা অসি॥
কাশীতে মরিলে শিব দেন তত্ত্বমসি।
ওরে তত্ত্বমসীর উপরে সেই মহেশমহিষী॥
রামপ্রসাদ বলে কাশী যাওয়া ভালত না বাসি।
ঐযে গলাতে বেঁধেছে আমার কালীনামের ফাঁসি॥১৪৩॥

রাগিণী ললিত বিভাস—তাল আড়খেমটা।

কালী নামে গণ্ডী দিয়ে আছি দাঁড়াইয়ে।
শোন্‌রে শমন তোরে কই, আমিতো আটাশে নই,
তোর কথা কেন রব্‌ সয়ে।
ছেলের হাতের মোওয়া নয় যে খাবে হুল্‌কো দিয়ে॥
কটু বল্‌বি সাজাই পাবি, মাকে দিব কয়ে।
সে যে কৃতান্ত দলনী শ্যামা, বড় ক্ষেপা মেয়ে॥
শ্রীরামপ্রসাদে ভেন, কয় শ্যামা গুণ গেয়ে,
আমি ফাঁকি দিয়ে চলে যাব, চক্ষে ধূলা দিয়ে॥১৪৪॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

জয় কালী জয় কালী বল।
লোকে বলে বল্‌বে পাগল হলো॥
লোকে মন্দ বলে বলবে, তায় কিরে তোর বয়ে গেল।
আছে ভাল মন্দ দুটো কথা, যা ভাল তাই করা ভাল॥১৪৫॥

রাগিণী খটভৈরবী—তাল পোস্তা।

জানিগো জানিগো তারা তোমার যেমন করুণা।
কেহ দিনান্তরে পায়না খেতে, কারু পেটে ভাত গেঁটে সোণা॥
কেহ যায় মা পাল্‌কী চড়ে, কেহ তারে কাঁদে করে,
কেহ গায়ে দেয় শাল দোশালা কেহ পায়না ছেঁড়া টেনা॥১৪৬॥

রাগিণী জংলা—তাল একতালা।

জাল ফেলে জেলে রয়েছে বসে।
ভবে আমার কি হইবে গো মা॥
অগম্য জলেতে মীনের শ্রয়, জেলে জাল ফেলেছে ভুবনময়,
ও সে যখন যারে মনে করে, তখন তারে ধরে কেশে॥
পালাবার পথ নাইকো জালে, পালাবি কি মন ঘেরেছে কালে
রামপ্রসাদ বলে মাকে ডাক, শমন দমন করবে এসে॥১৪৭॥

রাগিণী জংলা—তাল একতালা।

শ্যামা মা উড়াচ্চে ঘুঁড়ি।
(ভবসংসার বাজারের মাঝে)
ঐ যে মন ঘুঁড়ি, আশা বায়ু, বাঁধা তাহে মায়া দড়ি॥
কাক গণ্ডা মণ্ডা গাঁথা, পঞ্জরাদি নানা নাড়ি।
ঘুঁড়ি স্বগুণে নির্ম্মাণ করা, কারিগরি বাড়াবাড়ি॥
বিষয়ে মেজেছে মাঞ্জা, কর্কশা হয়েছে দড়ি।
ঘুঁড়ি লক্ষে দুটা একটা কাটে, হেসে দেওমা হাতচাপড়ি
প্রসাদ বলে দক্ষিণা বাতাসে ঘুঁড়ি যাবে উড়ি।
ভবসংসার সমুদ্র পারে, পড়বে যেয়ে তাড়াতাড়ি॥১৪৮॥

—–০—–

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

সে কি শুধু শিবের সতী।
যারে কালের কাল করে প্রণতি॥

ষট্চক্রে চক্র করি, কমলে করে বসতি।
সে যে সর্ব্বদলের দলপতি, সহস্রদলে করে স্থিতি॥
নেংটা বেশে শত্রু নাশে, মহাকাল হৃদয়ে স্থিতি।
ওরে বল দেখি মন সে বা কেমন, নাথের বুকে মারে নাথি॥
প্রসাদ বলে মায়ের লীলা, সকলি জানি ডাকাতি।
ওরে সাবধানে মন কর যতন, হবে তোমার শুদ্ধমতি॥১৪৯॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

এই দেখ সব মাগী র খেলা।
মাগীর আপ্তভাবে গুপ্তলীলা॥
সগুণে নির্গুণে বাধিয়ে বিবাদ, ডেলা দিয়া ভাঙ্গে ডেলা।
মাগী সকল বিষয়ে সমান রাজি, নারাজ হয় সে কাযের বেলা॥
প্রসাদ বলে থাক বসে, ভবার্ণবে ভাসিয়ে ভেলা। যখন
জোয়ার আসবে উজিয়ে যাবে, ভাটিয়ে যাবে ভাটার বেলা॥১৫০॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

শমন আশার পথ ঘুচেছে।
আমার মনের সন্ধ দূরে গেছে॥
ওরে আমার ঘরের নবদ্বারে, চারি শিব চৌকি রয়েছে।
এক খুঁটিতে ঘর রয়েছে তিন রজ্জুতে বাঁধা আছে॥
সহস্র দলকমলে শ্রীনাথ, অভয় দিয়ে বসে আছে॥
দ্বারে আছে শক্তি বাঁধা চৌকীদারী ভার লয়েছে।
সে শক্তির জোরে চেতন করে তাইতে প্রাণ নির্ভয়ে আছে॥

মূলাধারে স্বাধিষ্ঠানে কণ্ঠমূলে ভুরুমাঝে।
এ চারি স্থানে চারি শিব, নবদ্বারে চৌকী আছে ॥
রামপ্রসাদ বলে এই ঘরে, চন্দ্রসূর্য্য উদয় আছে।
ওরে তমোনাশ করি তারা হৃদমন্দিরে বিরাজিছে ॥১৫১॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

ভাব কি ভেবে পরাণ গেল।
যার নামে হরে কাল, পদে মহাকাল,
তার কেন কালোরূপ হ'ল ॥
কাল রূপ অনেক আছে এ বড় আশ্চর্য্য কালো।
যাকে হৃদয়মাঝে রাখিলে পরে হৃদয়পদ্ম করে আলো ॥
রূপে কালী নামে কালী কাল হইতে অধিক কালো।
ওরূপ যে দেখেছে সে মজেছে অন্যরূপ লাগে না ভালো ॥
প্রসাদ বলে কুতূহলে, এমন মেয়ে কোথায় ছিল।
না দেখে নাম শুনে কাণে মন গিয়া তায় লিপ্ত হলো ॥১৫২॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

মন যদি মোর ওষুধ খাবা।
আছে শ্রীনাথ দত্ত, পটল সত্ত্ব, মধ্যে মধ্যে ঐটি চাবা ॥
সৌভাগ্য কররে দূরে, মৃত্যুঞ্জয়ের কর সেবা।
রামপ্রসাদ বলে তবেই সে মন ভবরোগে মুক্ত হবা ॥১৫৩॥

রাগিণী জংলা—তাল খয়রা।

আমি কি এমতি রব (মা তারা)।
আমার কি হবে গো দীন দয়াময়ী ॥
আমি ক্রিয়া হীন, ভজন বিহীন দীন হীন অসম্ভব।
আমার অসম্ভব আশা পুরাবে কি তুমি,
আমি কি ও পদ পাব (মা তারা) ॥
সুপুত্র কুপুত্র যে হই সে হই, চরণে বিদিত সব।
কুপুত্র হইলে, জননী কি ফেলে,
এ কথা কাহারে কব (মা তারা] ॥
প্রসাদ কহিছে তারা ছাড়া নাম কি আছে যে আর তা লব।
তুমি তরাইতে পার তেঁই সে তারিণী,
নামটী রেখেছেন ভব (মা তারা) ॥১৫৪॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল একতালা।

যদি ডুবলোনা ডুবায়ে বা ওরে মন নেয়ে।
মন হাল ছেড়না ভরসা বাঁধ পারবি যেতে বেয়ে ॥
মন চক্ষু দাঁড়ি বিষম হাড়ি, মজায় মজে চেয়ে।
ভাল ফাঁদ পেতেছে শ্যামা, বাজিকরের মেয়ে ॥
মন শ্রদ্ধা বায়ে ভক্তি বাদাম, দেওরে উড়াইয়ে।
রামপ্রসাদ বলে কালীনামের যাওরে সারি গেয়ে ॥১৫৫॥

রাগিণী ললিত খাম্বাজ—তাল একতালা।

তিলেক দাঁড়াও রে শমন বদন ভরে মাকে ডাকি।
আমার বিপদকালে ব্রহ্মময়ী, এসেন কি না এসেন দেখি।
লয়ে যাবি সঙ্গে করে, তার একটা ভাবনা কিরে,
তবে তারানামের কবচমালা বৃথা আমি গলায় রাখি॥
মহেশ্বরী আমার রাজা, আমি খাসতালুকের প্রজা,
আমি কখন নাতান, কখন সাতান,
কখনও বাকীর দায়ে না ঠেকি॥
প্রসাদ বলে মায়ের লীলা, অন্যে কি জানিতে পারে।
যাঁর ত্রিলোচন না পেলে তত্ত্ব আমি অন্ত পাব কি॥১৫৬॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

মন হারালি কাজের গোড়া।
তুমি দিবানিশি ভাব বসি, কোথায় পাব টাকার তোড়া॥
চাকি কেবল ফাঁকিমাত্র, শ্যামা মা মোর হেমের ঘড়া।
তুই কাচ মূলে কাঞ্চন বিকালি, ছিছি মন তোর কপাল পোড়া।
কর্ম্মসূত্রে যা আছে মন, কেবা পাবে তার বাড়া।
মিছে এদেশ সেদেশ করে বেড়াও, বিধির লিপি কপাল গোড়া
কাল করিছে হৃদয়ে বাস, বাড়ছে যেন শালের কোঁড়া।
ওরে সেই কালের কর বিনাশ, নাশ ধররে মন্ত্র সোঁড়া॥
প্রসাদ বলে ভাবছ কি মন পাঁচশোয়ারের তুমি ঘোড়া।
সেই পাঁচের আছে পাঁচাপাঁচি, তোমায় করবে তোলাপাড়া॥১৫৭

রাগিণী গারাভৈরবী—তাল যৎ।

ভেবে দেখ মন কেউ কার নয়, মিছে ফের ভূমণ্ডলে।
দিন দুই তিনের জন্য ভবে, কর্ত্তা বলে সবাই বলে॥
আবার সে কর্ত্তারে দিবে ফেলে, কালাকালের কর্ত্তা এলে॥
যার জন্যে মর ভেবে, সেকি সঙ্গে যাবে চলে।
সেই প্রেয়সী দিবে গোবর ছড়া, অমঙ্গল হবে বলে॥
শ্রীরামপ্রসাদ বলে শমন যখন ধরবে চুলে। তখন ডাক্‌বি
কালী কালী বলে কি করিতে পারবে কালে॥১৫৮॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল আদ্ধা।

কালী তারার নাম জপ মুখে রে।
যে নামে শমন ভয় যাবে দূরে রে॥
যে নামেতে শিব সন্ন্যাসী, হইল শ্মশানবাসী,
ব্রহ্মা আদি দেব যাঁরে না পায় ভাবিয়া রে॥
ডুবু ডুবু হইল ভরা লোকে বলে ডুবে রে।
তবু ভুলাইতে পার যদি ভোলানাথের মন রে॥
আমি অতি মূঢ়মতি, না জানি ভকতি স্তুতি,
দ্বিজ রামপ্রসাদের নতি, চরণতলে রেখো রে॥১৫৯॥

—○—

রাগিণী ভৈরবী—তাল একতালা

গেলনা গেলনা দুঃখের কপাল।
গেলনা গেলনা, ছাড়িয়ে ছাড়েনা,
ছাড়িয়ে ছাড়েনা সাধী হলো কাল॥

আমি মনে সদা বাঞ্ছা করি সুখ, মাসী এসে তায় দেয় নানা দুঃখ,
মাসীর মায়া জালা, করে নানা খেলা,
দেয় দ্বিগুণ জ্বালা, বাড়ায় জঞ্জাল ॥
দ্বিজ রামপ্রসাদের মনে এই ত্রাস, জন্মে মাতৃকুলে
না করিলাম বাস, পেয়ে দুধের জ্বালা, শরীর হল কালা,
তোলা দুধে ছেলে, বাঁচে কত কাল ॥১৬০॥

রাগিণী গৌরী—তাল একতালা।

জগতজননী তরাও গো তারা।
জগৎকে তরালে, আমাকে ডুবালে,
আমি কি জগত ছাড়া গো তারা ॥
দিবা অবসানে রজনীকালে, দিয়েছি সাঁতার শ্রীদুর্গা বলে,
মম জীর্ণ তরী, মা আছ কাণ্ডারী,
তবু ডুবিল ডুবিল ডুবিল ভরা ॥
দ্বিজ রামপ্রসাদে ভাবিয়ে সারা, মা হয়ে পাঠাইলে
মাসীর পাড়া, কোথা গিয়েছিলে, এ কর্ম্ম শিখিলে,
মা হয়ে সন্তান ছাড়া গো তারা ॥১৬১॥

রাগিণী জয়জয়ন্তি—তাল যৎ।

এ সংসারে ডরি কারে, রাজা যার মা মহেশ্বরী।
আনন্দে আনন্দময়ীর, খাস তালুকে বসত করি ॥
নাইকো জরিপ জমাবন্দি, তালুক হয় না লাটে বন্দি মা।
আমি ভেবে কিছু পাইনে সন্ধি, শিব হয়েছেন কর্ম্মচারী ॥

নাইকো কিছু অন্য লেঠা, দিতে হয় না মাথট বাটা মা।
জয় দুর্গার নামে জমা আঁটা, ঐটা করি মালগুজারি ॥
বলে দ্বিজ রামপ্রসাদ, আছে এ মনের সাদ মা।
আমি ভক্তির জোরে কিনতে পারি, ব্রহ্মময়ীর জমিদারি ॥১৬২॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

মন তোরে তাই বলি বলি।
এবার ভাল খেল খেলায়ে গেলি ॥
প্রাণ বলে প্রাণের ভাই, মন যে তুই আমার ছিলি।
ওরে ভাই হয়ে ভুলায়ে ভায়ে, শমনেরে সঁপে দিলি ॥
গুরুদত্ত মহাসুরা, ক্ষুধায় খেতে নাহি দিলি।
ওরে খাওয়ালি কেবলমাত্র, কতকগুলো গালাগালি ॥
যেমি গেলি তেমি গেলাম, কয়ে দিলি মেজাজ আলি।
এবার মায়ের কাছে বুঝা আছে, আমি নই বাগানের মালি ॥
প্রসাদ বলে মন ভেবেছ, দেবে আমায় জলাঞ্জলি।
ওরে জাননা কি হৃদে গেঁথে, রেখেছি দক্ষিণা কালী ॥১৬৩॥

রাগিণী জয়জয়ন্তি—তাল একতালা।

তুমি কার কথায় ভুলেছ রে মন, ওরে আমার শুয়া পাখী।
আমারি অন্তরে থেকে, আমাকে দিতেছ ফাঁকি ॥
কালীনাম জপিবার তরে, তোরে রেখেছি পিঞ্জরে পুরে,
মন ও তুই আমাকে বঞ্চনা করে, ঐরি সুখে হইলে সুখী ॥

শিবদুর্গা কালীনাম, জপ কর অবিশ্রাম মন্,
ও তোর যুড়াবে তাপিত অঙ্গ,একবার শ্যামা বল্‌রে দেখি ॥১৬৪॥

প্রসাদী সুর,—তাল একতালা।

আমি নই পলাতক আসামি।
ওমা, কি ভয় আমায় দেখাও তুমি ॥
বাজে জমা পাওনি যে মা, ছাটে জমি আছে কমি।
আমি মহামন্ত্র মোহর করা, কবচ রাখি শাল তামামি ॥
আমি মায়ের খাসে আছি বসে আসল কসে সারে জমি।
প্রসাদ বলে খাজনা বাকি, নাইকো রাখি কম্বা কমি।
যদি ডুবাও দুঃখ সিন্ধুমাঝে, ডুবেও পদে হব হাসি ॥১৬৫।

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

দুঃখের কথা শোন মা তারা।
আমার ঘর ভাল নয় পরাৎপরা ॥
যাদের নিয়ে ঘর করি মা, তাদের এম্নি কাযের ধারা।
ওমা পাঁচের আছে পাঁচ বাসনা, সুখের ভাগী কেবল তারা ॥
অশীতি লক্ষ ঘরে বাস করিয়ে, মানব ঘরে ফেরা ঘোরা।
এই সংসারেতে সং সাজিয়ে, সার হলো গো দুঃখের ভরা ॥
রামপ্রসাদের কথা লও মা, এ ঘরে বসতি করা।
ঘরের কর্ত্তা যেজন, স্থির নহে মন, ছজনেতে কল্লে সারা ॥১৬৬॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

এবার ভাল ভাব পেয়েছি।
কালীর অভয় পদে প্রাণ সঁপেছি ॥
ভবের কাছে পেয়ে ভাব, ভাবিকে ভাল ভুলায়েছি।
তাই রাগ দ্বেষ লোভ ত্যজে, সত্ত্বগুণে মন দিয়েছি ॥
তারা নাম সারাৎসার, আত্মশিক্ষায় বাঁধিয়াছি।
সদা দুর্গা দুর্গা দুর্গা বলে, দুর্গানামের কাচ পরেছি ॥
প্রসাদ ভাবে যেতে হবে, একথা নিশ্চিত জেনেছি।
লয়ে কালীর নাম পথের সম্বল, যাত্রা করে বসে আছি ॥১৬৭॥

—০—

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

ভাল ব্যাপার মন কত্তে এলে।
ভাসিয়ে মানবতরী কারণ জলে ॥
বাণিজ্য করিতে এলে, মন ভবনদীর জলে,
ওরে কেউ করিল দুনো ব্যাপার, কেউ কেউ বা হারালো মূলে ॥
ক্ষিত্যপতেজমরুৎব্যোম বোঝাই আছে নায়ের খোলে।
ওরে ছয় দাঁড়ি ছয় দিকে টেনে, গোড়ায় পা দে ডুবিয়ে দিলে ॥
পাঁচ জিনিস নে ব্যবসা কর, পাঁচে ভেকে পাঁচে মিলে।
যখন পাঁচে পাঁচ মিশায়ে যাবে, কি হবে তাই প্রসাদ বলে ॥১৬৮॥

—০—

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

আমি কবে কাশীবাসী হব।
সেই আনন্দকাননে গিয়ে নিরানন্দ নিবারিব ॥

গঙ্গাজল বিল্বদলে, বিশ্বেশ্বর নাথে পূজিব।
ঐ বারাণসী জলে স্থলে, মোলে পরে মোক্ষ পাব॥
অন্নপূর্ণা অধিষ্ঠাত্রী স্বর্ণময়ীর শরণ লব।
আর বব বম্ বম্ ভোলা বলে নৃত্য করে গাল বাজাব॥১৬৯॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

মা আমার বড় ভয় হয়েছে।
সেথা জমা ওয়াশীল দাখিল আছে॥
রিপুর বশে চল্লেম আগে, ভাবলেম না কি হবে পাছে।
ঐ যে চিত্রগুপ্ত বড়ই শক্ত, যা করেছি তাই লিখেছে॥
জন্ম জন্মান্তরের যত বকেয়া বাকী জের টেনেছে।
যার যেম্নি কর্ম্ম তেম্নি ফল, কর্ম্মফলের ফল ফলেছে॥
জমায় কমি খরচ বেশি তর্‌বো কিসে রাজার কাছে। ঐ যে
রামপ্রসাদের মনের মধ্যে কেবল কালীনাম ভরসা আছে॥১৭০

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

মন তুমি কি রঙ্গে আছ।
ও মন রঙ্গে আছ রঙ্গে আছ॥
তোমার ক্ষণে ক্ষণে ফেরাঘোরা দুঃখে রোদন দুঃখে নাচ'॥
রংয়ের বেলা রাংয়ে কড়ি সোণার দরে তা কিনেছ।
ও মন দুঃখের বেলা রতন মাণিক মাটীর দরে তাই বেচেছ।
সুখের ঘরে রূপের বাসা সেইরূপে মন মজায়েছ।
যখন যেরূপে বিরূপ হইবে সে রূপের কিরূপ ভেবেছ॥১৭১॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

সাধের ঘুমে ঘুম ভাঙ্গে না।
ভাল পেয়েছ ভবে কাল বিছানা॥
এই যে সুখের নিশি, ভেবেছ কি ভোর হবে না।
তোমার কোলেতে কামনা কান্তা, তারে ছেড়ে পাশ ফের না
আশার চাদর দিয়াছ গায়, মুখ ঢেকে তাই মুখ খোল না।
আছ শীত গ্রীষ্ম সমান ভাবে, রজক ঘরে, তায় কাচ না॥
খেয়েছ বিষয় মদ, সে মদের কি ঘোর ঘোচে না।
আছ দিবানিশি মাতাল হয়ে, ভ্রমেও কালীর নাম বল না॥
অতি মূঢ় প্রসাদ রে তুই, ঘুমায়ে আশা পুরে না।
তোর ঘুমে মহা ঘুম আসিবে, ডাকলে আর চেতন পাবে না॥১৭২॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

ভূতের বেগার খাট্‌বো কত।
তারা বল্ আমায় খাটাবি কত॥
আমি ভাবি এক, হয় আর সুখ নাই মা কদাচিত।
পঞ্চ দিকে নিয়ে বেড়ায়, এ দেহের পঞ্চভূত।
ওমা ষড়রিপু সাহায্য তায়, হলো ভূতের অনুগত॥
আসিয়া ভবসংসারে, দুঃখ পেলেম যথোচিত।
ওমা, যার সুখেতে হব সুখী, সে মন নয় গো মনের মত॥
চিনি বলে নিম খাওয়ালে, ঘুচলোনা সে মুখের তিত।
কেন ভিষক প্রসাদ, মনে বিষাদ, হয়ে কালীর শরণাগত॥১৭৩।

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

ও মন তোর নামে কি নালিশ দিব।
ও তুই শকার বকার বল্‌তে পারিস্, বলতে নারিস দুর্গাশিব
খেয়েছ জিলিপি খাজা, লুচি মণ্ডা সরভাজা,
ওরে শেষে পাবি সে সব মজা, যখন রে পঞ্চত্ব পাব॥
পাঁচ ইন্দ্রিয়ের পাঁচ বাসনা, কেমন করে ঘর করিব।
রে চুরি দারি কর্‌লে পরে, উচিত মত সাজাই পাব॥ ১৭৪॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

কালী কালী বল রসনা রে।
ও মন ষটচক্র রথ মধ্যে, শ্যামা মা মোর বিরাজ করে॥
তিন্‌টে কাছি কাছাকাছি, যুক্ত বাঁধা মূলাধারে।
পাঁচ ক্ষমতায় সারথি তায় রথ চালায় দেশদেশান্তরে॥
যুড়ি ঘোড়া দৌড় কচ্চে দিনেতে দশকুশী মারে।
সে যে সময় শির নাড়িতে নারে কলে বিকল হলে পরে॥
তীর্থে গমন মিথ্যা ভ্রমণ মন উচাটন করোনা রে।
ও মন ত্রিবেণীর ঘাটেতে বৈস শীতল হবে অন্তঃপুরে॥
পাঁচ জনে পাঁচ স্থানে গেলে ফেলে রাখ্‌বে প্রসাদেরে।
ও মন এইত সময় মিছে কাল যায় বত ডাক্‌তে পার হুঙ্কারে।১০

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

মা আমার খেলান হলো।
খেলা হলো গো আনন্দময়ী॥

ভবে এলেম কর্ত্তে খেলা, করিলাম ধূলা খেলা,
এখন কাল পেয়ে পাষাণের বালা, কাল যে নিকটে এলো ॥
বাল্যকালে কত খেলা, মিছে খেলায় দিন গোঁয়ালো।
পরে জায়ার সঙ্গে লীলা খেলায় অজপা ফুরায়ে গেল ॥
প্রসাদ বলে বৃদ্ধকালে অশক্ত কি করি বল।
ওমা শক্তিরূপা ভক্তি দিয়ে মুক্তি জলে টেনে ফেল ॥১৭৬॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

আমার উমা সামান্যা মেয়ে নয়।
গিরি তোমারি কুমারী তা নয় তা নয় ॥
স্বপ্নে যা দেখেছি গিরি, কহিতে মনে বাসি ভয়।
ওহে কার চতুর্ম্মুখ, কার পঞ্চমুখ, উমা তাঁদের মস্তকে রয় ॥
রাজরাজেশ্বরী হয়ে, হাস্য বদনে কথা কয়।
ওকে গরুড় বাহন কালো বরণ, যোড় হাতেতে করে বিনয় ॥
প্রসাদ ভণে মুনিগণে, যোগ ধ্যানে যাঁরে না পায়।
তুমি গিরি ধন্যে হেন কন্যে পেয়েছ কি পণ্য উদয় ॥১৭৭॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

মা বিরাজে ঘরে ঘরে।
এ কথা ভাঙ্‌বো কি হাঁড়ি চাতরে ॥
ভৈরবী ভৈরব সঙ্গে শিশু সঙ্গে কুমারী রে।
যেমন অনুজ লক্ষ্মণ সঙ্গে জানকী তার সমিভ্যারে ॥
জননী তনয়া জায়া সহোদরা কি অপরে।
রামপ্রসাদ বলে বল্‌ব কি আর বুঝে লওগে ঠারেঠোরে ॥১৭৮॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

শমন হে আছি দাঁড়ায়ে।
আমি কালীনামে গণ্ডী দিয়ে॥
কালোপরে কালীপদ, সে পদ হৃদে ভাবিয়ে।
মায়ের অভয় চরণ যে করে স্মরণ কি করে তার মরণ ভয়ে॥১৭৯

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

সামাল ভবে ডুবে তরী।
তরী ডুবে যায় জনমের মত॥
জীর্ণ তরী তুফান ভারি বাইতে নারি ভয়ে মরি।
ঐ যে দেহের মধ্যে ছয়টা রিপু, এবার এরাই কচ্ছে দাগাদারি॥
এনেছিলে বসে খেলে মন মহাজনের মূল খোয়ালি।
যখন হিসাব করে দিতে হবে মন তখন তহবিল হবে হারি॥
দীন রামপ্রসাদ বলে মন নীরে বুঝি ডুবায় তরী।
তুমি পরের ঘরের হিসাব কর আপন ঘরে যায় রে চুরি॥১৮০॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

ওমা তোর মায়া কে বুঝতে পারে।
তুমি ক্ষেপা মেয়ে মায়া দিয়ে রেখেছ সব পাগল করে॥
মায়া ভরে এ সংসারে, কেহ কারে চিন্তে নারে।
ঐ যে এম্নি কালীর কাপ আছে যে যেম্নি দেখে তেম্নি করে॥
পাগল মেয়ের কি মন্ত্রণা, কে তার ঠিক্‌ঠিকানা করে।
রামপ্রসাদ বলে জায় গো জ্বালা, যদি অনুগ্রহ করে॥১৮১॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

মায়ের চরণতলে স্থান লব।
আমি অসময়ে কোথা যাব॥
ঘরে জায়গা না হয় যদি বাহিরে রব ক্ষতি কি গো।
মায়ের নাম ভরসা করে উপবাসী হয়ে পড়ে রব॥
প্রসাদ বলে উমা আমায় বিদায় দিলেও নাইকো যাব।
আমার দুই বাহু পসারিয়ে চরণতলে পড়ে প্রাণ ত্যজিব॥১৮২॥

—o—

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

মরি গো এই মন দুঃখে।
ওমা মা বিনে দুঃখ বল্‌বো কাকে॥
একি অসম্ভব কথা শুনে বা কি বল্‌বে লোকে।
ঐ যে যার মা জগদীশ্বরী তার ছেলে মরে পেটের ভুকে॥
সে কি তোমার সাধের ছেলে মা রাখ্‌লে যারে পরম সুখে।
ওমা আমি কত অপরাধী, নুন মেলেনা আমার শাকে॥
ডেকে ডেকে কোলে লয়ে পাছাড় মারিলে আমার বুকে।
ওমা মায়ের মত কায করেচ ঘুষিবে জগতের লোকে॥১৮৩॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

কেরে বামা কার কামিনী।
বসে কমলে ঐ একাকিনী॥
বামা হাসিছে বদনে নয়ন কোণে নির্গত হয় সৌদামিনী
এ জনমে এমন কন্যে, না দেখি না কর্ণে শুনি।
গজ খাচ্ছে ধরে ফিরে উগরে, ষোড়শী নবযৌবনী॥১৮৪॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

মনরে তোর চরণ ধরি।
কালী বলে ডাকরে ওরে ও মন তিনি ভব পারের তরী॥
কালীনামটা বড় মিঠা বল্‌রে দিবা শর্ব্বরী।
ওরে যদি কালী কর্‌েন কৃপা তবে কি শমনে ডরি॥
দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে কালী বলে যাব তরী।
তিনি তনয় বলে দয়া করে তরাবেন এ ভববারি॥১৮৫॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

ভবে আর জন্ম হবে না।
হবেনা জননীর জঠরে॥
ভবানী ভৈরবী শ্যামা, বেদশাস্ত্রে নাইকো সীমা,
তারার মহিমা আপনি মাত্র জেনেছেন শিব শঙ্করে॥
আমার মায়ের নাম গান করে কত পাপী গেল তরে।
ওমা কৈলাস গিরি দিব্য পুরী দেখাও এবার মা আমারে॥১৮৬॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

থাকি একখান ভাঙ্গা ঘরে।
তাই ভয় পেয়ে মা ডাকি তোরে॥
হিল্লোলেতে হেলে পড়ে, আছে কালীর নামেই জোরে।
ঐ যে রাত্রে এসে ছয়টা চোরে, মেটে দেওয়াল ডিঙ্গিয়ে পড়ে॥১৮৭॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

পুর্‌লোনাকো মনের আশা।
আমার মনের দুঃখ রৈল মনে ॥
দুঃখে দুঃখে কাল কাটালেম সুখের আর কিবা ভরসা।
আমি বল্‌বো কি করুণাময়ী সঙ্গে ছয়টা কর্ম্ম নাশা ॥
শ্রীরামপ্রসাদ বলে মা ভেবে ভেবে পাইনা দিশা।
অভয় পদে শরণ নিয়ে ঘট্‌লো আমার উল্‌টা দশা ॥১৮৮॥

রাগিণী মূলতান—তাল একতালা।

মন আমার যেতে চায় গো আনন্দ কাননে।
বট মনোময়ী শান্তনা কেন করনা এই মনে ॥
শিব কৃত বারাণসী, সেই শিবপদ বাসী,
তবু মন ধায় কাশী, রব কেমনে।
অন্নপূর্ণা রূপ ধর, পঞ্চক্রোশী পদে কর,
নখজালে গঙ্গা মণিকর্ণিকার সনে।
দ্বিপদে অলক্ত আভা, অসি বরুণার শোভা,
হউক পদারবিন্দে হেরি নয়নে।
প্রসাদ আছে খেদযুক্ত, শান্ত করা উপযুক্ত,
কিবা কাজ অভিমুক্ত, পুরী গমনে ॥ ১৮৯ ॥

রাগিণী মূলতান—তাল একতালা।

জননি পদপঙ্কজং দেহি শরণাগত জনে, কৃপাবলোকনে তারিণী।
তপন তনয় ভয় চয় বারিণী ॥

প্রণব রূপিণী সারা, কৃপানাথ দারা তারা, ভব পারাবার তরণী :
সগুণা নির্গুণা স্থূলা, সূক্ষ্মা, মূলা, হীন মূলা,
মূলাধার অমল কমল বাসিনী ॥
আগম নিগমাতীতাখিল মাতাখিল পিতা, পুরুষ প্রকৃতি রূপিণী
হংস রূপে সর্ব্ব ভূতে, বিহরসি শৈলসুতে,
উৎপত্তি প্রলয় স্থিতি, ত্রিধা কারিণী ॥
সুধাময় দুর্গা নাম, কেবল কৈবল্য ধাম,
অজ্ঞানে জড়িত যেই প্রাণী
তাপত্রয়ে সদাভজে, হলাহল কূপে মজে ভণে রামপ্রসাদ তার,
বিষফল জানি ॥ ১৯০ ॥

রাগিণী পিলু বাহার—তাল যৎ।

বল, ইহার ভাব কি, নয়নে ঝরে জল; (গ্রহণে কালীর নাম)
তুমি বহুদর্শী মহাপ্রাজ্ঞ, স্থির করে বল ॥
একটা করি অভিপ্রায়, ডুবা কাষ্ঠ বটে কায়।
কালীনামাগ্নি রসনায় জ্বলে, সেই জল টল টল ॥
কাল ভাবি চক্ষু মুদি, নিদ্রা আবির্ভাব যদি।
শিব শিরে গঙ্গা তারি, প্রভাব নির্ম্মল ॥
আজ্ঞা করেছেন গুরু, বেণী তীর্থ বটে ভুরু,
গঙ্গা যমুনার ধারায় নিতান্ত এই ফল ॥
প্রসাদ বলে মন ভাই, এই আমি ভিক্ষা চাই,
বেণী তটে আপন নিকটে দিও স্থল ॥ ১৯১ ॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

কালা গো কেন লেংটা ফের।
ছিছি কিছু লজ্জা নাই তোমার ॥
বসন ভূষণ নাই তোমার মা রাজার মেয়ে গৌরব কর।
মাগো এই কি তোমার কুলের ধর্ম্ম, পতির উপর চরণ ধর ॥
আপনি লেংটা পতি লেংটা, শ্মশানে মসানে চর।
মাগো আমরা সবে মরি লাজে; এবার মেয়ে বসন পর ॥ ১৯২ ॥

রাগিণী মুলতান ধানেশ্রী—তাল একতালা।

করুণাময়ি কে বলে তোরে দয়াময়ী।
কারো দুগ্ধেতে বাতাসা, (গো তারা) আমার এম্নি দশা,
শাকে অন্ন মেলে কৈ ॥
কারে দিলে ধন জন মা হস্তী অশ্ব রথ চয়।
ওগো, তারা কি তোর বাপের ঠাকুর, আমি কি তোর কেহ নই ॥
কেহ থাকে অট্টালিকায়, মনে করি তেম্নি হই।
মাগো, আমি কি তোর পাকা ধানেত দিয়াছিলাম মই ॥
দ্বিজ রাম প্রসাদে বলে, আমার কপাল বুঝি অম্নি অই।
ওমা, আমার দশা দেখে বুঝি, শ্যামা হলে পাষাণময়ী ॥১৯৩॥

রাগিণী সিন্ধুকাফী—তাল একতালা।

আপন মন মগ্ন হলে মা, পরের কথায় কি হয় তারে।
পরের কথায় গ্যাছে চড়ে, আপন দোষে পড়ে মরে,
পরের জামিন হইলে পরে, সে না দিলে আপনি ভরে ॥

যখন দিনে নিরাই করে, শিকারি সব রয়না ঘরে,
আঠা বর্শা লয়ে করে, নাও না পেলে চলে তরে।
চাষা লোকে কৃষি করে, পঙ্ক জলে পচে মরে,
যদি সে নিরাইতে পারে, অঝরে কাঞ্চন ঝরে ॥১৯৪॥

—০—

রাগিণী জংলা—তাল খয়রা।

কালী হলি মা রাসবিহারী।
নটবরবেশে বৃন্দাবনে ॥
পৃথক প্রণব নানা লীলা তব, কে বুঝে এ কথা বিষম ভারী।
নিজ তনু আধা, গুণবতী রাধা, আপনি পুরুষ আপনি নারী ;
ছিল বিবসন কটী, এবে পীত ধটি, এলো চুল চূড়া বংশীধারী ॥
আগেতে কুটিল নয়ন অপাঙ্গে, মোহিত করেছ ত্রিপুরারি।
এবে নিজে কাল, তনুরেখা ভাল, ভুলালে নাগরী নয়ন ঠারি ;
ছিল ঘন ঘন হাস, ত্রিভুবন ত্রাস,
এবে মৃদু হাস, ভুলে ব্রজকুমারী ;
পূর্ব্বে শোণিতসাগরে নেচেছিলে শ্যামা,
এবে প্রিয় তব যমুনা বারি ॥
প্রসাদ হাসিছে, সরসে ভাসিছে, বুঝেছি জননী মনে বিচারি
মহাকাল কানু, শ্যাম শ্যামা তনু, একই সকল বুঝিতে নারি ॥১৯

—

রাগিণী সুরট—তাল কাওয়ালী।

কামিনী যামিনী বরণে রণে এলো কে।
উলঙ্গ এলোকেশী, বামকরে ধরে অসি,
উল্লাসিতা দানব নিধনে।

পদভরে বসুমতী, সভীতা কম্পিতা অতি,
তাই দেখে পশুপতি, পতিত চরণে রণে।
দ্বিজ রামপ্রসাদ কয়, তবে আর কিবা ভয়,
অনায়াসে যম জয়, জীবনে মরণে রণে ॥১৯৬॥

রাগিণী খটভৈরবী—তাল একতালা।

তোমার সাথী কেরে, ও মন।
তুমি কার আশায় বসেছ রে মন ॥
তনুর তরী ভবের চড়ায়, ঠেকে রয়েছে রে।
যার যার গুরুর নামে বাদাম দিয়ে বেয়ে চল্লে যারে ॥
প্রসাদ বলে ছয় রিপু নিয়ে, সোজা হয়ে চল রে।
নৈলে আঁধারের কুটীরের পোৎ, যোগে লেগেছে রে ॥১৯৭॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

ডাক্‌রে মন কালী বলে।
আমি এই স্তুতি মিনতি করি, ভুলনা মন সময় কালে ॥
এসব ঐশ্বর্য্য ত্যজ, ব্রহ্মময়ী কালী ভজ,
ওরে ওপদ পঙ্কজে মজ, চতুর্ব্বর্গ পাবে হেলে ॥
বসতি কর যে ঘরেতে, পাহারা দিচ্ছে যমদূতে,
ওরে পারবেনা ছাড়ায়ে যেতে, কাল ফাঁসি লাগ্‌বে গলে।
দ্বিজ রামপ্রসাদে বলে, কালের বশে কাম হারালে,
ওরে এখন যদি না ভজিলে, আমসী খাবে আম ফুরালে ॥১৯৮॥

রাগিণী রামকেলী—তাল আড়া।

ঢলিয়ে ঢলিয়ে কে আসে গলিত চিকুর আসব আবেশে।
বামা রণে দ্রুতগতি চলে, দলে দানব দলে,
ধরি করতলে গজ গরাসে॥
কেরে কালীর শরীরে, রুধির শোভিছে,
কালিন্দীর জলে কিংশুক ভাসে।
কেরে নীলকমল, শ্রীমুখমণ্ডল, অর্দ্ধচন্দ্র ভালে প্রকাশে॥
কেরে নীলকান্তমণি নিতান্ত, নখর নিকর তিমির নাশে।
কেরে রূপের ছটায়, তড়িত ঘটায়,
ঘন ঘোর রবে উঠে আকাশে॥
দিতিসুতচয়, সবার হৃদয়, থর থর থর কাঁপে হুতাসে।
মাগো কোপ কর দূর, চল নিজ পুর,
নিবেদে শ্রীরামপ্রসাদ দাসে॥১৯৯॥

রাগিণী কালেংড়া—তাল ঠুংরি।

হের কার রমণী নাচে রে ভয়ঙ্করা বেশে।
কেরে নব নীল জলধর কায় হায় হায়,
কেরে হরহৃদি হৃদ পদে দিগবাসে॥
কেরে নির্জ্জনে বসিয়া নির্ম্মাণ করিল,
পদ রক্তোৎপল জিনি, তবে কেন রসাতলে যায় ধরণী,
হেন ইচ্ছা করে, অতি গাঢ় করে, বাঁধি প্রেমডোরে,
রাখি হৃদি সরোবরে, হিল্লোলে ভাসে।

কেরে নিন্দিত রাম কদলীতরু, হেরি উরু, দর দর রুধির ক্ষরে,
যেন নীরদ হইতে নির্গত চপলে, অতি রোষ বলে,
ভুজঙ্গম দলে, নাভি পদ্মমূলে, ত্রিবলীর ছলে, দংশিল এ'সে।
কেরে উন্নত কুচকলি, মুখ শতদলে অলি,
গুণ গুণ করিয়া বেড়ায়, যেন বিকশিত সিতাম্বুজ বনরোহায়,
কিবা ওষ্ঠ শোভা, অতি লোল জিহ্বা, হর মনোলোভা,
যেন আসব আবেশে, শিশু সুধা ভাসে।
কেরে কুন্তলজাল আবৃত মুখমণ্ডল, লম্বিত চুম্বি ধরায়,
তাহে ভুরু ধর্নুর্ব্বাণ সন্ধান করা, অর্দ্ধচন্দ্র ভালে, শিতি মুহু দোলে,
কি চকোর খেলে, কিবা অরুণ কিরণে গজমতি হাসে।
কত হুহুবা হুহুবী, নাচিছে ভৈরবী,
হিহি হিহি করিছে যোগিনী, কত কটরা ভরিয়া সুধা যোগায়
অমনি, রামপ্রসাদ ভণে, কায নাই রণে, এ বামার সনে,
যাঁর পদতলে শবছলে আশুতোষে ॥২০০॥

রাগিণী ঝিঝিট—তাল জলদ তেতালা।

আরে ঐ আইল কেরে ঘনবরণী।
কেরে নবীনা নগনা লাজ বিরহিতা, ভুবনমোহিতা,
একি অনুচিতা, কুলের কামিনী॥
কুঞ্জরবর গতি আসবে আবেশ, লোলিত বসনা গলিত কেশ,
সুর নরে শঙ্কা করে হেরি বেশ, হুঙ্কার রবে রে দনুজদলনী॥
কেরে নবনীল কমল কলিকাদল, বলিয়া দংশন করিছে অলি,
নখচন্দ্রে চকোরগণ, অধর অর্পণ করত, পূর্ণ শশধর বলি।

ভ্রমর চকোরেতে লাগিল বিবাদ, এ কহে নীলকমল ও কহে চাঁদ,
দোহে দোঁহ করতহি নাদ, চিঁচকি গুণ গুণ করিয়ে ধ্বনি ॥
কেরে জঘন সুচারু, কদলী তরু নিন্দিত রুধির অধীর বহিছে,
তদুর্দ্ধে কটীবেড়া, নরকর ছড়া, কিঙ্কিনী সহ শোভা করিছে।
করতল স্থল নলদল অতিশয়, বামে অসিমুণ্ড দক্ষিণে বরাভয়,
খণ্ড খণ্ড করে রথ গজ হয়, জয় জয় ডাকিছে সঙ্গিনী ॥
কেরে উর্দ্ধতর ভূধর, হেরি হেরি পয়োধর, করীকুম্ভ ভয়ে বিদরে,
অপরূপ কি এ আর, চণ্ডমুণ্ডহার সুন্দরী সুন্দর পরে।
প্রফুল্ল বদনে রদন ঝলকে, মৃদুহাস্য প্রকাশ্য দামিনী দলকে,
রবি অনল শশী ত্রিনয়ন পলকে, দন্তে কম্পে সঘনে ধরণী ॥২০১॥

রাগিণী ছয়ানট—তাল খয়রা।

সমরে কেরে কাল কামিনী।
কাদম্বিনী বিড়ম্বিনী, অথবা কুসুমাপরাজিতা বরণী, কে রণে রমণী।
সুধাংশু সুধা কি শ্রমজ বিন্দু, শ্রীমুখ না একি শরদ ইন্দু,
কমল বন্ধু, বহ্নি, সিন্ধু তনয় এ তিন নয়নী ॥
আমরি আমরি মন্দ মন্দ হাস, লোক প্রকাশ, আশুতোষ বাসিনী।
ফণা ফণাভরণজিনি, গণি দন্ত কুন্দ শ্রেণী ॥
কেশাগ্র ধরণীপরে বিরাজ, অপরূপ শবশ্রবণে সাজ,
আমরি আমরি চণ্ডমুণ্ড মাল, করে কপাল একি বিশাল,
ভাল ভাল কালদণ্ড ধারিণী।
ক্ষীণ কটীপর, নৃকর নিকর, আবৃত কত কিঙ্কিণী ॥

সর্ব্বাঙ্গ শোভিত শোণিত স্রস্তে, কিংশুক ইব ঋতু বসন্তে।
চরণোপান্তে, মনতুরন্তে, রাখ কৃতান্ত দলনী॥
আমরি আমরি সঙ্গিনী সকল, ভাবে ঢল ঢল,
হাসে খল খল, টুল টল ধরণী।
ভয়ঙ্কর কিবা, ডাকিতেছে শিবা, শিব উরে শিবা আপনি॥
প্রলয় কারিণী করে প্রমাদ, পরিহর ভূপ বৃথা বিবাদ,
কহিছে প্রসাদ, দেহ মা প্রসাদ, প্রসাদ বিষাদ নাশিনী॥ ২০২॥

আগমনী।

রাগিণী মালসী।

আজ শুভনিশি পোহাইল তোমার।
এই যে নন্দিনী আইল, বরণ করিয়া আন ঘরে।
মুখশশী দেখ আসি, দূরে যাবে দুঃখরাশি,
ও চাঁদ মুখের হাসি, সুধারাশি ক্ষরে॥
শুনিয়া এ শুভ বাণী, এলো চুলে ধায় রাণী, বসন না সম্বরে।
গদ গদ ভাব ভরে, ঝর ঝর আঁখি ঝরে,
পাছে করি গিরিবরে, অমনি কাঁদে গলা ধোরে॥
পুনঃ কোলে বসাইয়া, চারু মুখ নিরখিয়া, চুম্বে অরুণ অধরে।
বলে জনক তোমার গিরি, পতি জনম ভিখারী,
তোমা হেন সুকুমারী, দিলাম দিগম্বরে॥
যত সহচরীগণ, হয়ে আনন্দিত মন, হেসে হেসে এসে ধরে করে

কহে বৎসরেক ছিলে ভুলে, এত প্রেম কোথা থুলে,
কথা কহ মুখ তুলে, প্রাণ মরে মরে ॥
কবি রামপ্রসাদ দাসে, মনে মনে কত হাসে,
ভাসে মহা আনন্দসাগরে।
জননীর আগমনে, উল্লাসিত জগজ্জনে,
দিবানিশি নাহি জানে, আনন্দে পাসরে ॥২০৩॥

—॰—

রাগিণী মালশ্রী।

ওগো রাণি, নগরে কোলাহল, উঠ চল চল,
নন্দিনী নিকটে তোমার গো।
চল, বরণ করিয়া,গৃহে আনি গিয়া, এসো না সঙ্গে আমার গো॥
জয়া, কি কথা কহিলি,আমারে কিনিলি,কি দিলি শুভ সমাচার
তোমায়, অদেয় কি আছে, এস দেখি কাছে,
প্রাণ দিয়া শুধি ধার গো ॥
রাণী ভাসে প্রেম জলে, দ্রুতগতি চলে, খসিল কুন্তল ভার।
নিকটে দেখে যারে, সুধাইছে তারে, গৌরী কত দূরে আর গো ॥
যেতে যেতে পথ, উপনীত রথ, নিরখি বদন উমার।
বলে মা এলে মা এলে, মা কি মা ভুলেছিলে,
মা বলে একি কথা মার গো ॥
রথ হতে নামিয়া শঙ্করী, মায়েরে প্রণাম করি,
শান্তনা করে বার বার।
দাস শ্রীকবিরঞ্জনে, সকরুণে ভণে,
এমন শুভ দিন আর কার গো ॥ ২০৪ ॥

রাগিণী পিলু বাহার—তাল যৎ।

গিরি এবার আমার উমা এলে, আর উমা পাঠাব না।
বলে বল্‌বে লোকে মন্দ কারো কথা শুন্‌বো না॥
যদি এসে মৃত্যুঞ্জয়, উমা নেবার কথা কয়,
এবার মায়ে ঝিয়ে কর্‌বো ঝগড়া জামাই বলে মান্‌বো না॥
দ্বিজ রামপ্রসাদ কয়, এ দুঃখ কি প্রাণে সয়,
শিব শ্মশানে মশানে ফিরে, ঘরের ভাবনা ভাবে না॥২০৫॥

বিজয়া।

রাগিণী ললিত।

ওহে প্রাণনাথ গিরিবর হে, ভয়ে তনু কাঁপিছে আমার।
কি শুনি দারুণ কথা দিবসে আঁধার॥
বিছায়ে বাঘের ছাল, দ্বারে বসে মহাকাল,
বেরোও গণেশ মাতা ডাকে বার বার।
তব দেহ হে পাষাণ, এ দেহে পাষাণ প্রাণ,
এই হেতু এতক্ষণ, না হলো বিদার॥
তনয়া পরের ধন, বুঝিয়া না বুঝে মন,
হায় হায় একি বিড়ম্বনা বিধাতার।
প্রসাদের এই বাণী, হিমগিরি রাজরাণী,
প্রভাতে চকোরী যেমন, নিরাশা সুধার॥২০৬॥

ষট্‌চক্র ভেদ।

রাগিণী বিভাস—তাল একতালা।

কুলকুণ্ডলিনী ব্রহ্মময়ী তারা তুমি আছ গো অন্তরে,
মা আছ গো অন্তরে।
এক স্থান মূলাধার, আর স্থান সহস্রার,
আর স্থান চিন্তামণি পুরে।
শিব শক্তি সব্যে বামে, জাহ্নবী যমুনা নামে,
সরস্বতী মধ্যে শোভা করে॥
ভুজঙ্গরূপা লোহিতা, স্বয়ম্ভুতে সুনিদ্রিতা,
এই ধ্যান করে ধন্য নরে।
মূলাধার স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর নাভিস্থান,
অনাহতে বিশুদ্ধাখ্য বরে॥
বর্ণরূপা তুমি বট, ব, স, ব, ল, ড, ক, ঞ, ঠ,
ষোল স্বর কণ্ঠায় বিহরে।
হ, ক্ষ, আশ্রয় ভুরু, নিতান্ত কহিলা গুরু,
চিন্তা এই শরীর ভিতরে॥
ব্রহ্মা আদি পাঁচ ব্যক্তি, ডাকিন্যাদি ছয় শক্তি,
ক্রমে বাস পদ্মের উপরে।
গজেন্দ্র মকর আর, মেষবর কৃষ্ণসার,
আরোহণ দ্বিতীয় কুঞ্জরে॥
অজপা হইলে রোধ, তবে জন্মে তার বোধ,
গুঞ্জে মত্ত মধুব্রত স্বরে।

ধরা জল বহ্নি বাৎ, লয় হয় অচিরাৎ,
বং রং লং বং হং হৌং স্বরে ॥
ফিরে কর কৃপাদৃষ্টি, পুনর্ব্বার হয় সৃষ্টি,
চরণযুগলে সুধা ক্ষরে।
তুমি নাদ তুমি বিন্দু, সুধাধার যেন ইন্দু,
এক আত্মা ভেদ কেবা করে ॥
উপাসনা ভেদাভেদ, ইথে কোন নাহি খেদ,
মহাকালী কাল পদ ভরে।
নিদ্রা ভাঙ্গে যার ঠাঁই, তার আর নিদ্রা নাই,
থাকে জীব শিব কর তারে ॥
মুক্তি কন্যা তারে ভজে, সে কি আর বিষয়ে মজে,
পুনরপি আসিয়া সংসারে।
আজ্ঞাচক্র করি ভেদ, ঘুচাও ভক্তের খেদ,
হংসারূপে মিল হংসবরে ॥
চারি ছয় দশ বার, ষোড়শ দ্বিদল আর,
দশ শত দল শিরোপরে।
শ্রীনাথ বসতি তথা, শুনি প্রসাদের কথা,
যোগী ভাসে আনন্দ-সাগরে ॥২০৭॥

ষট্‌চক্র বর্ণন।

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

আমার মনে বাসনা জননি।
ভাবি ব্রহ্মরন্ধ্রে সহস্রারে, হ, ল, ক্ষ, ব্রহ্মরূপিণী ॥

মূলে পৃথ্বী ব, স, অন্তে চারি পত্রে মায়া ডাকিনী।
সার্দ্ধ ত্রিবলয়াকারে শিরে ঘেরে কুণ্ডলিনী ॥
স্বাধিষ্ঠানে ব, ল, অন্তে ষড়দলোপর বাসিনী।
ত্রিবেণী বরুণ বিষ্ণু, শিব ভৈরবী ডাকিনী ॥
ত্রিকোণ মণিপুরে বহ্নি বীজ ধারিণী।
ড, ফ, অন্তে দিগ দলে, শিব ভৈরবী লাকিনী ॥
অনাহতে ষটকোণে, দ্বিষড়দলবাসিনী।
ক, ঠ, অন্তে বায়ু বীজ, শিব ভৈরবী কাকিনী ॥
বিশুদ্ধাখ্য স্বরবর্ণ ষোড়শ দল পদ্মিনী।
নাগোপরি বিষ্ণু আসন, শিব শঙ্করী সাকিনী ॥
ভ্রূমধ্যে দ্বিদলে মন, শিবলিঙ্গ চক্র যোনি।
চন্দ্র বীজে সুধা ক্ষরে হ, ক্ষ, বর্ণে হাকিনী ॥২০৮॥

শব সাধনা।

জগদম্বার কোটাল, বড় ঘোর নিশায় বেরুলো,
জগদম্বার কোটাল।
জয় জয় ডাকে কালী, ঘন ঘন করতালি,
বব বম্ বাজাইয়া গাল ॥
ভক্তে ভয় দর্শাবারে, চতুষ্পথ শূন্যাগারে,
ভ্রমে ভূত ভৈরব বেতাল।
অর্দ্ধচন্দ্র শিরে ধরে, ভীষণ ত্রিশূল করে,
আপাদ লম্বিত জটাজাল ॥

শমন সমান দর্প, প্রথমেতে চলে সর্প,
পরে ব্যাঘ্র ভল্লুক বিশাল।
ভয় পায় ভূতে মারে, আসনে তিষ্ঠিতে নারে,
সম্মুখে ঘুরায় চক্ষু লাল॥
যেজন সাধক বটে, তারে কি আপদ ঘটে,
তুষ্ট হয়ে বলে ভাল ভাল।
মন্ত্র সিদ্ধ বটে তোর, কবালবদনী জোর,
তুই জয়ী ইহ পরকাল॥
কবি রামপ্রসাদ দাসে, আনন্দসাগরে ভাসে,
সাধকের কি আছে জঞ্জাল।
বিভীষিকা সে কি মানে, বসে থাকে বীরাসনে,
কালীর চরণ করে ঢাল॥২০৯॥

নানাবিষয়ক।

ওহে নূতন নেয়ে।
ভাঙ্গা নৌকা চল বেয়ে॥
দুকূল রইল দূর, ঘন ঘন হানিছে চিকুর;
কেমন কেমন করে হে দেয়া, মাঝ যমুনায় ভাসে খেয়া.
শুন ওহে গুণনিধি, নট হোক ছানা দধি,
কিন্তু মনে করি এই খেদ।
কাণ্ডারী যাহার হরি, যদি ডুবে সেই তরী,
মিছা তবে হইবে হে বেদ॥

যমুনা গভীরা ভাঙ্গা তরী, অবলা বালা কৃশোদরী,
প্রাণ রক্ষার তুমি মাত্র মূল।
অবসান হলো বেলা, একি পাতিয়াছ খেলা,
ঝটিং পারে চল প্রাণ নিতান্ত আকুল॥
কহিছে প্রসাদ দাস, রসরাজ কিবা হাস,
কুলবধূর মনে বড় ভয়।
এক অঙ্গ আধা আধা, তোমারি অধীনা রাধা,
তাহে এত বাদ সাধা উচিত কি হয়॥২১০॥

—o—

ও নৌকা বাও হে ত্বরা করি, নূতন কাণ্ডারী,
রঙ্গে ব্রজবধূর সঙ্গে॥
আতব লাঘব হেতু, তরুণী ভরা তরণী,
চালন কর মনের রঙ্গে।
আপন কর হে পণ, চাও হে যৌবন ধন,
হাস ভাস প্রেম তরঙ্গে॥
আগে চরাইতে ধেনু, বাজায়ে মোহন বেণু,
বেড়াইতে রাখালের সঙ্গে।
এখন হয়েছ নেয়ে, কোন্ বা বিষয় পেয়ে,
ধেয়ে হাত দিতে এস অঙ্গে॥
ভণে দাস রামপ্রসাদ, হায় একি পরমাদ,
কায কি হে কথার প্রসঙ্গে।
সময় উচিত কও, কোনরূপে পার হও,
দোষ আছে পাছে মন ভাঙ্গে॥২১১॥

শিব সঙ্গীত।

হর ফিরে মাতিয়া, শঙ্কর ফিরে মাতিয়া।
শিঙ্গা করিছে ভভ ভম্ ভম্,
ভোঁ ভোঁ ভোঁ ববম্ ববম্ বব বম্ বব বম্ গাল বাজিয়া ॥
সগণ হইয়া প্রমথ নাথ, ঘটক ডমরু লইয়া হাত,
কোটি কোটি কোটি দানবসাথ, শ্মশানে ফিরিছে গাইয়া।
কটিতটে কিবা বাঘের ছাল, গলায় দুলিছে হাড়ের মাল,
নাগযজ্ঞোপবীত ভাল, গরজে গরব মানিয়া ॥
শশধর কলা ভালে শোভে, নয়ন চকোর অমিয় লোভে,
স্থির গতি অতি মনের ক্ষোভে, কেমনে পাইব ভাবিয়া।
আধ চাঁদ কিবা করে ঝিকিমিকি, নয়নে অনল ধিকি ধিকি ধিকি,
প্রজ্বলিত হয় থাক থাক থাক, দেখে রিপু যায় ভাগিয়া ॥
বিভূতি ভূষণ মোহন বেশ, তরুণ অরুণ অধর দেশ,
শব আভরণ গলায় শেষ, দেবের দেব যোগিয়া।
বৃষভ চালাচে ঝিমিকি ঝামকি, বাজায়ে ডমরু ডিমিকি ডিমকি,
ধরত তাল দ্রিমিকি, দ্রিমিকি, হরগুণে হর নাচিয়া ॥
বদন ইন্দু ঢল ঢল ঢল, শিরে দ্রবময়ী করে টল টল,
লহরী উঠিছে কল কল কল, জটাজুট মাঝে থাকিয়া।
প্রসাদ করিছে এ ভব ঘোর, শিয়রে শমন করিছে জোর,
কাটিতে নারিনু করম ডোর নিজগুণে লহ তারিয়া ॥২২॥

মৃত্যুর প্রাক্কালীন সঙ্গীত চতুষ্টয়।

রাগিণী মূলতান—তাল একতালা।

কালীগুণ গেয়ে, বগল বাজায়ে, এ তনু তরণী ত্বরা করি চল বেয়ে
ভবের ভাবনা কিবা মনকে কর নেয়ে ॥
দক্ষিণ বাতাস মূল, পৃষ্ঠদেশে অনুকূল,
অনায়াসে পাবে কুল, কালরবে চেয়ে।
শিব নহেন মিথ্যাবাদী, আজ্ঞাকারা অনিমাদি,
প্রসাদ বলে প্রতিবাদী পলাইবে ধেয়ে ॥২১৩॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

বল্ দেখি ভাই কি হয় মোলে।
এই বাদানুবাদ করে সকলে ॥
কেউ বলে ভূত প্রেত হবি, কেউ বলে তুই স্বর্গে যাবি,
কেউ বলে সালোক্য পাবি, কেউ বলে সাযুজ্য মেলে।
বেদের আভাস, তুই ঘটাকাশ, ঘটের নাশকে মরণ বলে ॥
ওরে শূন্যেতে পাপপুণ্য গণ্য, মান্য করে সব খেয়ালে ॥
এক ঘরেতে বাস করিছে পঞ্চজনে মিলেজুলে।
সে যে সময় হ'লে আপনা আপনিই যে যার স্থানে যাবে চলে ॥
প্রসাদ বলে যা ছিলি ভাই তাই হবি রে নিদান কালে।
যেমন জলের বিম্ব জলে উদয় লয় হয়ে সে মিশায় জলে ॥২১৪॥

রাগিণী মূলতান—তাল একতালা।

নিতান্ত যাবে দীন এ দিন যাবে, কেবল ঘোষণা রবে গো।
তারানামে অসংখ্য কলঙ্ক হবে গো॥
এসেছিলাম ভবের হাটে, হাট করে বসেছি ঘাটে,
ওমা শ্রীসূর্য্য বসিল পাটে, নেয়ে লবে গো॥
দশের ভরা ভরে নায়, দুঃখী জনে ফেলে যায়,
ওমা তার ঠাঁই যে কড়ি চায়, সে কোথা পাবে গো।
প্রসাদ বলে পাষাণ মেয়ে, আসন দে মা ফিরে চেয়ে,
আমি ভাসান দিলাম গুণ গেয়ে, ভবার্ণবে গো॥২১৫॥

——০——

তারা তোমার আর কি মনে আছে।
ওমা এখন যেমন রাখলে সুখে তেমি সুখ কি পাছে॥
শিব যদি হন সত্যবাদী, তবে কি মা তোমায় সাধি,
মাগো ওমা ফাঁকির উপরে ফাঁকি, ডান চক্ষু নাচে॥
আর যদি থাকিত ঠাঁই, তোমারে সাধিতাম নাই,
মাগো ওমা দিয়ে আশা, কাটলে পাশা, তুলে দিয়ে গাছে॥
প্রসাদ বলে মন দড়, দক্ষিণার জোর বড়,
মাগো ওমা আমার দফা হলো রফা, দক্ষিণা হয়েছে॥২১৬॥

——

রাগিণী খাম্বাজ—তাল তিওট।

হর হৃদি বিহরে।
তরুরুচি রুচির সজল ঘন নিন্দিত, চরণে উদিত বিধু নখরে॥
নীলকমল দল, শ্রীমুখমণ্ডল, শ্রমজল শোভে শরীরে।

মরকত মুকুরে মকুতা মুক্তাফল রচিত কিবা শোভা মরি মরি রে॥
গলিত চিকুর ঘটা, নব জলধর ছটা, ঝাঁপল দশদিশি তিমিরে।
গুরুতর পদভর, কমঠ ভুজগবর, কাতর মূর্চ্ছিত মহীরে॥
ঘোর বিষয়ে মজি, কালীপদ না ভজি, সুধা ত্যজি বিষপান করি রে।
ভণে শ্রীকবিরঞ্জন, দৈব বিড়ম্বন, বিফলে মানব দেহ ধরি রে॥২১৭॥

রাগিণী বিভাস—তাল ঝাঁপতাল।

তাই বলি মন জেগে থাক, পাছে আছে রে কাল চোর।
কালীনামের অসি ধর, তারানামের ঢাল,
ওরে সাধ্য কি শমনে তোরে করতে পারে জোর॥
কালীনামে নহবৎ বাজে করি মহা সোর।
ওরে শ্রীদুর্গা বলিয়া রে রজনী কর ভোর॥
কালী যদি না তরাবে কলি মহা ঘোর।
কত মহাপাপী তরে গেল রামপ্রসাদ কি চোর॥২১৮॥

রাগিণী মুলতান—তাল একতালা।

কার বা চাকরী কর (রে মন)।
ওরে তুই বা কে, তোর মনিব কেরে, হলি কার নফর॥
মোহাছিবা দিতে হবে নিকাশ তৈয়ার কর।
ও তোর আমদানিতে শূন্য দেখি কর্জ্জ জমা ধর (ওরে মন)।
দ্বিজ রামপ্রসাদে বলে তারার নামটী সার। ওরে মিছে
কেন দারা সুতের বেগার খেটে মর (ওরে মন)॥২১৯॥

রাগিণী পিলু বাহার—তাল যৎ।

তুই যারে কি কর্‌বি শমন, শ্যামা মাকে কয়েদ করেছি।
মনবেড়ী তাঁর পায়ে দিয়ে হৃদ্‌গারদে বসায়েছি॥
হৃদ্‌পদ্ম প্রকাশিয়ে সহস্রারে মন রেখেছি।
কুলকুণ্ডলিনী শক্তির পদে আমি আমার প্রাণ সঁপেছি॥
এম্নি করেছি কায়দা, পলাইলে নাইকো ফায়দা,
হামেশ রুজু ভক্তি প্যায়দা, ত্রিনয়ন দ্বারবান দিয়েছি॥
মহাজ্বর হবে জেনে আগে আমি ঠিক করেছি।
তাই সর্ব্বজ্বর হর লৌহ গুরুতত্ত্ব পান করেছি॥
শ্রীরামপ্রসাদ বলে তোর জারি ভেঙ্গে দিয়েছি।
মুখে কালী কালী কালী বলে যাত্রা করে বসে আছি॥২২০॥

রাগিণী পিলু বাহার—তাল যৎ।

জানিলাম বিষম বড় শ্যামা মায়েরি দরবার রে।
সদা ফুকারে ফরিদী বাদী না হয় সঞ্চার রে॥
আরজবেগী যার শিরে, সে দরবারের ভাগ্য কিরে,
মাগো ওমা দেওয়ান যে দেওয়ানা নিজে আস্থা কি কথার রে॥
লাখ উকীল করেছি খাড়া, সাধ্য কি মা ইহার বাড়া,
মাগো ওমা তোমায় তারা ডাকে আমি ডাকি কাণ নাই বুঝি মারলো
গালাগালি দিয়ে বলি, কাণ খেয়ে হোয়েছ কালী,
রামপ্রসাদ বলে প্রাণ কালী, করিলে আমারে রে॥২২১॥

রাগিণী জংলা—তাল একতালা।

মন কেন রে পেয়েছ এত ভয়।
ও তুমি কেন রে পেয়েছ এত ভয়॥
তুফান দেখে ডরিওনারে ও তুফান নয়।
দুর্গানাম তরণী করে বেয়ে গেলে হয়॥
পথে যদি চৌকীদারে তোরে কিছু কয়।
তখন ডেকে বলো আমি শ্যামা মায়েরি তনয়॥
প্রসাদ বলে ক্ষেপা মন তুই কারে করিস ভয়।
আমার এ তনু দক্ষিণার পদে করেছি বিক্রয়॥২২২॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

মন জাননা শেষে ঘট্‌বে লেঠা।
যখন ঊর্দ্ধ বায়ু রুদ্ধ করে পথে তোমার দিবে কাঁটা॥
আমি দিন থাকিতে উপায় বলি দিনের সুদিন যেটা।
ওরে শ্যামা মায়ের শ্রীচরণে মনে মনে হওরে আঁটা॥
পিঞ্জরে পুষেছ পাখী আটক করবে কেটা।
ওরে জাননা যে তার ভিতরে দুয়ার আছে নটা॥
পেয়েছ কুসঙ্গী সঙ্গী খিঙ্গি ধিঙ্গি ছটা।
তারা যা বলিছে তাই করিছ এমনি বুকের পাটা॥
প্রসাদ বলে মন জানতো মনে মনে যেটা।
আমি চাতরে কি ভেঙে হাঁড়ি বুঝাইব সেটা॥২২৩॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

এ সব ক্ষেপা মেয়ের খেলা।
যার মায়ায় ত্রিভুবন বিভোলা॥
সে যে আপনি ক্ষেপা, কর্ত্তা ক্ষেপা, ক্ষেপা দুটো চেলা॥
কি রূপ কি গুণ ভঙ্গি কি ভাব কিছুই না যায় বলা।
যাঁর নাম করিয়ে কপাল পোড়ে কণ্ঠে বিষের জ্বালা * * ॥২২৪॥

---o---

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

দাও গো জননি, জানি তোরে।
তারে দাও দ্বিগুণ সাজা মা, যে তোর খোসামদি করে॥
মা মা বলে পাছু পাছু, যেজন স্তুতি ভক্তি করে।
দুঃখে শোকে দগ্ধে তারে দাখিল করিস্ যমের ঘরে॥
অন্নে কারে পাওয়া যায়, ক্ষীণ আলে বারি ধায়,
যেজন হয় শক্ত, তার ত্রিকাল মুক্ত, জোর জবরে।
চোকে আঙ্গুল না দিলে পর, দেখ্‌বি না মা বিচার করে॥
ওমা হরের আরাধ্য পদ, ভয়ে দিলি মহিষাসুরে।
যে দু-কথা শোনাতে পারে, যে জনা হেতের ধরে।
তার হয়ে আশ্রিত সদা থাকিস্ মা পরাণের ডরে॥
রামপ্রসাদ কৃতার্থ হবে, কৃপাকণা জোরে।
সাধের শ্যামার পদ এ নব ইন্দ্রিয় হরে ॥২২৫॥

সম্পূর্ণ।

সীতাবিলাপ।

সীতাবিলাপ

মোরে বিধি বাম, গুণনিধি রাম,
কি দোষে গেলে ছাড়িয়ে হে।

জনক দুহিতে কাঁদিতে কাঁদিতে,
লব কুশ দোঁহে লইয়া সহিতে,
আইল জীবননাথেরে দেখিতে,
শিরে কর হানি পড়িয়া মহীতে,
হাহাকার রব করিয়ে হে ॥

(সীতার) লোচনে সলিল পড়িছে ঝরিয়া,
রামের দুখানি চরণ ধরিয়া.
কাঁদেন জননী করুণা করিয়া,
কোথাকারে প্রভু গেলে হে চলিয়া,
কোন অপরাধ পাইয়ে হে ॥

অভাগিনী ডাকে উঠনা ত্বরিতো,
শুনিয়া না শুনো এ কোন্ উচিতো.
কমল নয়নে চাহনা চকিতো,
বিদরে পরাণো করনা স্থকিতো,
প্রবোধ দেহনা উঠিয়ে হে।

ধূলায় ধূসর এ হেন শরীর,
দুকুল আকুল হোয়েছে কটীর,
ললাট ফলকে পড়িছে রুধির,
দিবসে সকলি দেখিছে তিমির,
আলো কর প্রভু জাগিয়ে হে॥

করে হোতে ধনু পড়েছে খসিয়া,
কে হানিল বাণ বিষম কসিয়া,
নাশিল জীবন হৃদয়ে পশিয়া,
কেমনে এমন দেখিব বসিয়া,
পরাণ যাইছে ফাটিয়ে হে।

যখন ছিলাম জনক বাসেতে,
আমারে দেখিয়া কহিত লোকেতে,
বিধবা চিহ্ন নাহিক তোমাতে,
এবে এই ছিল মোর কপালেতে,
সখা কোথা গেলে চলিয়ে হে॥

ললাট লিখন ঘুচাতে নারে,
আপনি উদরে ধরেছি যারে,
তনয় হইয়া বধিল পিতারে,
আহা নাথ নাথ কি হলো আমারে,
উপায় না দেখি ভাবিয়ে হে।

ধিক্ ধিক্ তোরে বলি রে তনয়,
বুঝিলাম তোরা আমার তো নয়,

এমন করিতে উচিত নয়,
প্রভুরে লইলি যমের আলয়,
ইহা দেখি আমি বসিয়ে হে॥

এ ছার জীবন কেমনে রাখিব,
তোমার নিকটে এখনি মরিব,
জ্বালি চিতা আমি তাহাতে পশিব,
নহে হলাহল অশন করিব,
কি কায এ দেহ রাখিয়ে হে।

রামপ্রসাদ কহিছে শুন মা জানকী,
রামের মহিমা তুমি না জান কি,
প্রবোধ মান মা কমল কানকী,
এখনি উঠিবেন রাঘব ধানকী,
দেখিবে নয়ন ভরিয়ে গো॥

সম্পূর্ণ।